'লক্ষ্মীর-কৌটায়'—১, এক টাকা জমা দিন; অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

—০—

আমাদের শুভ বৈশাখের নব-উপন্যাস,—

উপন্যাসাচার্য্য-পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

বহু মূল্যবান লেড এণ্টিকে ছাপা—ত্রিরঞ্জিত চিত্রযুক্ত

লক্ষ্মীর-কৌটা

বৈশাখের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে।

——০——

শ্রাবণের বারিধারা প্রায়, ঝরে অশ্রু ধারায় ধারায়!

'লক্ষ্মীর-কৌটা' পড়িতে পড়িতে যে চক্ষু দিয়া শ্রাবণের প্লাবন ছুটিবে না;

আমরা বলিব, সে চক্ষু—পাথরের চক্ষু!

ধন্য নারায়ণবাবু—সার্থক আপনার সাহিত্য-সেবা। যথার্থ মাহেন্দ্রক্ষণেই

'লক্ষ্মীর-কৌটার' জন্য আপনি লেখনি ধারণ করিয়াছিলেন।

আবার নূতন সংযোজনা !

বিশ্ব-সাহিত্যের প্রথমশ্রেণীর অনুবাদক—'রহস্য-লহরী' সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়

মহাশয়, আমাদের উপন্যাস-সিরিজের জন্য কলম ধরিলেন !

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।
শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী।
শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।
শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
,, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।
,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।
,, দীনেন্দ্র কুমার রায়।
,, কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম-এ।
,, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।
,, নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।
,, হেমেন্দ্রকুমার রায়।
,, বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল।
,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
,, ব্রজমোহন দাস।
,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু।
,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, শরৎচন্দ্র পাল, পরিচালক।

প্রতি মাসেই সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক লেখিকা-বৃন্দের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস—পূর্ব্বের মতই আপনাদের হাতে দিতে পারিব।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

স্বত্বাধিকারী—
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির।

পরিচয়।

উপন্যাস-গুরু খুল্ল-পিতামহ স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতামহ বঙ্গ-বিশ্রুত ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ও রাজা গণেশ, বঙ্কিম-জীবনী, বঙ্গ-সংসার, বাঙ্গালীর বল, বারি বাহিনী, বীর-পূজা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা----পূজ্যপাদ পিতা শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণে, শ্রীচরণ স্মরণে অতি বাল্যে ক্ষুদ্র একখানি উপন্যাস লিখি, বিধাতার করুণায় তাহা প্রকাশও হইয়াছিল।

কৈশোর জীবনে আবার শোভাসিংহ নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। মাধুরী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার পর যৌবনে পুনরায় "রাজ-পুতের-মেয়ে" লিখিলাম। কমলিনীর সু-পরিচিত সত্ত্বাধিকারীদ্বয় "রাজপুতের মেয়ে"কে আপনাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ এক মাস কাল রোগশয্যায় শায়িত থাকায় সুহৃদ্‌বর শরৎ বাবু ইহার একটি ফর্ম্মার প্রুফও স্বয়ং দেখিতে পারেন নাই, সেইজন্য বহু স্থানেই ত্রুটী রহিয়া গেল, তবে যদি পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়, সেই সময় সুযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা যথাযথ সংশোধিত হইয়াই প্রকাশিত হইবে।

আমার পরমবন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষাল, কমলিনী-সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দত্ত মহোদয়ের সহিত আমায় পরিচিত করিয়া দেন।

পূর্ব্ব হইতেই কমলিনীর বিশাল বৃহৎ কার্য্য দর্শনে বিস্মি হইয়াছিলাম,----পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম। দেখিলাম, উভয়েঃ কর্ম্মের অবতার,---মানবের ভুষণ, বিনয় ও সততার আদর্শ বুঝিলাম, উভয়েই অতি কৃপণ। এত কৃপন—যে অনন্ত ধনরাশিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ করিতেছেন। সামান্য অর্থের বিনিময়ে ভারতে বক্ষে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছেন।

কৃপণ সেই—যে দান করে। সে তো দান করে না; দানের বিনিময়ে সে অতুল পূণ্য, অটুট কীর্ত্তি সঞ্চয় করে। সেই কীর্ত্তিবান, পূণ্যবান যুবকদ্বয়কে দর্শনে অন্তর আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। সাগ্রহে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আমার হৃদয় সম নিরাভরনা "রাজপুতের মেয়ে"কে তাঁহাদের কীর্ত্তি করে তুলিয়া দিলাম। ইতি—

বিনীত—

শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র—স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাট্টোপন্যাস

রাজপুতের মেয়ে।

উৎসর্গ।

কবির লিখিত চরিত্র চিত্রকর তুলিকায় চিত্রিত করেন, অভিনেতা অভিনয়ের ভাবস্ফুরণে তাহা প্রত্যক্ষ দেখান, তাই পাশ্চাত্য দেশে অভিনেতারা কবির সম্মান পাইয়া থাকেন, কিন্তু বাংলায় নাট্য প্রতিভার আদর নাই।

ঐ স্বরূপ মূর্ত্তি বহু মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। রাজাধিরাজ হইতে অতি দানা দীনেরও চরিত্র ঐ মূর্ত্তিতেই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। চরিত্রাঙ্কণে অপরিপক্ক আ "রাজপুতের মেয়ের" সর্ব্ব চরিত্রই অপূর্ণ প্রায়, পূর্ণতার আশায় সর্ব্ব চরি সমন্বিত, অভিনেতাশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়কে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি উৎসর্গ করিলাম।

ভাবমুগ্ধ—গ্রন্থকার

রাজপুতের মেয়ে।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কে তুমি বালিকা ?"

"আমি রাজপুতের মেয়ে।"

"অন্য পরিচয় ?"

"এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয় সৈনিক ?"

"সত্য বলেছ, রাজপুতের পরিচয় রাজপুত। কিন্তু আমি কে তা কি জান বালিকা ?"

"তা জানবার প্রয়োজন নেই যবন।"

"আমায় আশ্রয় দিলে তোমার কি বিপদ ঘটবে তা জান ?"

"কিছুরই জানবার প্রয়োজন নেই। আশ্রয়ার্থীকে আশ্রয় দানে যদি বিধাতার সমস্ত বিপদ রাশি দলবদ্ধ, ঘনীভূত হয়ে আমায় আক্রমণ করে করুক, তথাপিও রাজপুতের মেয়ে আমি আশ্রয়ার্থীকে কখনই বিমুখ করবো না।"

"কিন্তু তুমি রমণী।"

"রমণী ব'লে আমার শক্তিতে সন্দিহান হচ্ছ সৈনিক? তুমি তাহ'লে হিন্দুললনাকে চেন না—জান না—হিন্দুর ইতিহাস অবগত নও—তাই রাজপুতের মেয়ের শক্তিতে এই সন্দেহ। শোন নাইকি এই হিন্দুনারীর শক্তির নিকট শমনও পরাভব স্বীকার ক'রে নত মস্তকে ত্রাস্তে পলায়ন করে, জান নাকি—এই হিন্দুরমণী ত্রিভুবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর ভীষ্ম নিধনের কারণ হয়েছিল, এই সেদিনের কথা, মহাপ্রতাপশালী সম্রাট আলাউদ্দীন, মহারাণী পদ্মিনীর রূপে আত্মহারা হয়ে চিতোর আক্রমণ করেন—লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে, লক্ষ জীবন বিনিময়ে, লক্ষ হৃদয়ের গাঢ় শোণিতে চিতোর রঞ্জিত করে—শুধু পেয়েছিলেন—শত সহস্র হিন্দুরমণীর দেহ ভস্ম! কিন্তু কারও কেশাগ্রও দর্শনে সক্ষম হন নাই। এতেও কি বোঝ নাই যবন,—হিন্দুরমণী শক্তিহীনা নয়, শক্তিময়ী! একটীর পর একটী ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দেখ, দেখবে—প্রত্যেক পৃষ্ঠা হিন্দুনারীর মূর্ত্তি—স্বর্ণোজ্জ্বলে অঙ্কিত, দেখবে সে মূর্ত্তি পূণ্য-পুলক বিমণ্ডিত, আলোকজ্জ্বল। শোন সৈনিক—যদি শত সহস্র বিপদ—ভীম-ভৈরব গর্জ্জনে সমুদ্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস নিয়ে আমায় গ্রাস করতে রাক্ষসের মত ধেয়ে আসে, আসুক—যদি জগতের সমস্ত শক্তি একত্রিত পুঞ্জীভূত হয়ে আমার বিপক্ষে দাঁড়ায়, দাঁড়াক্—তথাপিও আমি তোমায় আশ্রয় দিলুম—এ প্রাসাদে বা আমার পিতার জমিদারীর সীমানায়, আমি জীবিত থাকতে কেউ তোমার বস্ত্র প্রান্ত স্পর্শেও সক্ষম হবে না।

রমণীর বদন অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অতুলনীয় পূণ্য-ভাতিতে

দেবী-জ্যোতিতে পরিলিপ্ত হইয়া উজ্জল শ্রী উজ্জল গরিমায় উদ্ভাসিত হইল।

সেই ভক্তি-প্রদীপ্তাঃ—সৌন্দর্য্য-ভূপ্তাঃ—বিশ্ব-শান্তিদায়িণী, বিশ্ব-জননীরূপিণী শক্তিশালিণী—পুণ্যপুলক প্রদায়িণী দেবীমূর্ত্তি দর্শনে যবনের হৃদয় ভক্তিতে আনত—শ্রদ্ধায় প্রণত হইল, তারপর বিস্ময়-পুলক হৃদয়ে নিস্পন্দ নেত্রে শুধু চাহিয়া রহিল।

তৎদর্শনে হাস্যরঞ্জিত অধরে বালিকা কোমল ঝঙ্কার উঠাইয়া বলিল, "অবাক বিস্ময়ে আমার মুখপানে কি দেখছো অতিথি?"

বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে অতিথি বলিল, "কি করে, কোন্ ভাষায়, কেমন করে বোঝাব, কি দেখছি! কিন্তু যা দেখছি, তা জীবনে দেখিনি,—জীবনে দেখবো না—জীবনে ভুলবো না —কি দেখছি? দেখছি, শতচন্দ্র-করোজ্জল—উদ্ভাসিত—স্বর্গ-সুষমা পরিপ্লাবিত মহিমা-বিমণ্ডিতা এক মাতৃমূর্ত্তি অভয়হস্ত উত্তোলনে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। বদনে তাঁর পবিত্রতার পুণ্য-হিল্লোল, হৃদয়ে ধর্ম্মের কল্লোল—হস্তে তাঁর শান্তির অনাবিল ধারা—নয়নে স্নেহ-সিন্ধুর অবিরল উচ্ছ্বাস! এ মূর্ত্তি তো জীবনে কখনও দেখিনি—এ যে ধ্যান-গঠিতা—জীবন্ত দেবী প্রতিমা। হিন্দুরমণী মানবী নয়—দেবী। মা, মা, বঙ্গেশ্বর, দায়ুদ খাঁ জানু পেতে আজ তোকে মাতৃ-সম্বোধনে অভিনন্দিত করছে,—তাকে সন্তানের অধিকার দে মা—তাকে তোর মঙ্গলাশীষে শক্তিমান কর মা—শান্তি বাহুপ্রসারণে তার মলিন কর্ম্ম, —কালিমার ধুলা ধুয়ে দেমা!

"তুমিই নবাব দায়ুদ খাঁ!"

"হাঁ—মা, আমিই সেই হতভাগ্য অত্যাচারী পাপীর আদর্শ নবাব দায়ুদ খাঁ।"

"তথাপিও তুমি আমার সন্তান। ওঠ সন্তান, ওঠ বৎস, বিধাতৃ চরণে প্রার্থনা করি, তুমি মানুষ হও,—রণমৃত্যু লাভ কর। মোগল বিজয়ী হও।"

স্বাশ্চর্য্যে উঠিয়া নবাব বিস্ময়াপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, "মোগল-বিজয়ী হও?—মা, মা, সে আশা-মরুর জলাশয়ের ন্যায় বহুদূরে চলে গেছে। আজ আমি মোগল সেনাপতির নিকট পরাজিত। আমার ছত্রভঙ্গ-সৈন্যের কে কোন দিকে পলায়ন করেছে তা জানি না। শৃগালের ন্যায় প্রাণ রক্ষার্থে আমি আজ তোমার আশ্রয়প্রার্থী। পশ্চাতে আমার অনুসন্ধানে প্রধান সেনাপতি মনাইমখাঁ দৈত্যের ন্যায় ছুটে আসছে। বাংলার অনেক জমিদারও মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মোগল এখন অসীম শক্তিশালী। আমার সৈন্য নাই, অর্থ নাই, দুর্গ নাই,—মাথা রাখবার একটুও স্থান নাই,—আমি মোগল বিজয়ী হবো। অসম্ভব। অসম্ভব।"

"অসম্ভব বাক্য বীরের মুখে, মানুষের মুখে শোভা পায় না! প্রবল-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সফলতা প্রদান করে। যদি তোমার তন্ময়তা একাগ্রতা থাকে, তাহলে স্থির জেন, আবার তোমার সব হবে।"

"মা, মা, তোর বাক্যে হৃদয় আশার ঝঙ্কারে ঝংকৃত হয়ে উঠল,

সহস্র নবীন আশায় হৃদয় আবার উদ্বেলিত হচ্ছে, নয়ন
সুখে বাংলার স্বর্ণ মসনদ দেখ্‌ছি। দেবী তুই, তোর প্রার্থনা
ফল হবে না। আমি পারবো, আজ যদি বাঁচি, আজ যদি
নাইম খাঁর হাত হতে উদ্ধার পাই, তবে আবার মোগলকে
ংলা হতে বিদূরিত করবো, আবার বাংলার মসনদ পাঠানের
ব, আবার পাঠানের জয়নাদে বাংলার আকাশ-বাতাস
কম্পিত হবে।"

"তাই হোক নবাব, তোমার সাধনা সফল হোক।"

"মা, যদি তোর বাক্য সত্য হয়, যদি আবার বাংলার মসনদ
ই, তা হলে এই সব কৃতঘ্ন জমিদারকে এমন শাস্তি দেব,
বিভীষিকার ন্যায় বঙ্গ-বক্ষে অঙ্কিত থাকবে।"

নবাবের বাক্যে বালিকার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, ঈষৎ কম্পিত-
ঠ বালিকা বলিল, "নবাব, আমার একটী প্রার্থনা, একটী
ক্ষা আছে, দেবে কি! জননী আমি, সন্তান তুমি। তোমার
কট ভিক্ষা কি পাব না!"

"একি প্রহেলিকা মা,—জননীকে সন্তানের অদেয় কি থাকতে
রে মা? এ সিংহাসনহীন মুকুটহীন দীন-ভিক্ষুক সন্তানের
াছে কি তোর ভিক্ষা অকপটে বল—শোণিত দানেও তোর
ক্ষা পূর্ণ করবো।"

"নবাব! আমার পিতা জমিদার হরিনারায়ণ মোগলের
ক হয়ে যুদ্ধ করতে সাঁসঙ্গে মোগলশিবিরে গিয়েছেন, যদি তুমি
াবার রাজ্য পাও, যদি তোমার এ ঘন ঘোর দুর্দ্দিন কেটে

গিয়ে উজ্জ্বল আলোকময় প্রভাত উদয় হয়, যদি তোমার চরণে বাংলা লুণ্ঠিত হয়ে অভিবাদন করে, তাহলে নবাব—"

"বুঝেছি মা, আর বল্‌তে হবে না।—"

"—মা, তোমার সন্তান নবাব দায়ূদ খাঁ, বিলাসী মদ্যপায়ী অত্যাচারী হলেও সে অকৃতজ্ঞ নয়, সে পশু নয়, তোমার এ ঋণের বিনিময় নেই,—শপথ করছি, তোমার পিতার পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হবে না, হতে দেব না।"

"আর আমিও শপথ করছি পুত্র,—আজীবন, তোমায় পুত্রের মত দেখবো, আজীবন তোমার শুভ কামনা করবো, আজীবন তোমার বিপদাপদে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। যদি—ভগবান না করুন, যদি কখনও বিপদে পড়, যদি তখন এই দুঃখিনী জননীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, জানিও, হৃদয়ের শেষ শোণিত বিন্দুটী দিয়েও সাহায্য করবো।"

"মা, আবার তোমায় অভিবাদন করি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজমহালের জমিদারবর্গের মধ্যে অন্যতম রাজপুত জমিদার হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণের জমিদারী বিশাল—প্রতাপও বিপুল। মোগল সেনাপতির আহ্বানে নিজ অধীন ও বেতনভুক্ত দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ মোগলের সাহায্যার্থে গিয়াছেন।

ভূস্বামী হরিনারায়ণ বুদ্ধিমান, তিনি বুঝিয়াছিলেন—মোগলের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। তাই তিনি মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

জমিদার হরিনারায়ণের বিরাট অট্টালিকা অতি মনোভিরাম নয়নরঞ্জন ভাবে সুশোভিত, সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত। আশে পাশে অন্য কুটীর বা ইমারৎ নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁর সর্দ্দার অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তারই কিঞ্চিৎদূরে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিক যাদবলালের বাটী। ইহা ব্যতীত অপর কোনও বাটি সন্নিকটে নাই।

ভূম্যধিকারী হরিনারায়ণ, প্রতাপশালী দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী জমিদার। তাঁর হৃদয়ে দয়া নাই, নয়নে কোমলতা নাই, বদনে হাস্য নাই। হৃদয় তাঁর প্রস্তরের ন্যায় কঠোর, কলুষ কালিমায় পূর্ণ—নয়ন বিদ্যুতালোকের ন্যায় উজ্জ্বল—তীব্র তীক্ষ্ণ করুণাহীন, বদন জলদাকাশের ন্যায় ভীষণ, গম্ভীর ভীতিপ্রদ।

রাজা হরিনারায়ণ প্রৌঢ়, মোটের মাথায় দেখিতে নিতান্ত কদাকার কুৎসিৎ নহেন। সংসারে পঞ্চদশ বর্ষীয়া একমাত্র অনূঢ়া কন্যা উর্ম্মিলা ব্যতীত আর কেহই নাই। হরিনারায়ণের হৃদয়ে দয়া-মায়া যাহা কিছু ছিল, তাহা এই কন্যার উপরই সমর্পিত হইয়াছিল।

কন্যা উর্ম্মিলা ফুলের মত সুন্দর, চাঁদের মত হাস্যময়ী, তটিনীর মত তরঙ্গময়ী। কণ্ঠস্বরে তাহার যেন প্রকৃতি হাসিয়া উঠিত, অঙ্গ-সঞ্চালনে যেন বিজলী খেলিত, এই সরল শুভ্র কুসুম কোমল

কমলটীকে হরিনারায়ণ অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তাহার গাম্ভীর্য্য তাঁহার কঠোরতা সব এই ক্ষুদ্র এক বালিকার নিকট পরাস্ত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"স্বামী!"

"মায়া!"

"রোগশীর্ণ শুষ্ক নিষ্প্রভ নয়ন দুইটী অতি কষ্টে স্বামী দিলীপ সিংহের প্রতি স্থাপিত করিয়া সাধ্বী ডাকিল, "স্বামী!"

"মায়া!"

"কই!"

"কি কই মায়া?"

"আমার পুত্র অমরপ্রসাদ!"

"সে এলো ব'লে।"

"যুদ্ধের কি এখনও শেষ হয়নি!"

"হয়েছে।"

"কে জয়ী হলো;"

"আমরা।"

"তবে অমরের আস্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন?"

দিলীপ নিরুত্তর।

উত্তর না পাওয়ায় স্নেহপরায়ণা জননীর বক্ষস্থল সন্দেহে আলোড়িত হইয়া উঠিল। নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল—কম্পিত শঙ্কিতকণ্ঠে মায়াবতী বলিল, "তবে—তবে কি আমার অমর নেই!"

নয়নে এবার অশ্রুর প্রবাহ ছুটিল।

আকাশের এক পার্শ্বে নব-যৌবনা চাঁদ অসংখ্য হীরক-খচিত নীল বসনে দেহাবৃত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া উঠিল।

মৃত্যুপথ-গামিনী সহধর্ম্মিনীর নয়নাশ্রু দিলীপ সিংহকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, কাতরকণ্ঠে দিলীপসিংহ বলিলেন, "মায়া, মায়া, আমি তোমার নিষ্পাপ দেহস্পর্শে বল্‌ছি—অমর আমাদের সুস্থ সবল ও অক্ষত দেহে জীবিত আছে।"

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাসত্যাগে মায়াবতী বলিল, "তবে সত্য বল প্রভু, তার বিলম্বের কারণ কি?"

মৃদু অর্দ্ধোচ্চারিত-কণ্ঠে দিলীপ উত্তর দিলেন, "সে পাঠান কারাগারে।"

বাঁধ টুটিল—আবার একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস বহিল। বেদনা-কাতর-হৃদয়ে দিলীপ সিংহ বলিলেন,

"মায়া, আমি তোমার স্বামী, স্বামীর বাক্যে বিন্দুমাত্র যদি তোমার বিশ্বাস থাকে—তবে শোন, আমি বল্‌ছি, সে শীঘ্রই আসবে। মোগল সেনাপতি রথীশ্রেষ্ঠ মনাইম খাঁ বন্দীদের মুক্ত কর্‌তে স্বয়ং গিয়েছেন, এতক্ষণ হয়তো সে মুক্ত হয়েছে। শীঘ্র আস্‌বার জন্য বোধ হয় বনপথ অবলম্বন করেছে। তাই বলি—সে শীঘ্র আস্‌বে।"

কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হৃদয়ে মায়া বলিল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কি মায়া !"

"কিন্তু, আর বুঝি তার সঙ্গে দেখা হলো না।"

বাক্য অবসানে হৃদয়-ভেদী একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

"কেন মায়া, এমন কথা—কেন বলছ মায়া ?"

"কেন বল্‌ছি, তাকি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না প্রভু ! দেখতে পাচ্ছ না, শমনের কালি বর্ণ কঠোর হস্তস্পর্শে সমস্ত দেহ আমার কালিমায় রঞ্জিত হয়ে গেছে। দেহের জ্যোতিঃ লাবণ্য-মাধুরী সব সেই আঁধারে ডুবে গেছে। অগ্নির দাহিকা গেছে—আছে শুধু ভস্ম। নদীর জল শুষ্ক হয়ে গেছে—আছে শুধু তার রেখা, ফল পুষ্প ঝরে গেছে—আছে শুধু নীরস পত্রহীন বৃক্ষ। রূপ-রস-গন্ধ সবই আমার গিয়েছে—আছে নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-দীপ, তা নিভ্‌তে আর তো দেরী নেই স্বামী !"

"আমায় ছেড়ে কোথায় কোন জগতে যাবে মায়া, তোমায় তো একা যেতে দেব না, আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমায় গেঁথে রেখেছি। আমার সর্ব্বত্র প্রতি গ্রন্থিতে যে তুমি জড়িত—আমার জীবন-দীপ যে তোমারই গুণগরিমায়, সৌন্দর্য্য-সুষমায় উজ্জ্বলিত, যদি দীপ নিভে, এক সঙ্গে দু'টী দীপই নিভ্‌বে।"

স্বামীর অনাবিল, অকৃত্রিম ভালবাসার বাক্য মুমূর্ষার কম্পিত বক্ষখানিকে আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, বিপুল আনন্দাবেগ—তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাস ধারণে সক্ষম হইল না, অশ্রুরূপে নয়নপথে সবেগে প্রবাহিত হইল।

উভয়েই নীরব। অন্তরে কলরব—কিন্তু নীরবে, কাণে কাণে। মর্ম্মে মর্ম্মে তুফান—কিন্তু শব্দহীন, প্রাণে প্রাণে। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বীণার ঝঙ্কার—কিন্তু মধুতানে মধুগানে, হৃদয়ের তারে।

সহসা অশ্বপদধ্বনিতে চমকিত হইয়া ত্রাস্তে মায়া বলিয়া উঠিল, "ঐ না—"

"কি মায়া!"

"অশ্বের পদধ্বনি – ওগো সে এসেছে, অমর আমার এসেছে, যাও যাও, শিগ্‌গীর সদর দ্বার খুলে দিয়ে তাকে বুকে করে নিয়ে এস।"

অশ্ব পদধ্বনি দিলীপেরও কর্ণে পৌঁছিয়াছিল, আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে—দ্রুতপদে তিনি সদর দ্বার উন্মুক্ত করিলেন—কিন্তু অমর প্রসাদ প্রবেশ করিলেন না। প্রবেশ করিল হু হু করিয়া রাশি রাশি আকুল চঞ্চল বাতাস। আশায় দিলীপ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন,—কেহ কোথাও নাই—আছে কেবল ধরণী বক্ষ লুণ্ঠিতা অমল-ধবল জ্যোৎস্নার প্লাবন—আর প্রতি বৃক্ষতলে—তাদেরই আঁধার অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি—আর আছে—বৃক্ষশোভিনী খদ্যোতের বিজলী প্রভাবৎ মুহুঃ মুহুঃ হাসি।

নিরাশায়, ব্যর্থতায় দিলীপ সিংহের পাঁজরা দুটো যেন ধসিয়া গেল। দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া একবার উর্দ্ধে চাহিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে একবার বলিলেন, "ঈশ্বর! তোমার মত কঠোর, কঠিন, নির্ম্মম, নির্দ্দয় বুঝি আর কেউ নেই। আর ধর্ম্মের নাম, তোমার নাম জীবনে উচ্চারণ করবো না, এই শেষ। তোমার নাম আছে, কিন্তু কার্য্য নেই। তুমি মিথ্যা।

"ছিঃ, এমন কথা বলো না নাতি।"

নয়ন নামাইয়া দিলীপসিংহ দেখিলেন, পার্শ্বে তাঁর বৃদ্ধ যাদবলাল।

যাদবলাল ছেলে বুড়ো সকলেরই ঠাকুর্দ্দা। গ্রামের লোক তাঁহাকে ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। আর যথার্থ ভক্তির পাত্রও সে। যেখানে বিপদ-আপদ সেইখানেই বিধাতার শুভ-আশীর্ব্বাদ যেন যাদবলাল। যাদবলালের আগমনে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি—দেহে শক্তি, হৃদয়ে শান্তি পাইত, উৎসাহে, আশায় হৃদয় ভরিয়া উঠিত—বিপদ দূরে পলাইত। সেই সর্ব্বজনাদৃত সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত প্রতিবাসী যাদবলালকে দেখিয়া সজোরে নিঃশ্বাস ত্যাগে দিলীপ বলিলেন, "ঠাকুর্দ্দা, মানুষের ধৈর্য্য তো আকাশের মত, সমুদ্রের মত অসীম নয়। ধরণী হতে বিদায় গ্রহণেচ্ছুক ঐ এতটুকু ভগ্ন হৃদয়ে আর কত সয়—আর কত সয়।"

"কি হয়েছে নাতি, এত উতলা কেন হচ্ছ? আমার নাত্‌-বৌ কেমন আছে?"

"এখন বেঁচে আছে,—কিন্তু বুঝি আর রাখতে পারিনি,—অমর যদি আসতো,—তাহলে আরও দু'চার দিন হয় তো ধরে রাখ্‌তে পারতুম। বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন বারংবার আকুল-কণ্ঠে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে,—তেমনি তোমার নাতবৌয়ের মুখে কেবল কাতর আকুল উক্তি 'অমর' 'অমর', আর নয়নে কেবল অবিরল অশ্রুধারা,—তার মাঝে আবার মর্ম্মদাহী দীর্ঘশ্বাস! সেই মলিন করুন দৃশ্য দেখ্‌ছি আর বুকটা আমার দীর্ণ হয়ে

যাচ্ছে। অশ্ব পদধ্বনি শ্রবণে অমর আস্‌ছে ভেবে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে এলাম, কিন্তু অমর এলো না। কেবল কতকগুলা—নিষ্ঠুর বাতাস বিদ্রূপের তানে, দেহের উপর দিয়ে নেচে চলে গেল। তাই বল্‌ছি ঠাকুর্দ্দা, আর কত সয়।"

("কিন্তু এই সহ্যগুণই মানুষকে মানুষ করে। বিদ্যার্থী—শিক্ষকের তাড়না, বেত্রাঘাত, অপমান সহ্য ক'রে, কতবার বিফল হয়ে বিদ্যালাভ করে,—যোদ্ধা কত উদ্যমে কত শত অস্ত্রাঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত ক'রে, দেহের শোণিত ঢেলে তবে যোদ্ধা হয়, কবি কত পরিশ্রমে কত সাধনায় কত নিশি বিনিদ্র হয়ে কতবার বিফল মনোরথে সমালোচকের তপ্ত লৌহসম কষাঘাতে জর্জ্জরিত হবার পর তবে সে কবি হয়। এই সবেরই মূলে ধৈর্য্যরূপ মহাপরীক্ষা রয়েছে। ছাত্র যদি শিক্ষকের অপমানে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে, যোদ্ধা যদি ক্ষতের যাতনা সহ্য করতে না পারে, কবি যদি একবার বিফলতায় ধৈর্য্য হারিয়ে লেখনী ত্যাগ করে, তাহলে জগতে "মানুষ" বলে ভাষাটা উঠে যেতো। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের দৃঢ়তার পরীক্ষা ধৈর্য্যের উপর নির্ণীত হয়।)

কঠোর বজ্রসম বিপদ যে বুক পেতে নিতে পারে, সংসারে শত প্রলোভন—অবিচলিত চিত্তে পরিহার করতে পারে—ঐশ্বর্য্যে অধৈর্য্য না হয়ে যে সেই ঐশ্বর্য্যে জীবের পূজা করতে পারে, শত শোক-দুঃখ সহস্র চিন্তা কষ্ট যে অম্লান বদনে সহ্য করতে পারে, সেই তো মানুষ—সেই তো ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। সিদ্ধি ও কীর্ত্তি দুটী ভাই ভাগিনী—

বাধা দিয়া সবিস্ময়ে দিলীপসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর্দ্দা, ওকি ও!"

"কি নাতি!"

"যেন বহু অশ্বের পদধ্বনি!"

"সত্যই তো নাতি।"

"যেন রমণীর কলকণ্ঠ সহ অস্ত্রের ঝন্ঝনা।"

"তাই তো নাতি।"

"শব্দ যেন আমার প্রভু রাজা হরিনারায়ণের অট্টালিকা হতে আসছে।"

"আমার অনুমানও সেইরূপ।"

"রমণী কণ্ঠস্বর যেন প্রভু কন্যার বলে অনুমান হচ্ছে।"

"সহসা এত অশ্বারোহী কেন? বোধ হয় রাজা প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।"

"তা হলে অস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ধ্বনি হবে কেন, তা হলে আনন্দধ্বনি উত্থিত না হয়ে প্রভুকন্যার এ কাতর ধ্বনি কেন? ঠাকুর্দ্দা, রাজার প্রাসাদে দু-চার জন প্রহরী ব্যতীত আর কেউ নেই। রাজা আমারই উপরে তাঁর প্রাসাদ ও রাজকন্যার রক্ষণের ভারার্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধে গেছেন। কিন্তু মুমূর্ষু পত্নীকে ত্যাগ করে আমি একবার রাজকন্যার সংবাদটাও নিতে পারিনি। ঐ—ঐ—আবার—আবার প্রভুকন্যার কাতর কণ্ঠধ্বনি। ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুর্দ্দা কি কবি—প্রভুকন্যার কাতর কণ্ঠধ্বনি তাঁর বিপদের বার্ত্তা এনে দিচ্ছে—আমি রাজপুত, রাজার অন্নে

এমন সময়ে দ্বিতলের এক আলোকোজ্জ্বল কক্ষের বাতায়ন সশব্দে উন্মুক্ত হইল।

সবিস্ময়ে মুসাফের দেখিল, বাতায়ন পথে এক আলোকময়ী রমণী।

বিহগকাকলীবৎ কণ্ঠে রমণী ডাকিল, "প্রহরি ?"

"মা।"

"এত রাত্রে কিসের গোলমাল ?"

"কিছুই নয় মা, এই মুসাফেরটা আমাদের বৃথা বিরক্ত ক'রছে —যেতে বল্লেও যায় না।"

"তুমি কি চাও মুসাফের,—আশ্রয় ?"

"না।"

"তবে ?"

"একটা সন্ধান জান্‌তে।"

"সন্ধান জান্‌তে ! কিসের সন্ধান মুসাফের ?"

"যা জিজ্ঞাসা ক'রবো—তার সত্য উত্তর দেবে ? মিথ্যা ব'ল্‌বে না ?—"

"রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বাক্য জানে না, এখনও শেখে নাই। তুমি যবন, তাই এ প্রশ্ন !"

"তবে সত্য বল—রাজপুতের মেয়ে,—পলায়িত পাঠানপতি দায়ুদ খাঁকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ কি ?"

"দিয়েছি।"

অতি বিস্ময়ে মুসাফের বলিল, "আশ্রয় দিয়েছ ?"

"হাঁ আশ্রয় দিয়েছি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই মুসাফের। রাজপুতের পুরুষ বা রমণী যেদিন আশ্রয়ার্থীকে বিমুখ করবে—সেদিন থেকে ঐ চন্দ্র—ঐ তারা আর আকাশে হাসবে না, গভীর মর্ম্ম-যাতনায় আঁধারের বুকে মুখ গুঁজবে। কিন্তু তুমি মুসাফের, তোমার এ সংবাদে প্রয়োজন কি?"

"কিছু আছে বই কি, নতুবা বৃথা তোমায় এই রাত্রে বিরক্ত ক'রবো কেন।"

"কি প্রয়োজন?"

"আমি জান্‌তে চাই—নবাব দায়ুদখাঁকে তুমি ত্যাগ ক'রবে কিনা?"

"তুমি মুসাফের তোমার এ প্রশ্নের কি অধিকার? কে তুমি?"

"আমি মোগলের সহকারী সেনাপতি রাজা টোডরমল্লের অনুচর।"

"তবে তোমার সেই মোগল-পদলেহী প্রভু টোডরমল্লকে পাঠিয়ে দিও। এ প্রশ্নের উত্তর তাকে দেব।"

"তাহ'লে উত্তর দাও নারী।"

মুসাফেরের সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু শ্বেত কেশ রাশি খসিয়া পড়িল, নীলবরণ আলখাল্লা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে মুসাফের দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভাশালী, অস্ত্র শস্ত্র বিভূষিত যোদ্ধবেশধারী উন্নত বলিষ্ঠ বীর পুরুষে পরিণত হইল।

জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বীরপুরুষ বলিলেন, "নারী আমিই রাজা টোডরমল্ল। এখন বল, আমার প্রশ্নের কি উত্তর?"

রমণী নির্ভীক হৃদয়ে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমার উত্তর, আমি রমণী হলেও—রাজা টোডরমল্লের ন্যায় আমাতে এখনও হীনতা প্রবেশ করে নাই। দেহে শোণিত থাকতে রাজপুতের মেয়ে কখনই আশ্রয়ার্থীকে পরিত্যাগ ক'রবে না।

উত্তরে রাজা চমৎকৃত হইলেন। নারীর সাহস দর্শনে তেজ-গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণে,—প্রশংসার শতধ্বনি হৃদয় হইতে উত্থিত হইল। কিন্তু তাহা নিরুদ্ধ রাখিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"স্পর্দ্ধিতা নারী এখনও চিন্তা কর, বিবেচনা ক'রে কাজ কর, নতুবা সমূহ বিপদ ঘটবে।"

"আমার বিবেক শক্তি তো অর্থ বিনিময়ে মুসলমানের পায়ে ডালি দিই নি। বিপদ তোমার—দায়ুদ খাঁকে ধ'রতে না পারলে—তোমার মোগল প্রভু আকবর-শা রুষ্ট হবেন—হয়তো ক্রোধে পাদুকা-প্রহার কিংবা বেত্রাঘাত ক'রবেন, আর না হয় তনুখা কর্ত্তিত হবে, তাই বলি মহাবীর, বিপদ তোমার—আমার নয়। রাজপুতের মেয়ে প্রাণের মমতা রাখে না, বিপদের ভয় করে না।"

এবার অটল মেরু বিচঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল—কোষের অসি ঝনাৎ করিয়া একবার বাজিয়া উঠিল। অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া রাজা বলিলেন,—

"স্বেচ্ছায় দায়ুদ খাঁকে আমার হস্তে সমর্পণ না ক'রলে বল-প্রয়োগে বাধ্য হবো।"

"তা জানি রাজা—তার জন্য এত বিলম্ব—এত ছদ্মবেশ, এত ভনিতার কি আবশ্যক ছিল? বলপ্রয়োগ ক'রবে, কর—তোমার

যা অভিরুচি তাই কর—তথাপিও নবাবকে তোমার হস্তে কিছুতেই সমর্পণ করবো না।”

“উত্তম।”

রাজা বংশীধ্বনি করিলেন। অমনি প্রায় পঞ্চাশ জন অসি-ধারী রাজপুত যোদ্ধা অশ্বারোহণে রাজার সম্মুখে আসিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল।

একজন অশ্বারোহী, সওয়ারহীন সুসজ্জিত বৃহৎ অশ্বের বল্গা ধারণে রাজার নিকট আসিল। রাজা স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষের অন্ধকার হইতে এখন বাহিরে আসিয়া চাঁদের আলো অঙ্গে মাখিয়া আনন্দে ঘোটককুল চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল।

অশ্বারোহণে রাজা স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “সৈন্যগণ, এই অট্টালিকায় পলায়িত নবাব দাযুদ খাঁ আত্ম-গোপন করে আছেন। অট্টালিকায় প্রবেশ করে তাঁর সন্ধান কর,—যদি কেউ বাধা দেয়—অস্ত্র প্রয়োগে সে বাধা বিদূরিত করবে। যাও—

উচ্চকণ্ঠে রমণী ডাকিলেন, “বেনু—

‘মা!”

‘তোমরা কয়জন প্রহরী আছ?”

“দশজন।”

“উত্তম। এই ফেরুপালগুলা এখানে বড় কোলাহল ক’রছে এগুলোকে তাড়িয়ে দাও। যেন তারা রাজপুতের শৌর্য্য প্রাকার

রক্ষিত ধর্ম্ম অট্টালিকায় প্রবেশ করতে না পারে। অসি ফেলে লাঠি নাও। যদি রাজপুত হও, যদি নির্ম্মল,—উষ্ণ শোণিতের প্রবাহ থাকে—তবে পৃষ্ঠদেশ অস্ত্র রেখায় অঙ্কিত করোনা। যদি এই দশজনে অর্দ্ধেক মোগল সৈন্য নিহত করতে না পার, বুঝবো—তোমরা মানুষ নও রাজপুতের শক্তি বীরত্ব হারিয়ে ঐ ফেরুপালেরই সমান হয়েছ।"

সজোরে সুবৃহৎ লাঠি ভূমে আছড়াইয়া সগর্ব্ব-বাক্যে বেনু বলিল "নিশ্চিন্ত থাক মা, আমরা মানুষ।"

বেনু অগ্রগামী হইয়া যবন সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। পশ্চাতে তার অন্যান্য অনুচর।

রাজাদেশে মোগল-সৈন্য বেনু ও তার অনুচরদের আক্রমণ করিল।

লাঠিতে ও অসিতে ঘাত প্রতিঘাত চলিল,—ভীষণ লগুড়াঘাতে যবন সৈন্যের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইতে লাগিল।

রাজার বদন জলদাকাশের ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল,—ললাটে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল।

মহাবীর, মহাধুরন্ধর, মহাবল পরাক্রান্ত, বহুযুদ্ধজয়ী, বীরপূজ্য রাজা টোডরমল্ল এই সামান্য, অতি সামান্য দশজন লগুড়ধারী বীরের অমিত বিক্রম দর্শনে একাধারে চমৎকৃত ও বিচলিত হইলেন।

রাজা বুঝিলেন,—এই মত্তহস্তীর বলসম্পন্ন কেশরীসম নির্ভীক দশ জন বীর আর অধিকক্ষণ এই ভাবে আত্ম-প্রাণ তুচ্ছ করিয়া

যুঝিলে তাঁহার পরাজয় অসম্ভব নয়। রাজা প্রমাদ গণিলেন। আজ যদি তিনি এই দশজন বীরের নিকট পরাজিত হন, তাহ'লে দেশ ভরা দুর্নামে তাঁর জীবনের সফলতার সোপান চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

সহসা রাজা লগুড়ধারী একজন বীরকে লক্ষ্য করিয়া তড়িৎ-গতিতে অশ্ব ছুটাইলেন। উল্কাবেগে অশ্ব আসিয়া বীরের উপর আপতিত হইল। সে প্রবল বেগে লগুড়ধারী দূরে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজারও অশ্ব ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

চকিতে যেন কি ঘটিবে তাহা জানিয়াই রাজা, অশ্ব ভূলুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই লম্ফ প্রদান করিলেন।

অঘটন সংঘটনে উভয় পক্ষই ক্ষণিক বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

রাজা ভূমিস্পর্শমাত্র ভূপতিত ব্যক্তির হস্তস্খলিত লগুড়-গ্রহণে চকিতে পার্শ্বস্থিত এক হতভম্ব ব্যক্তির লগুড়-ধৃত হস্তে প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন, সে আঘাতে লগুড় হস্তচ্যুত হইল। রাজাও পলমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্বিতীয় লগুড়খানি নিজ সৈন্য-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

তখন অন্যান্য বীরের চৈতন্য হইল। রাজার মস্তক লক্ষ্যে এককালে আট গাছা লাঠি উত্তোলিত হইল।

রাজাও লাঠি খেলায় অনভ্যস্ত বা অশিক্ষিত নহেন, বিদ্যুৎ গতিতে প্রচণ্ড বেগে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। রাজার সৈন্যেরাও ত্রিকোণাকারে ঘিরিয়া পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ তেজে তাহাদের আক্রমণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজার আক্রমণে আরও দুইজন আহত হইল। আরও দুইটী লাঠি রাজার করায়ত্ব হইল। রাজা তখন অসি ফেলিয়া লাঠি গ্রহণের আদেশ করিলেন। তিন জন রাজসৈন্য অসি ত্যাগে লগুড় গ্রহণ করিল।

বহুক্ষণ এই ভাবে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলিল।

লগুড়ধারী বীরদের হস্ত ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিল. লাঠির গতি হ্রাস হইল। কিন্তু তথাপিও কেহ পশ্চাৎ হটিল না।

কিন্তু আর চলে না,—রাজসৈন্যের লগুড় ও অসি আঘাতে আহত হইয়া একে একে সকলে ভূমে লুটাইয়া পড়িল!

বিজয়ী রাজা টোডরমল্ল তখন স্বীয় সৈন্য সহ প্রবেশ-দ্বারপথে অগ্রসর হইলেন।

চীৎকার করিয়া রমণী বলিল,—

আশ্রয়ার্থীকে রক্ষা ক'রতে, রাজপুতবালার সত্যরক্ষা ক'রতে, এখানে কি আর একজনও নেই?"

"জলদ-নির্ঘোষে উত্তর হইল, "আছে বই কি মা।"

রমণী দেখিল, দ্বার সন্নিকটে অবসরপ্রাপ্ত সর্দ্দার বৃদ্ধ দিলীপ-সিংহ।

সর্দ্দার হস্তস্থিত লাঠি শূন্যে আস্ফালনে বলিল, "আদেশ কর মা।"

"প্রভুভক্ত সর্দ্দার, এ আদেশ নয়—মৃত্যু। এই সশস্ত্র পঞ্চাশ জন মোগল-রাজপুত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ দান, আর মৃত্যুকে বরণ করা একই কথা।"

"মা তোদেরই অন্নে যে দেহ পুষ্ট, স্নেহোচ্ছ্বাসে বর্দ্ধিত, আমার "আমার" বল্‌তে যা কিছু সে তো তোদেরই, যায় তোদের জন্য যাবে। তবে আদেশ কর জননী, তোর আদেশে প্রাণ বলি দিয়ে প্রাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি।"

"রাজপুত-গরিমার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি কর্ত্তব্যপরায়ণ সর্দ্দার,—তবে অট্টালিকা দ্বার রক্ষা কর, তোমার প্রভুকন্যার এই শেষ আদেশ পালন কর, যতক্ষণ পার বাধা দাও, ইতি মধ্যে পিতা সসৈন্যে উপস্থিত হ'তে পারেন,—বিলম্ব করো না হৃদয়ে ভীষ্মের দৃঢ়তা এনে রাজপুতের মহিমায় মোগলসৈন্য আক্রমণ কর।"

বৃদ্ধ দিলীপসিংহ মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন।

চমৎকার দৃশ্য, একদিকে সশস্ত্র পঞ্চাশ জন, অন্যদিকে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের কোনও দিকে দৃকপাত নাই—অবসাদ নাই—হস্তের বিরাম নাই, নিরাশা নাই। অসুয়-বলে যেন সে বলীয়ান।

বৃদ্ধের অমিত বিক্রম দর্শনে রাজা বিস্মিত হইলেন,—উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "বৃদ্ধ ক্ষান্ত হও,—কেন বৃথা প্রাণ হারাবে।"

"হৃদস্পন্দন স্তব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার লাঠিও নিজের কার্য্য করতে ক্ষান্ত হবে না। বৃথা নয় রাজা, এ রাজপুতের কীর্ত্তির স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করা।"

উত্তর শ্রবণে রাজা আরও বিস্মিত হইলেন। উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—সৈন্যগণ বৃদ্ধকে কেউ আঘাত করো না—লাঠি কেড়ে নিয়ে ধৃত কর।

বহুক্ষণ মোগল আক্রমণে দিলীপসিংহ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের অবশ হস্ত হইতে লাঠী খসিয়া পড়িল। মোগল বৃদ্ধকে ধৃত করিয়া পুনবায় দ্বার পথে অগ্রসব হইল।

সহসা এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে অগ্রগামী রাজা টোডরমল্লের গতি শক্তি রোধ করিল।

অবাকবিস্ময়ে রাজা দেখিলেন,—দ্বার-পথে এক আলুলায়িত-কুন্তলা, স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিতা, শত শশী-রশ্মি প্রভান্বিতা উজ্জ্বল-বেশ পরিহিতা তীক্ষ্ণ অসিধৃতা অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি। চমক-উদ্বেলিত হৃদয়ে রাজা দেখিলেন,—রমণীর নয়নে প্রতিহিংসার লেলিহান বহ্নিশিখা—বদনে, দৃঢ়তার দীপ্তি, সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব দৈবী জ্যোতিঃ।

পুলক-পরিপূরিত নয়নে রাজা দেখিলেন,—জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী যেন আশ্রিত রক্ষার জন্য মানবী মূর্ত্তিতে অসিহস্তে অবতীর্ণা। বিস্মিত—বিহ্বল টোডরমল্ল অপলকনেত্রে নিস্পন্দ-দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। সৈন্যেরা কেহ সে মূর্ত্তির সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না।

প্রতিমা কথা কহিল। বীণা-নিক্কণসমন্বিত মৃদঙ্গধ্বনিবৎ প্রতিমা বলিল—"রাজা এখনও আমি আছি। আমায় পরাজিত না করে এ অট্টালিকায় প্রবেশ ক'রতে পারবে না।"

নিরুদ্ধ আবেগে রাজা বলিলেন—"আমি কর্ত্তব্যের আজ্ঞাবহ, প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে বাধ্য—দ্বারপথ ত্যাগ কর, রমণীকে আক্রমণ বাঞ্ছনীয় নয়।

"রাজা! রমণী আমি, না পুরুষ দেহধারী তুমি। একজন পলায়িত বন্দীকে ধৃত করতে এত সৈন্য নিয়ে যে আসতে পারে সেকি পুরুষ? আর বিবেক! বিবেকের নাম মুখে এনো না রাজা, —যে আপনার স্বাধীনতা, সিংহাসন,—আপনার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে অর্থবিনিময়ে যবনের চরণে ডালি দেয়,—যে ধর্ম্ম মোক্ষ সব ডুবিয়ে দিয়ে, রাজপুত জাতির পূত গরিমা সাগর জলে ভাসিয়ে দিয়ে, রাজস্থানের বীরত্ব গৌরবময় উজ্জ্বল অঙ্গ গলিত ক্ষতে বিকৃত করে,—রাজবারার অমল বাতাসে কলঙ্ক ঢেলে পূতিগন্ধময় ক'রে যবনের চরণপ্রান্তে জানু পেতে বসে ক্রীতদাসের ন্যায় আত্মবিক্রয় করে, তার মুখে বিবেকের নাম উচ্চারণ শোভা পায় না। এখন ছাড় বাক্য ঘটা,—মৌখিক মহত্ত্ব দেখাবার কিছু প্রয়োজন নেই। এস যবন-সেনাপতি আজ রাজপুতমেয়ের শক্তি দেখে যাও।" সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—"তাকি হয় মা।"

দৃষ্টি ক্ষেপে রমণী পশ্চাতে দেখিলেন সশস্ত্র দাযুদ খাঁ।

বহির্দ্দেশে আসিয়া দাযুদ খাঁ বলিলেন,—মা তোমার সন্তান এতটা হীন নয় যে জননীর প্রাণ বিনিময়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে। শৃগালের ন্যায় পলায়নে, রমণীর আশ্রয় গ্রহণ করলেও আমি কাপুরুষ নহি। ভেবেছিলুম, আজ যদি বাঁচি তবে এ অপমানের কলঙ্ক মোগল শোণিতে ধৌত ক'রে ফেলবো। আশা করেছিলুম—পাঠান সাম্রাজ্যের লৌহভিত্তি এমনভাবে প্রোথিত করবো, যা ধরিত্রীর কম্পনে—হিমালয়ের ভারেও নড়বে না

আকাঙ্ক্ষা ছিল, এমন একটা সুবিশাল রাজ্য স্থাপন ক'রবো, যার চতুর্দ্দিকের পরিধি সমুদ্র ও হিমালয় ঘোষণা করবে। বড় সাধ ছিল—পলায়িত পাঠান-সৈন্যদের একত্রিত করে তাদের প্রাণে—নবশক্তি সঞ্চারণে এমন একটা বিপুল শক্তির উদ্ভব করবো, যে শক্তির নিকট সমুদ্রও নিথর হয়ে যাবে। সেই আশায় পলায়ন করে তোমার আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার অট্টালিকায়, তোমার সাধের রাজ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে বাঁচব, এ হীনতা এখনও দায়ুদ খাঁর হৃদয়ে আশ্রয় পাই নি।" এস রাজা আক্রমণ কর, তোমার হস্তে বন্দী হব সত্য, কিন্তু হস্তে অস্ত্র থাকৃতে বন্দীত্ব স্বীকার পাঠান জানে না, এস আক্রমণ কর।

উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল—উভয়েই অস্ত্রকুশলী,—রণ-নীতি বিশারদ মহা তেজশালী। তবে রণক্ষেত্র হ'তে পলায়মান নবাব অত্যধিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা হেতু কিঞ্চিৎ অবসাদ-গ্রস্ত। কেশরীসম বীরদ্বয়ের প্রচণ্ড সংঘর্ষে অসি ফলকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল যুদ্ধ একই ভাবে চলিল—জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না।

সহসা রাজার ভীম অসি প্রহারে অবসন্ন নবাবের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া দূরে নিপতিত হইল।

উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিয়া উঠিলেন—"বন্দী কর।"

"কার সাধ্য বন্দী করে" বলিতে বলিতে উন্মুক্ত অসি করে রমণী নবাবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যথিত হৃদয়ে কাতরকণ্ঠে নবাব

বলিলেন—"মা মা—এই ভাগ্যচক্রে নিপীড়িত হতভাগ্য সন্তানের জন্য কেন মা তোমার অমূল্য প্রাণ হারাবে, আর প্রাণ দিয়েও তো আমায় রক্ষা করতে পারবে না। আমার মুক্তি বিধাতার অভিপ্রেত নয়, তোমার শত চেষ্টা ব্যর্থ হবে—তাই বলি মা, সরে দাঁড়াও—মোগল আমাকেই চায়, আমায় পেলেই সে তুষ্ট হ'য়ে চলে যাবে, তোমারও শান্তিপূর্ণ জীবন শান্তিপূর্ণ রাজ্যে আর অগ্নি জলবে না।"

"জলে আগুন জলুক, আগ্নেয়গিরির প্রবাহ নিয়ে, আকাশ বাড়িয়ে বাতাস প্রতপ্ত করে জলুক আগুন ব্যোমস্পর্শী লোলশিখা বিস্তার ক'রে সাগর-হৃদয়-উত্তাপে শুষ্ক করে, জলুক আগুন। বিশ্ব-সংহার-মূর্ত্তি নিয়ে প্রবল স্বননে—প্রবল উচ্ছ্বাসে জলুক আগুন—তথাপিও আশ্রয়ার্থীকে একা নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু-কবলে নিক্ষেপ করে—রাজপুত-বালিকা সরে দাঁড়াবে না। রাজ্য-ঐশ্বর্য্য-সুখ-শান্তি যাক ভেসে—সব রসাতলে ডুবে যাক—থাকুক—শুধু—তার মস্তকে মুকুটের ন্যায় ধর্ম্মের চরণ দুটী। যে দেশ পুণ্যের চন্দ্রাতপ তলে—ধর্ম্মের মৃত্তিকায় গঠিত—যে দেশের পর্ব্বতে পর্ব্বতে সামগান প্রতিধ্বনিত, যে দেশের প্রত্যেক প্রস্তরখানাও পূজিত,—যে দেশের বারিস্পর্শে মুক্তি—যে দেশের শিক্ষা—আতিথেয়তা আশ্রয়ার্থীকে রক্ষা—আত্মোৎসর্গ, স্বার্থ বলি—যে দেশে দেবতারা জন্ম গ্রহণে ধন্য হন সেই মহা পুণ্যময় মহিমান্বিত আর্য্যাবর্ত্তে আমার জন্ম। যে দেশের রমণী ধর্ম্ম রক্ষার্থে হাস্যময় বদনে ভীষণ অগ্নিকে সাদরে প্রিয়জনের ন্যায়

আলিঙ্গন করে জীবন বিসর্জ্জন দেয়,—যে দেশের রমণী স্বামী-পুত্রকে স্বহস্তে সজ্জিত করে—রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়—যে দেশের রমণীর ধর্ম্মপ্রভাবে বিধি নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়,—দৈবশক্তি হীনতেজ হয়ে পড়ে সেই দেশের রমণী আমি। যে রাজপুতের জীবনের একমাত্র উপাসনা বীরত্ব—যে রাজপুতের মূল মন্ত্র স্বাধীনতা লাভ,—যে রাজপুতের ললাট অসংখ্য কীর্ত্তি-রেখায় অঙ্কিত, যা স্তরে স্তরে রাখিলে আকাশ ভেদ করে,—সেই রাজপুতের মেয়ে আমি। মোগলের ভ্রুকুটীতে কল্প নিয়ম পরিবর্ত্তিত করে, আজ আমি আশ্রয়প্রার্থীকে ত্যাগ করবো! কখনই না—কখনই না। রাজা আমাকে হত্যা না করে, নবাবের অঙ্গ কিছুতেই স্পর্শ ক'রতে পারবে না।

রমণীর নয়নদ্বয় যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল, বদন অপূর্ব্ব গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার আর রাজা হৃদয় নিহিত আবেগ নিরুদ্ধ রাখিতে পারিলেন না, আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

ধন্য তুমি রাজপুতের মেয়ে,—এ মূর্ত্তি,—জীবনে দেখিনি,—জীবনে ভুলবো না।

যে রাজা টোডরমল্লের বাহুবলে শত শত রাজ্য চুরমার হয়ে গেছে,—যার প্রতাপে শত মুকুট রাজ মস্তক হতে স্খলিত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে,—যার শক্তি দর্শনে সমগ্র ভারতবর্ষ স্তম্ভিত,—সেই রাজা টোডরমল্ল তোমায় মাতৃসম্বোধনে তোমার এই মহত্ত্বের নিকট পরাভব স্বীকার করলো। আর নবাব!"

"রাজা—"

"প্রাণে যখন তোমার এত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তখন যাও নবাব—তোমার শক্তি একাগ্রতা অধ্যবসায় দৃঢ়তার সমবায়ে একটা প্রবল শক্তি চাপ নির্ম্মিত কর। পারি তা ভাঙবো—না পারি তোমার বীরত্বের পূজা করবো। যাও তুমি মুক্ত। তুমি একা,—এই সৈন্যদল নিয়ে অসহায় অবস্থায় তোমায় বন্দী করে কলঙ্ক ক্রয় করতে চাই না—যাও, তুমি মুক্ত স্বাধীন।

সাগর গর্জ্জন তুল্য কণ্ঠে পশ্চাত হইতে ধ্বনিত হইল, "দাঁড়াও।"

সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, স্বসৈন্যে প্রধান সেনাপতি মনাইম খাঁ। প্রধান সেনাপতি রাজার সম্মুখে আসিয়া পূর্ব্ববং কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাকে স্বাধীনতা দিচ্ছ রাজা, তাকি জান?"

"জানি, নবাব দায়ুদ খাঁকে।

"কোন্ অধিকারে তুমি মোগলের পরমশত্রুকে স্বাধীনতা দাও, আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।"

"প্রয়োজন হয় সে কৈফিয়ৎ দিল্লীতে সম্রাটের কাছে দেবো।"

"রাজা, জান,—তুমি আমার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ।"

"আর তুমিও জান সেনাপতি, আমি রাজপুত।"

"রাজপুত হলেও তুমি মোগলের দাস।"

"আমি তা অস্বীকার ক'রছি না, কিন্তু তোমার মত মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাজপুত দাসত্ব করতে এখনও শেখে নাই। সে দাসত্বের ভিতরও স্বাধীনতা চায়।

ক্রোধে ফুলিয়া সেনাপতি মনাইম খাঁ রক্তবর্ণ চক্ষু দুটো রাজার প্রতি স্থাপন করিয়া বলিলেন।

সাবধান রাজা রসনা সংযত ক'রে বাক্য প্রয়োগ কর।

"সেনাপতি! রাজা টোডরমল্ল ভিক্ষুক নয়, সে কারও চোক রাঙানিতে ভয় খায় না।"

"স্পর্দ্ধা দেখছি তোমার অতি উচ্চে উঠেছে। একদিন এ স্পর্দ্ধা গুঁড়িয়ে তোমার বাক্যের উত্তর দেব। সৈন্যগণ—নবাব দায়ুদ খাঁকে বন্দী কর।"

"সাবধান সৈন্যগণ অগ্রসর হ'লে প্রাণ হারাবে। সেনাপতি মনাইম খাঁ, রাজা টোডরমল্লের বাক্য—শিশুর কাকলী বা উন্মাদের প্রলাপ নয়। যাকে মুক্তি দিয়েছি,—তাকে শত বিঘ্ন ও বিপদের বুক চিরেও রক্ষা ক'রবো। আদেশ প্রত্যাহার কর।"

"মোগলের প্রধান শত্রুকে তুমি মুক্তি দিলেও আমি পারি না, আমার আদেশ প্রতিপালন কর সৈন্যগণ।"

রাজা তখন নিজ বেতনভুক্ত রাজপুতসৈন্যদের বলিলেন, মোগল-সৈন্য আক্রমণ কর রাজপুত! উভয় দলই আক্রমণোদ্যত হইল।"

মনাইম খাঁ স্বভাবতঃই ভীরু প্রকৃতির। তিনি প্রধান সেনাপতি হইলেও কার্য্য করিবার যা কিছু, তা করেন রাজা টোডরমল্ল। তাঁর বাহুবলেই আজ পাঠান পরাস্ত।

মনাইম খাঁ—ভাবিয়াছিলেন তিনি প্রধান সেনাপতি—তাঁর কার্য্যের প্রতিবাদ বা তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে রাজা কখনই সাহস করিবেন না।

এই রাজপুত জাতিটার উপরই মনাইম খাঁ বড় চটা। বিশেষ রাজার উপর। রাজাকে সহকারী গ্রহণে তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করেন সম্রাটের আদেশ।

সত্য সত্যই উভয় দলকে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া সেনাপতি আপন অধীনস্থ সৈন্যদের বলিলেন, "ক্ষান্ত হও সব।" তারপর রাজার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, সৈন্যক্ষয়ে এই দুর্দ্দিনে শত্রুপূর্ণ বাংলায়—মোগল শক্তি ক্ষয় করতে চাই না—তোমার এ অপমানের প্রতিশোধ দিল্লীতে গ্রহণ করবো টোডরমল্ল।"

সে জন্য আমি ভীত নই—তোমার যথাশক্তি প্রতিশোধ নিও মনাইম খাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"শুনেছিস্ মা?"

"কি বাবা।"

"পাঠান পরাজিত—আমরা জয়লাভ করেছি।"

"শুনেছি।"

"আর শুনেছিস্ পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁ ছদ্মবেশে পলায়ন করেছে,—সসৈন্যে মোগল সেনাপতি মনাইম খাঁ তার অনুসরণ করেছেন।"

"তা জানি বাবা।"

"তাও জানিস! কেমন করে জান্‌লি মা ?"

"পলায়নপর নবাব দায়ুদ খাঁ—আমার আশ্রয় ভিক্ষা করে।"

"তোর আশ্রয় ভিক্ষা করে! তারপর তুই তাকে ধৃত করে-ছিস তো ?"

"না বাবা—"

"তবে ?"

"তাকে আশ্রয় দিই।"

"অনলরূপী শত্রুকে আশ্রয় দিস্! কি বলছিস তুই ?"

"ঠিক বল্‌ছি বাবা, যা বল্‌ছি তা সম্পূর্ণ সত্য।"

"তারপর ?"

"তারপর রাজা টোডরমল্ল নবাবের অনুসন্ধানে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে অট্টালিকায় প্রবেশে উদ্যত হন; আমার আদেশে প্রহরীরা বাধা দেয়—দেহের শোণিত বিনিময়ে আমার আদেশ পালন করে। কিন্তু বহু সংখ্যক শত্রুর আক্রমণে আহত হয়ে ভূ-শয্যা গ্রহণ করে, তথাপিও কেহ আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হয় নি। একে একে যখন দশজন বীর ভূ-শয্যায় শায়িত হলো,—যখন আর একজনও বাধা দিতে নেই, তখন আমি চীৎকার ক'রে বলে উঠলুম—রাজপুত-বালার সত্য রক্ষা করতে কি কেউ নেই ?" দূর হইতে জলদনিঃস্বনে উত্তর আসিল 'আছে বই কি মা।' বিস্ময়চকিত নয়নে দেখলুম—পলিতকেশ বৃদ্ধ সর্দ্দার দিলীপ-সিং আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত। ধন্য প্রভুভক্তি এ বৃদ্ধের। প্রভু কন্যার আদেশ পালন ক'রতে বহুদিন পর বৃদ্ধ যুবকের ন্যায়

সোজা দাঁড়িয়ে অসীম শক্তিতে লাঠী ধ'র্‌লে। তার লাঠী চালনা দেখে আমি বিস্মৃত হলেম বিপক্ষ-সৈন্য বিস্মিত হল। বহুক্ষণ যুদ্ধান্তে বৃদ্ধের শিথিল হস্ত হতে লাঠী স্খলিত হ'ল।"

"তুমি বালিকা খেয়ালের বশে একটা দুঃসাহসিকের কার্য্য—যা প্রবল প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ পারে না, তাই করেছ,—কিন্তু সেই বৃদ্ধ সর্দ্দার দিলীপ জেনে শুনে কেন স্বেচ্ছায় নিজের গৃহ, তার প্রভুর গৃহ ভস্মসাৎ ক'রতে প্রচণ্ড শক্তি অনলকে নিমন্ত্রণ কর্‌লে?—এ তার প্রভুভক্তি নয়—প্রভুদ্রোহিতা। তার পর?"

"তারপর রাজা পুনরায় অট্টালিকায় প্রবেশোদ্যত হইলেন। অনন্যোপায়ে আমি নিজে অস্ত্রধারণে দ্বার-পথে দণ্ডায়মান হইলাম। এমন সময়ে নবাব আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন। নবাবের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত, পরিচ্ছদ শোণিতে সিক্ত, তথাপিও নবাব অদ্ভুত বিক্রমে রাজাকে একা যুদ্ধ দান কর্‌লেন। তথাপিও আমার প্রাণ বিনিময়ে নিজ প্রাণ রক্ষার্থে কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। নিরুপায়ে রণস্থল হ'তে পলায়ন করলেও নবাব বীর যোদ্ধা। অক্ষত দেহ প্রভূত-বিক্রম রাজার সঙ্গে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাব নিরস্ত্র হইলেন। রাজা নবাবকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন। আমি তখন নবাবকে পশ্চাতে রেখে রাজার সম্মুখে দাঁড়ালুম। রাজা টোডরমল্ল মোগলের দাসত্ব করলেও মহান,—উদার। তিনি আমায় মাতৃ-সম্বোধনে, আমার নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রলেন। আর মোগলের প্রধান ও প্রবল শত্রু—সিংহাসনের একমাত্র কণ্টক;—নবাব দায়ুদ খাঁকে মুক্তি দিলেন।"

"মুক্তি দিলেন ? তারপর ?"

"তারপর প্রধান সেনাপতি মনাইম খাঁ উপস্থিত হইলেন।"

"তিনি কি করিলেন ?"

"তিনি নবাবকে বন্দী ক'রতে আদেশ প্রদান ক'রলেন। রাজা টোডরমল্লও সে আদেশ রোধ করতে অস্ত্র ধ'রলেন। পরে সেনাপতি যে কারণেই হোক নিজ আদেশ প্রত্যাহারে রঙ্গস্থল ত্যাগ কবলেন ; অন্যদিকে রাজাও প্রস্থান করিলেন। বঙ্গেশ্বর দায়ুদ খাঁ কটক অভিমুখে গমন ক'রলেন।

"ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে রাজা হরিনারায়ণ বলিলেন "উর্ম্মিলা ! মাতৃহীনা ব'লে অত্যধিক আদর আব্দারে তোর অহঙ্কার বড়ই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেছে ; তার ফলে তুই কি করেছিস বুঝতে পারছিস্ না। খাল কেটে আগ্নেয় প্রবাহ ঘরের মধ্যে এনেছিস ! যাবে—যাবে—সব যাবে, সে অনল প্রবাহে ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, রাজত্ব, প্রাণ, মান—এমন কি তুইও ভেসে যাবি ! রাজা টোডরমল্লের হস্ত হতে উদ্ধার পেলেও সেনাপতি মনাইম খাঁর ভীষণ ক্রোধাগ্নি হ'তে আমার কিছুতেই নিস্তার নেই। এতক্ষণে হয়তো আমাকে ধৃত ক'রতে পরওয়ানা নিয়ে মোগল সৈন্য আসছে। অহো হো ! কি সর্ব্বনাশ করলি, কি সর্ব্বনাশ করলি !"

নিস্ফল ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে রাজা কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বহির্দ্দেশে আসিয়া রাজা ডাকিলেন, "বুধন !"

রাজার সহ সদ্যঃ-আগত প্রহরী বুধন আসিয়া অভিবাদন করিল।

রাজা বলিলেন, "বুধন! এই মুহূর্ত্তে অবসর-প্রাপ্ত সর্দ্দার দিলীপকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস। আর আমার সঙ্গে অন্যত্র যাবার জন্য তোমরা কয়েক জন প্রহরী প্রস্তুত থেকো। জলপথে যাব, মাঝি মল্লাদের আজ থাকৃতে বল্‌বে—আজ কি কাল, কখন কবে যাব তার এখন স্থিরতা নেই,—তবে তোমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত থেক। এখন যাও দিলীপকে শৃঙ্খলিত করে কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে এস।"

বুধন মস্তক নোয়াইয়া প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"এই স্থানে শিবিকা নামাও!"

সভয়ে বাহকবর্গ তিনখানি শিবিকা এক অরণ্য-পার্শ্বে নামাইল।

আদেশ কর্ত্তা সশস্ত্র এক অশ্বারোহী। সঙ্গে আরও দুইজন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পুরুষ। তাঁহারা আসিয়া শিবিকা ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথম শিবিকার আরোহী এক বিশ্ব-লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিগলিতা কুসুমফুল-লাঞ্ছিতা হৈমবরণা, নানা অলঙ্কার শোভিতা কিশোরী। দ্বিতীয় শিবিকার আরোহী—এক পরিণত-বয়স্কা সুষমাশালিনী, মাতৃমূর্ত্তিরূপিণী উজ্জ্বল বেশ, উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারশোভিনী রমণী ও পশ্চাতের শিবিকায় এক বহুমূল্য-বেশধারী সৌম্য শান্তমূর্ত্তি পুরুষ।

আদেশদাতা অশ্বারোহী কিশোরীর শিবিকার নিকট আসিয়া প্রভুত্বব্যঞ্জককণ্ঠে বলিলেন, "সুন্দরি! শিবিকা হ'তে বেরিয়ে এস।"

বিনা বাক্যে সুন্দরী শিবিকার বাহিরে আসিলেন। তখন পুরুষটী শিবিকারোহী প্রৌঢ় পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রুদ্রপতি, তোমাতে বা তোমার স্ত্রীতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই—তবে তোমার পত্নীর অলঙ্কারগুলি প্রয়োজন। যদি অপমানিত হতে না চাও, তবে বিনা দ্বিরুক্তিতে অলঙ্কার প্রদান কর।"

"রুদ্রপত্নী অলঙ্কার উন্মোচনে তাহা পূর্ব্বোক্ত পুরুষটীর হস্তে প্রদান করিলেন,—তখন বহুমূল্য রত্নালঙ্কাররাশি বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া অশ্বারোহী পুরুষ বলিলেন—

"তোমরা মুক্ত, যেতে পার।"

ব্যগ্রকণ্ঠে রুদ্রপতি বলিলেন, "আমার কন্যা?"

"তোমার কন্যা স্বাধীনা। তবে আমি তাকে ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নই।" দ্বিতীয় উত্তর বা প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া অশ্বারোহী পুনরায় কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমার পশ্চাতে এস।"

"কোথায়?"

"আমার আবাসে।"

"কেন?"

"কেন, তাকি বুঝতে পারছো না? আমি দস্যু-সর্দ্দার জালিম সিংহ, বহু ধনাঢ্যের ঐশ্বর্য্যে আমার কোষাগার পূর্ণ। কিন্তু

আজ যে রত্ন লাভ করেছি,—সে রত্ন আর কখনও পাই নাই,—বোধ হয় পাবও না।"

"কি সে রত্ন?"

"সে রত্ন তুমি।"

"রত্ন? রত্ন—শাখামৃগের কণ্ঠ-শোভার জন্য সৃষ্ট হয় নি দস্যু। শোন সর্দ্দার—আমার এই বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কার চাও দিচ্ছি,—প্রভূত অর্থ দিচ্ছি—বিনিময়ে আমায় মুক্তি দাও।"

"তাকি হয় সুন্দরী! আমার যা ঐশ্বর্য্য আছে, তার একাংশের মূল্যে তোমার পিতার সম্পত্তি তো অতি তুচ্ছ—একটা বিশাল-রাজ্য ক্রয় করতে পারি! আমি তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশী নই, তোমার রূপের প্রত্যাশী, এস সুন্দরি, আমার পশ্চাতে এস। অরণ্য-মধ্যে শিবিকা যাবে না, তাই তোমায় পদব্রজে গমন-জনিত ক্লেশ প্রদানে বাধ্য হ'লেম, তবে যদি ইচ্ছা কর—আমার অশ্বে আরোহণ ক'রতে পার।"

যুক্তকরে জানু পাতিয়া সাশ্রুনয়নে কিশোরী কাতরকণ্ঠে বলিল, "সর্দ্দার! দীনা—হীনা, অবলা রমণী আমি, আমায় মুক্তি ভিক্ষা দাও—বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ অজস্রধারায় তোমার মস্তকে বর্ষিত হবে,—দাও সর্দ্দার, আমায় মুক্তি ভিক্ষা দাও।"

"এই ভিক্ষা ব্যতীত আর যা চাইবে, তাই দেব,—আমার ঐশ্বর্য্য তোমার চরণে লুটিয়ে দেব, তবু তোমায় ত্যাগ ক'রবো না।"

রমণী উঠিল। এবার নয়নে অশ্রু নেই—আছে অনলকণা; বদনে বিষাদ নেই, আছে বিদ্যুৎ; কণ্ঠস্বরে কাতরতা নেই—আছে

মেঘমন্দ্র! তীব্র কটাক্ষ করিয়া রমণী বলিল, "মুক্তি দেবে না?"

"না।"

"দেবে না?"

"না।"

"এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—মুক্তি দেবে কিনা?"

"আমিও আবার বলছি—দোব না।"

"আর আমিও বলছি—আমায় পাওয়া তো দূরের কথা, আমার অঙ্গ স্পর্শেও তুমি সক্ষম হবে না।"

বাক্যসহ রমণী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বহির্গত করিয়া বলিল,—

"সর্দ্দার, তবে দেখ—কি ভাবে, কেমন ক'রে তোমার আশা ব্যর্থ ও আমার ধর্ম্মরক্ষা করি।"

"আত্মহত্যা ক'রবে?"

"তদ্ভিন্ন আর উপায় কি?"

"উপায় আছে।"

"কি?"

"যদি—"

"ইতস্ততঃ কেন, শীঘ্র বল সর্দ্দার কি উপায়?"

"যদি—তোমার পিতাকে ব'লে আমায় মোগলের প্রধান কর্ম্মচারী ও জমিদারবর্গের সঙ্গে আমায় পরিচিত করে দাও।

"তাতে তোমার লাভ?"

"তাতে কার কি ঐশ্বর্য্য আছে—সন্ধান জান্‌বার পক্ষে আমার বিশেষ সুবিধা হবে, আর আমায় দস্যু বলে কেহই ধারণা করতে পারবে না।"

"উত্তম, এবিষয়ে পিতাকে অনুরোধ ক'রবো।"

"ক'রবো নয়—এখনই করতে হবে।"

"বেশ—তাই কচ্ছি।"

ছুরিকা যথাস্থানে রাখিয়া কিশোরী স্বীয় পিতার শিবিকা প্রতি অগ্রসর হইল।

ইত্যবসরে সর্দ্দার নিঃশব্দে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক রমণীর পশ্চাতে আসিয়া চকিতে তাহার হস্তদ্বয় দৃঢ়-করে ধারণ করতঃ বলিল—

"এইবার? এইবার সুন্দরী, আর তোমায় কে রক্ষা করে?"

"ধর্ম্ম।"

"হা হা হা ধর্ম্ম! ধর্ম্ম নেই।"

"ধর্ম্ম আছে।"

"যদি থাকে—আমার হস্ত হ'তে তোমায় রক্ষা করুক, দেখি তার কত শক্তি।"

সর্দ্দার সবলে রমণীকে আকর্ষণ করিল।

দেহের সমস্ত শক্তি বিনিয়োগে রমণী উদ্ধার লাভাশায় চেষ্টা করিল—কিন্তু সব ব্যর্থ হইল।

তখন রমণী করুণ ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো কে কোথায় আছ, ছুটে এস, উল্কা গতিতে ছুটে এস—দস্যুর কবলে

নারীর সর্ব্বস্ব যায়! হে দেবতা, রক্ষা কর! রক্ষা কর—মা, সতী-সীমন্তিনী—তোমার কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করে তোমার মহিমা প্রচার কর।"

দূরে বজ্রনাদে ধ্বনিত হইল—ভয় নাই—ভয় নাই।"

সকলে সচকিতে দেখিলেন—কিঞ্চিৎ দূরে তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া একজন সৈনিক পুরুষ আসিতেছেন।

মুহূর্ত্তে সর্দ্দার রমণীর ছুরিকা বলপূর্ব্বক গ্রহণে র ত্যাগে অশ্বারূঢ় হইয়া অনুচরদ্বয়সহ উন্মুক্ত অসি করে পুরুষের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সৈনিক পুরুষ সর্দ্দারের সম্মুখী শঙ্খধ্বনিবৎ কণ্ঠে বলিলেন, "রমণী-পীড়ক—নরঘাতক যদি জীবনের কিছুমাত্র মমতা থাকে তবে অস্ত্র ত্যাগে এই মুহূ এ স্থান ত্যাগ কর।"

দম্ভভরে সর্দ্দার বলিল, "কে রে তুই নির্ব্বোধ—স্বেচ্ছায় যূপ-কাষ্ঠে মাথা পেতে দিতে এলি। যাও—ফিরে যাও—যদি পিতা মাতা থাকে—তবে তাদের নয়নে অশ্রু ছুটিয়ো না।"

"মরণ আবাহনেচ্ছুক শয়তান, যাও—তবে মরণের পথে যাও।"

সৈনিক পুরুষ সর্দ্দারকে আক্রমণ করিলেন। সর্দ্দার ও তদীয় অনুচরদ্বয় এককালীন সৈনিক পুরুষকে আক্রমণ করিল।

সৈনিক পুরুষের প্রথম আঘাতেই সর্দ্দার বুঝিল আক্রমণকারী বড় সামান্য যোদ্ধা নয়। সর্দ্দার আক্রমণে তৎপর হইল।

এদিকে সৈনিক পুরুষও বড়ই বিব্রতে পড়িলেন—তিনি একা

এক দিকে, অন্যদিকে তিন জন আক্রমণকারী। আর আক্রমণকারীত্রয় নিতান্ত অশিক্ষিতও নয়। তিনি বুঝিলেন, এ যুদ্ধে জয়লাভ করা দৈবানুগ্রহ ব্যতীত সম্ভবে না।

তখন তিনি কাতর অন্তরে জগত্রাতাকে স্মরণ করিলেন;—সত্যই যেন তাঁর হৃদয়ে সাহস, বাহুতে অসুর-শক্তি আসিল, পূর্ণ উদ্যমে পূর্ণ বিক্রমে তিনি সর্দ্দারকে আক্রমণ করিলেন। আক্রমণ ব্যর্থ হইল না, আহত হইয়া সর্দ্দার অশ্ব হইতে পতিত হইল। সেদিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া সৈনিক পুরুষ অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রচণ্ড শক্তিতে অপর একজন অনুচরের অসিধৃত হস্ত লক্ষ্যে আঘাত করিলেন;—সে আঘাতে দস্যুর হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল।

সৈনিক পুরুষও বিদ্যুতগতিতে বাম করে দস্যুর হস্ত আকর্ষণে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভূমে পতনকালীন একখণ্ড প্রস্তরে দস্যুর মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিল। সর্দ্দার ও সহচরের দুরবস্থা দর্শনে অবশিষ্ট একজন অনুচর নক্ষত্র গতিতে অশ্ব ছুটাইয়া পলায়ন করিল।

জয়শ্রীযুক্ত ললাটে সৈনিক পুরুষ ধীর মন্থর গমনে রমণীসম্মুখে আসিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সুন্দরী কে আপনি সে পরিচয় জান্‌বার আমার প্রয়োজন নেই। এ মহা পাষণ্ডের হস্ত হইতে যে রক্ষা পেয়েছেন,—এই দেখেই আমি সন্তুষ্ট। শিবিকা বোধ হয় আপনারই।"

"হাঁ।"

"উপস্থিত আপনি নিরাপদ—শিবিকারোহণে গন্তব্য স্থানে যেতে পরেন। সঙ্গের রক্ষক বোধহয় দস্যু-আক্রমণে আহত হ'য়ে থাক্‌বে—যদি প্রয়োজন বিবেচনা করেন, রক্ষিরূপে আমি আপনার সঙ্গী হতে পারি।"

"ঐ দ্বিতীয় শিবিকায় আমার পিতা আছেন;—তিনি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।"

"আপনার পিতাও আছেন। সাগ্রহে সৈনিকবর দ্বিতীয় শিবিকার নিকট আসিয়া দেখিলেন—শিবিকাব মধ্যে এক সৌন্দর্য্যময়ী নারী ও তৎপশ্চাতের শিবিকায় এক পুরুষ বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছেন। বিনা বাক্যে অবিলম্বে যুবক সৈনিক অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অসি সাহায্যে তাঁহার বন্ধন কর্ত্তিত করিলেন।

বন্ধনমুক্ত বিপদোন্মুক্ত প্রৌঢ় কৃতজ্ঞহৃদয়ে গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন "কে তুমি বাবা, আমাদের এ ভীষণ বিপদ-সাগর হ'তে করুণার বাহু প্রাসারণে রক্ষা করলে কে তুমি বাবা?"

"আমার আর কি পরিচয় দেব?—আমি সামান্য ব্যক্তি, রাজা হরিনারায়ণের এক সামান্য সর্দ্দার সৈনিক মাত্র। নাম অমরপ্রসাদ।"

"তুমি সামান্য নও—অতি উচ্চ, অতি মহৎ। এমন ভাষা নাই, যে ভাষায় তোমার এই মহোপকারের কৃতজ্ঞতা জানাব! এমন সম্পত্তি নেই, বিনিময় নেই, যাতে তোমার এ উপকারের ঋণ পরিশোধ হয়—তবুও যা আছে তাই দেব,—রংমহালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী, রুদ্রপতির বাটীতে যেও—যথা সাধ্য অঞ্জলি দেব।

"আপনিই সেই বিখ্যাত ধনকুবের রুদ্রপতি ?"

"হাঁ যুবক।"

"আমাব প্রণাম লউন। আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আপনার অট্টালিকায় অবশ্যই যাব। কিন্তু উপকারের প্রত্যুপ-কারের জন্য নয়, বিনিময়ের জন্য নয়, পুরস্কারের লোভে নয়—শুধু স্নেহপ্রীতি লাভাশায় যাব। রাজপুত কখনও উপকার বিক্রয় করে না ;—বিনিময়ের আশাও রাখে না।"

যুবকের বাক্যে সকলেই বিমোহিত হইলেন। সকলেই ভাবিলেন এত উদারতা, এত স্বার্থত্যাগ,—একি মানুষ, না নররূপী নারায়ণ !

রমণী স্নেহোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন—বাবা "কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি,—তুমি রাজা হও, বীর-কীর্ত্তি অর্জ্জনে রাজপুতের আদর্শ পুরুষ হও। স্বাস্থ্য চিরবিনিদ্র হয়ে তোমায় রক্ষা করুক, ঈশ্বরের করুণা-ধারায় তোমার সব বিপদ আপদ শোক তাপ ধুয়ে যাবে—কাছেও এগুতে কেউ সাহস ক'রবে না।"

"মা, আপনার শুভাশিষ মাথা পেতে নিলুম।"

তারপর অমরপ্রসাদ রুদ্রপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আপনারা কোথায় যাবেন ?"

যাবার ইচ্ছা ছিল মুঙ্গেরে, কিন্তু যখন এই বাধা উপস্থিত হ'ল আর আমার অনুচরেরা দস্যুভয়ে পলায়িত, তখন আর মুঙ্গেরে যাব না,—ভাগলপুরে যাব। আশা করি, তুমি আমার সঙ্গী হবে। অন্ততঃ রাজমহলের সীমা পর্য্যন্ত ?"

"সানন্দ চিত্তে।"

"মা শোভনা, তোমার রক্ষাকর্ত্তা এই মহাত্মার পদধূলি মাথায় নাও।"

কন্যা শোভনা পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া শিবিকায় উঠিল।

অমরপ্রসাদ বাহকগণকে শিবিকা উত্তোলনের আদেশ প্রদানে অশ্বারোহণ করতঃ ধীর গতিতে অশ্ব চালনা করিলেন। শিবিকা তিনখানি তাঁহার অনুসরণ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজ সর্দ্দার দিলীপ সিংহের বিচার। রাজা হরিনারায়ণ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত। আদেশ হইল—বেত্রাঘাত ও দুইমাস কারাদণ্ড।

ভীষণদর্শন এক ব্যক্তি বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। সজোর আঘাতে বৃদ্ধের অঙ্গ কাটিয়া রুধির ধারা ছুটিল।

সহসা জনতা ঠেলিয়া দীর্ঘায়ত সুন্দর দর্শন যুবক আসিয়া বেত্রাঘাতকারীর পৃষ্ঠে এক পদাঘাত করিলেন বেত্রাঘাতকারী রাজার অঙ্গে ছিটকাইয়া পড়িল। ক্রোধে জ্বলিয়া রাজা আদেশ দিলেন—"বাঁধ বেটাকে।"

দুইজন প্রহরী আসিয়া যুবকের উভয় হস্ত ধারণ করিল। উন্নত মস্তকে উচ্চ কণ্ঠে যুবক বলিলেন—"রাজা! কোষে অসি

থাকৃতে কেউ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না,—আপনি প্রভু, ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, তাই আজ জীবনে আমার এই প্রথম অস্ত্র থাকতে দেহে শোণিত থাকৃতে বন্দী হ'তে হ'ল।

কর্কশকণ্ঠে রাজা বলিলেন "তাই এই ভাবে প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাচ্ছ। তোমার ভক্তির ভনিতার আর প্রয়োজন নেই অমর।"

"রাজা—রাজা—সত্য বল্‌ছি—আপনাকে ধর্ম্মের প্রতিভূরূপেই দেখি। কিন্তু 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।' সেই—আমার স্বর্গ, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জ্জরিত—রুধিরে অঙ্গ রঞ্জিত, বেদনায় নয়ন প্লাবিত, এ পৈশাচিক দৃশ্য—বৃদ্ধ পিতার প্রতি এ কঠোর অত্যাচার দর্শন ক'রে কোন্ পুত্র স্থির থাকৃতে পারে? জানি না,—পিতা আমার কোন্ অপরাধে অপরাধী। যে অপরাধই হউক না কেন, তথাপি তিনি আমার পিতা—আমার ধর্ম্ম, আমার জন্মদাতা। তাঁর লাঞ্ছনা পুত্র আমি, আমি কেমন করে দেখ্‌বো? তাঁকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত ক'রতে যদি, আমায় ত্রিভুবনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, দাঁড়াব; যদি পুরীষপূরিত বা অগ্নি-প্রতপ্ত অনন্ত নরক বেছে নিতে হয়, নেব; যদি আমার নয়ন—আমার হৃদপিণ্ড উৎপাটিত ক'রতে হয়, করবো—তথাপিও পিতার লাঞ্ছনা দেখ্‌তে পারব না।"

"বটে! সুন্দরলাল ও বেটার হাত পা বেঁধে বেত্রাঘাত কর, যাতে নড়্‌তে চড়্‌তে, বাধা দিতে না পারে।

"যথা আজ্ঞা" বলিয়া বেত্রাঘাতকারী সুন্দরলাল অমরপ্রসাদকে বাঁধিল।

কম্পিতকণ্ঠে অমরপ্রসাদ বলিলেন,—"রাজা—প্রভু! আমায় মারুন,—আমায় কাটুন, অন্ধ কারাগারে রাখুন, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতাকে মুক্ত ক'রে দিন।"

"প্রার্থনা নিষ্ফল—সুন্দরলাল বেত লাগাও।"

সুন্দরলাল অমরপ্রসাদের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। ধীর ও বীর যুবক নীরবে সহিল, রুধিরে অঙ্গ রঞ্জিত হইল।

দর্শকগণ নয়নাবৃত করিয়া প্রস্থান করিল। রহিল কেবল পাপের মানসপুত্র হরিনারায়ণ ও তদীয় পিশাচ প্রকৃতির সহচরগণ। হৃদয় বুঝি তাদের নীরস, পাষাণ তাই অমরপ্রসাদের যন্ত্রণায় হৃদয় তাদের ভিজিল না,—কাঁপিল না। একটুও টলিল না।

জ্বালা জর্জ্জরিত হৃদয়ে অমরপ্রসাদ একবার আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে সকলে অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। আদেশ তবু নড়িল না, বেত্রপ্রহার সমভাবে চলিল।

সহসা এক অনুপমা সৌন্দর্য্যময়ী কিশোরী আসিয়া বেত্রাঘাত-কারীর করধৃত উত্তোলিত বেত্র ধারণ করিল। সকলে অনিমেষ-নয়নে অবাক হইয়া রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরিনারায়ণ বলিলেন,—"তুই এখানে কেন মা?"

"বাবা—একি পৈশাচিক কাণ্ড!"

"পৈশাচিক কাণ্ড নয় মা—এ বিচার।"

"এ বিচার নয় বাবা, এ অত্যাচার,—আর এই সব পিশাচ

সয়তানদের আনন্দ বর্দ্ধন করা মাত্র। বাবা—আমি বাতায়ন পথ হতে সব দেখেছি,—শুনেছি। পিতাকে রক্ষা করা পিতৃভক্ত সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে তা না করে, সে পুত্র নয়, মানুষ নয়, মানুষের চক্ষে সেই অপরাধী। পুত্র পিতার আজ্ঞাবহ সেবক মাত্র। তবে কোন্ বিধানে, কোন্ বিচারে পুত্রকে দণ্ড প্রদান করছেন?"

উর্ম্মিলার বদনে একটা অপূর্ব্ব আভা, একটা স্বর্গীয় প্রভা বিকীর্ণ হইল। যে দেখিল সেই একটু শঙ্কিত হইল।

কন্যা-স্নেহপরায়ণ, রাজা হরিনারায়ণ বলিলেন,—"ঠিক বলেছিস মা! আচ্ছা তোর কথায় অমরপ্রসাদকে মুক্তি দিলুম,—তবে তাকে কর্ম্মচ্যুত ক'রলুম।"

রাজাদেশে অমরপ্রসাদ মুক্ত হইলেন। অমরপ্রসাদ একবার হিরণ-কিরণ মাখা, স্বর্গের ছবিতে আঁকা, পবিত্রতায় ঢাকা বালিকার মুখপানে কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে চাহিল।

এত সুন্দর, এত স্বচ্ছ, এত সুষমা, সে ত পূর্ব্বে বালিকার বদনে কখনও দেখে নাই। বাল্যকাল হ'তে সে উর্ম্মিলাকে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু এত সুষমা, এত মাধুরী দেখে নাই। আজ যেন স্বর্ণ-বর্ণে সে মাধুরী রঞ্জিত চন্দ্রকিরণে স্নাত। ছল ছল নয়নে,—অমরপ্রসাদ বলিলেন,—

"রাজনন্দিনী, আপনার এই অযাচিত অপার করুণার জন্য শত ধন্যবাদ—কিন্তু আমি মুক্তি ভিক্ষা চাই না। করুণাময়ি, যদি করুণা হয়, আমার পিতাকে মুক্তি দিন—নতুবা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমি মুক্তি চাই না।"

অমরপ্রসাদের পিতৃভক্তি দর্শনে রাজনন্দিনী মুগ্ধ হইল। মুগ্ধ নয়নে অমরপ্রসাদের মুখপানে চাহিল। সেও বাল্যাবধি অমরপ্রসাদকে দেখিয়াছে।

অমরপ্রসাদের দেবপুত্রসম গৌরব ও বীরত্বমণ্ডিত সরল সুন্দর বদন ও আকৃতি দর্শনে সে এক এক সময়ে ভাবিত, একি সামান্য দান-হীনের সন্তান? বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় ছদ্মবেশী অথবা শাপভ্রষ্ট দেবতা। অজানিত ভাবে বালিকার শূন্য হৃদয়ে একটা মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল। এটা প্রেমের কি প্রীতির তা জানি না। রমণী-হৃদয় দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়। আজ অমরপ্রসাদের প্রকৃতি দর্শনে সে চমৎকৃত হইল।

মধুরকণ্ঠে রাজনন্দিনী ডাকিলেন "পিতা!"

"তা হয় না উর্ম্মিলা, তোর কাতর প্রার্থনায় অমরপ্রসাদকে মুক্ত করে দিয়েছি, কিন্তু বুড়ো বজ্জাত দিলীপের মুক্তি অসম্ভব—অসম্ভব।"

"তবে আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই, রাজা।"

"সে তোমার অভিরুচি।" তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"কিষণ!"

কারারক্ষক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"শোন এই বুড়ো বেইমানকে বন্দী করে রাখ। এই যুবক শয়তানকেও আবদ্ধ করে রাখবে—তবে যদি মুক্তি ভিক্ষা চায়—মুক্ত ক'রে দেবে। এক কারাগারে দু'জনকে রেখে দাও।

সসম্মানে অভিবাদনান্তে কিষণ বন্দীদ্বয়সহ প্রস্থান করিল। পুনরায় রাজা ডাকিলেন,—"বুধন !"

বুধন আসিয়া অভিবাদন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব প্রস্তুত ?"

"হাঁ প্রভু।"

"মাঝি—মাল্লা—বজরা, সব ঠিক আছে ?"

"আজ্ঞে—হাঁ।"

"উত্তম। যা মা উর্ম্মিলা ! অন্তঃপুরে গিয়ে শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নে,—আমি আজই জলপথে যাত্রা ক'রবো।"

"কোথা যাবে বাবা ?"

"মুঙ্গেরে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"পুত্র !"

"পিতা !"

"বাটী যাও।"

"আপনাকে এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়—"

"তা হোক, তবু বাটী যাও, সেখানে তোমার জননী মৃত্যুশয্যা-শায়িনী, তোমায় দেখবার জন্য কাতর-নেত্রে দ্বার পানে চাহিয়া আছেন। এতক্ষণে—ও, না না, তুমি বাটী যাও, তোমায় দেখলেও

ব্যাধি অনেকটা উপশম হ'তে পারে,—আর পিতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হতে না চাও,—তবে বিনা বাক্যে বাটী যাও—"

"ওঃ এতদূর, এতদূর! আচ্ছা, যাচ্ছি বাবা। কিন্তু আজই যদি আপনাকে মুক্ত ক'রে না দেয়, যদি আপনার অদর্শনে স্নেহময়ী জননী আমার জীবন বিসর্জ্জন করেন, তবে এ অবিচারের—এ অত্যাচারের এমন প্রতিশোধ নেব, যে আর কেউ কখনও কারও প্রতি অযথা অত্যাচারে হস্ত উত্তোলিত ক'রবে না।"

অমর প্রসাদের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। আকাশে মেঘ ডাকিল কড় কড় কড়! রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন—"কারারক্ষক।"

"বন্দী!"

"আমি মুক্তি প্রার্থনা করছি, আমায় মুক্ত করে দাও।"

প্রভুর আদেশানুযায়ী কারারক্ষক দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। পিতৃভক্ত অমরপ্রসাদ ভক্তিভরে পিতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া ছল ছল নয়নে কারাকক্ষ ত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধের বক্ষঃ অশ্রুজলে সিক্ত হইল।

দুঃখভারাবনতহৃদয়ে অমরপ্রসাদ কম্পিত চরণে স্পন্দিত হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পা তাঁর টলিল,—বুক তাঁর কাঁপিল, জননীর কক্ষে যাইয়া দেখিলেন, শূন্য কক্ষে শূন্য শয্যা। অমর-প্রসাদ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটিলেন। কোথাও জননীর সন্ধান না পাইয়া, "মা মা" রবে ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিলেন। সাড়া নাই, শব্দ নাই, সব নীরব নিথর। মাথায় যেন হিমালয়ের ভার পড়িল। প্রলয়ের কল্লোল যেন কাণে তাঁর বাজিল। আগ্নেয়গিরির

উত্তপ্ত প্রবাহ হৃদয়ে তাঁর বহিল। আবার "মা মা" বলিয়া চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া ডাকিলেন। এবার উত্তর মিলিল,—

"মা তোমার শ্মশানে।"

কোথা থেকে কোন দিক হতে কে উত্তর দিল—অমরপ্রসাদ জানিলেন না, দেখিলেন না—উন্মত্তবৎ শ্মশানের দিকে ছুটিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। শ্মশান—নদীতীরে লোকালয়ের বাহিরে, বহু দূরে।

কণ্টকে—প্রস্তরে অমরপ্রসাদের পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। "মা মা" রবে ছুটিলেন। তাঁর সে উন্মত্তভাব, ভীষণ করুণ চীৎকারে ভয়ে পশু পক্ষী দূরে পলাইল,—ভয়ে বালক বালিকা, ক্রন্দনে জননীর বসনাঞ্চল ধরিল, সকলে ভাবিল অমরপ্রসাদ ক্ষেপিয়াছেন। যে যাহাই ভাবুক না কেন,—অমরপ্রসাদের কোনও দিকে দৃক্‌পাত নাই। তীরগতিতে ছুটিয়াছেন, কণ্ঠে কেবল "মা মা" ধ্বনি। প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া গেলেন, অঙ্গ ভীষণ আঘাতে কাটিয়া গেল, মুহূর্ত্তে উঠিয়া আবার ছুটিলেন, কণ্ঠে কেবল "মা মা" ধ্বনি।

শ্মশান সন্নিকটে আসিয়া অমরপ্রসাদ দেখিলেন, একটা চিতা জ্বলিতেছে। বুক ভাঙ্গা শমন-হৃদয়-ব্যথিতকণ্ঠে ডাকিলেন—"মা মা।" শ্মশানস্থিত ব্যক্তিগণ সে ধ্বনিতে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, উল্কাবেগে কে একজন ছুটিয়া আসিতেছে। কিঞ্চিৎ নিকটে আসিলে সকলে চিনিল—সে অমরপ্রসাদ।

অমরপ্রসাদ শ্মশানে আসিয়া যাদবলালকে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ঠাকুরদা, আমার মা কোথায়?"

"ঐ চিতায়।

"চিতায়? বিদায় না নিয়ে, আশীর্ব্বাদ না করে চিতায়! না মা আমার আছে। পুত্রকে চরণ ধূলি না দিয়ে মা আমার যেতে পারেন না। চরণ ধূলি দাও মা।"

অমরপ্রসাদ চিতায় ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হইলেন।

বুদ্ধিমান যাদবলালও পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিয়াছিল, সজোরে সে অমরপ্রসাদের হস্ত ধারণ করিল। বাধা প্রাপ্তে অমরপ্রসাদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, যত্নে ও শুশ্রূষায় অবিলম্বে অমরপ্রসাদের জ্ঞান হইল। চিতা দেখিলেন,—আবার সব কথা মনে পড়িল। বালকের ন্যায় তখন কাঁদিতে লাগিলেন।

চিতা নিভিল। গঙ্গাবারিতে তুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব বিদায় লইলেন। অমরপ্রসাদ চিতার পার্শ্বে শুইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর উঠিয়া ভস্মরাশি অঙ্গে লেপন করিয়া জননীর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে প্রণাম কবিলেন। যখন উঠিলেন, তখন নয়নে তাঁর অশ্রু নেই, বদনে বিষাদের চিহ্ন নেই, কাতরতার লেশ নেই। বদন ভীষণ, নয়ন কুটিল, উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। এ মূর্ত্তি, এ ভাব দর্শনে যাদবলাল ভীত হইয়া ডাকিল, "অমরপ্রসাদ।"

উত্তর নাই।

পুনরায় যাদবলাল ডাকিল, "অমরপ্রসাদ!"

এবার কর্কশকণ্ঠে উত্তর হইল "ঠাকুরদা।"

"চল গৃহে চল।"

"গৃহ! সে কোথায়?"

"যে স্থানে বাস কর।"

"সেটা গৃহ নয়, বাসা। মা আমার গৃহে গেছেন।"

"তবে সেই বাসাতেই চল।"

"না।"

"কেন?"

"প্রতিশোধ নেব।"

"কার উপর?"

"রাজা হরিনারায়ণের উপর।"

গুড়গুড় নাদে মেঘ ডাকিল,—শন্ শন্ শব্দে প্রবল বায়ু বহিল, কলকল রবে ভীষণ তরঙ্গে নদী বক্ষ আন্দোলিত হইল।

তেমনি ভাবে অমরপ্রসাদেরও হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল। যাদবলাল বলিল—"তার অপরাধ?"

"অপরাধ! অপরাধ তার গুরুতর। আমার ও পিতার অদর্শনে জ্বলে জ্বলে মা আমার শান্তির রাজত্বে চলে গেলেন,—তার নিষ্ঠুর বিচারে আমরা যদি রুদ্ধ না হতেম,—তাহলে—আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে, মা বোধ হয় এত শীঘ্র পৃথিবী ত্যাগ ক'রে অনন্ত পথে চলে যেতেন না। তারই দানবীয় ব্যবহারে আজ মাকে হারালুম।"

"ভুল! সে উপলক্ষ মাত্র। নিয়তির বক্ষ পালিয়ে, তার লেখনী নড়িয়ে কেহ কোন কার্য্য করতে পারে না।"

"না পারুক, তবু অন্তিমে তাঁকে দেখ্‌তে পেতুম। তাঁর পদধূলি থেকে,—তাঁর আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হতুম না।"

ক্রোধে অধর দংশন করিয়া অমরপ্রসাদ পুনরপি কহিল,—"পুত্র আমি, আমারই সম্মুখে সে পিতাকে বেত্রাঘাত করেছে, পিতার অঙ্গ হতে রুধির ধারা বেরিয়েছে, আমি নীরবে তা দেখেছি। এর প্রতিশোধ নেব! হরিনারায়ণের হৃদয়ে এমন আগুন জ্বালাব যার জ্বালায়, সে ছট্‌ফট্‌ করবে—আর্ত্তনাদে জল স্থল ব্যোম কম্পিত করবে। প্রতিশোধই এখন আমার মূল মন্ত্র। যান ঠাকুরদা, আপনার কোন বাক্য,—কোন উপদেশ আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ক'রতে সক্ষম হবে না।"

"শোন অমরপ্রসাদ, এ জগতে ক্ষমার ন্যায় প্রতিশোধ আর নাই।"

প্রবল বাত্যায় নদীবক্ষ বিক্ষোভিত হইল। মাঝিরা চীৎকার রবে তরণী তীরে লাগাইতে লাগিল। দূরে ক্ষুদ্র চারিখানি নৌকা ও বৃহৎ একখানি বজ্‌রা তরঙ্গে ভাসিতেছে—নাচিতেছে। প্রাণপণ যত্নে মাঝিরা নৌকা তীরে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাদের ঐকান্তিক যত্নে ক্ষুদ্র নৌকা চতুষ্টয় তীরে লাগিল। আরোহীরা স্থলে উঠিল, কিন্তু বৃহৎ বজরা খানি কিছুতেই তীরে ভিড়িল না। তার বৃহৎ শরীর, বৃহৎ তরঙ্গাঘাতে কম্পিত, আন্দোলিত হইতে লাগিল। সেই বজরাখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অমরপ্রসাদ অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"তাই কি?"

যাদবলাল তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁ—তাই। ক্ষমার মত প্রতিশোধ আর নাই।"

বজরাখানি তীর সন্নিকটে আসিল। মাঝি মাল্লাদের অনেকটা

আশা ও সাহস বাড়িল, তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে বজ্‌রা তীরে আনিতে চেষ্টা করিল।

সহসা একটা প্রবল ঝাপ্টায় বজ্‌রাখানি উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় উল্টাইবার উপক্রম হইয়া বাঁচিয়া গেল। সে প্রচণ্ড বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এক রমণী বজ্‌রার মধ্য হইতে সেই উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল নদীগর্ভে পতিত হইয়া নিমজ্জিত হইলেন।

মুহূর্তে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল। চীৎকার করিয়া একজন প্রৌঢ় বজ্‌রা হইতে বলিল,—"যে কেহ জলমগ্না কন্যাকে আমার উদ্ধার করিতে পারিবে—তাহাকে লক্ষমুদ্রা দেব,—জমিদারী দেব।"

কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী নদীবক্ষে ঝম্ফপ্রদানে কেহই অগ্রসর হইল না।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটী অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। সকলেই নীরব—নিশ্চল।

কোলাহলে, অমরপ্রসাদের চমক ভাঙ্গিল। ব্যাপার বুঝিয়া মুহূর্তে তিনি গঙ্গা-বক্ষে ঝম্ফ প্রদান করিলেন।

সন্তরণ পটু অমরপ্রসাদ ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—বহু দূরে কৃষ্ণবর্ণ কি একটা ভাসিতেছে। তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া তীরগতিতে অমরপ্রসাদ লক্ষিত স্থানে আসিয়া ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া দেখিলেন—রমণীর কেশগুচ্ছ। কেশগুচ্ছ আকর্ষণে অতি কষ্টে অমরপ্রসাদ তীরে উঠিলেন।

ইতিমধ্যে বজ্‌রা গোটাকতক প্রবল তরঙ্গে সজোরে তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। অমরপ্রসাদকে রমণীসহ তীরে উঠিতে দেখিয়া তীরস্থ সকলে আনন্দের উচ্ছ্বাসে করতালি দিয়া উঠিল।

অমরপ্রসাদ বজ্‌রার আরোহী সন্নিকটে আসিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "পিতৃ-লাঞ্ছনাকারী অত্যাচারী পিশাচ রাজা হরিনারায়ণ! এই আমার প্রতিশোধ।"

এই বলিয়া চৈতন্যহীনা রমণীকে তাঁহার চরণে রক্ষা করিলেন।

সচকিতে হরিনারায়ণ দেখিলেন,—তাঁহার কন্যার উদ্ধার-কর্ত্তা স্বয়ং অমরপ্রসাদ।

আবেগ সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রাজা হরিনারায়ণ বলিলেন, "এত উচ্চ, এত মহৎ তুমি! আগে তোমায় চিনি নাই, বুঝি নাই। এখন বুঝেছি, এখন চিনেছি, বিধাতার প্রতিনিধি তুমি, ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি তুমি। তোমাব মহত্ত্বেব উজ্জ্বল আলোক ছটায় অন্ধকার হৃদয় আমাব আলোকিত ক'রে দিলে। ধন্য, শত ধন্য তুমি, তোমার স্পর্শে মানবও ধন্য।"

অন্যান্য সকলের চেষ্টায় উর্ম্মিলার জ্ঞান সঞ্চার হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরপ্রসাদের কর্ণে হরিনারায়ণের কোন বাক্যই প্রবেশ করিল না। তাঁহার কর্ণে কেবল যাদবলালের বাক্য ধ্বনিত হইতেছিল—"ক্ষমার মত প্রতিশোধ আর নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, "এই পবিত্র পুণ্য মুহূর্ত্তে—মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সর্ব্ব

সমক্ষে আমার অর্দ্ধেক রাজ্যসহ আমার একমাত্র আদরিণী—নয়ন রঞ্জিনী কন্যা উর্ম্মিলাকে তোমার হস্তে প্রদান করলুম। আমার অবর্ত্তমানে তুমিই রাজা।"

হস্তে হস্ত স্থাপিত হইল। উর্ম্মিলার দেহ কণ্টকিত হইল।

অমরপ্রসাদের চমক ভাঙ্গিল। একবার হৃদয় তাঁর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু হরিনারায়ণের অনুতাপপূর্ণ করুণদৃষ্টি সে বিদ্রোহীতাকে দমন করিয়া দিল। অমরপ্রসাদ মস্তক অবনত করিলেন।

সহসা সকলের আনন্দধ্বনি মথিত করিয়া বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল। সকলে নিস্পন্দ নির্ব্বাক ভাবে দেখিল, রাজা হরিনারায়ণ রক্তাক্ত দেহে ভূলুণ্ঠিত। আর তাঁহার পার্শ্বে তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে, স্খলিতবেশা, মুক্তকেশা এক রমণী দণ্ডায়মানা।

ক্ষণিক হরিনারায়ণের প্রতি চাহিয়া রমণী অট্টহাস্য করিয়া বলিল,—"হাঃ—হাঃ—হাঃ কেমন? কর—কর—রমণীর উপর অত্যাচার কর। বহুদিন হতে—যেদিন—মনে পড়ে, সেদিনের—কথা, যেদিন দস্যুর মতন আমায় পিতামাতার স্নেহের-কোল হ'তে, সমাজের কোমল ছায়াতল হতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে—কৌস্তভমণি অপেক্ষা মূল্যবান আমার অমূল্য রত্ন অপহরণ কর, —সেইদিন রাজা, সেইদিন থেকে তোমাকে হত্যা করবো ব'লে, তোমার হৃদয়ের রক্তে হস্তরঞ্জিত করবো বলে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সুযোগ পাইনি, অনেক কষ্টে আজ পেয়েছি,। হাঃ—হাঃ—হাঃ আজ পূর্ণ আমার প্রতিশোধ।"

মুমূর্ষু হরিনারায়ণের বক্ষঃ কাঁপিয়া উঠিল! চিনিলেন,—সে তাঁহারই কর্ত্তৃক ধর্ম্মহারা গৃহস্থললনা—সুন্দরা।

আঘাত গুরুতর। হরিনারায়ণ অচিরে অনন্ত পথে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হইল দেখিয়া সুন্দরা পুনরায় উচ্চ হাস্যে উচ্চকণ্ঠে বলিল,—হাঃ—হাঃ—হাঃ, পূর্ণ আমার প্রতিশোধ,—পূর্ণ আমার প্রতিশোধ!”

এই বলিতে বলিতে নদীবক্ষে সুন্দরা ঝাঁপাইয়া পড়িল। সকলে সভয়ে শুনিল নদীবক্ষ হইতে যেন ধ্বনিত হইতেছে—

হাঃ—হাঃ—হাঃ, পূর্ণ আমার প্রতিশোধ। পূর্ণ আমার প্রতিশোধ॥

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মণিময় আসনে, মণিময় ভূষণে, মণিময় রাজদণ্ড ধারণে মহিমান্বিত মহত্ত্ব-বীরত্ব-বিমণ্ডিত মধ্যাহ্ন-ভাস্করসম বীর্য্যবান, জগদীশ্বর নামে অভিহিত প্রশান্ত মূর্ত্তি ভারতেশ্বর আকবর সাহ উপবিষ্ট।

অপূর্ব্ব সে দরবার গৃহ। অপূর্ব্ব গঠন, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার। নয়ন বিভ্রমকারী হৃদয় স্তম্ভিতকর সে দরবার গৃহ ইন্দ্র সভাকে সগর্ব্বে উপহাস করিতেছিল।

স্তম্ভে স্তম্ভে নক্ষত্র লাঞ্ছিত অতুল্য অমূল্য রত্নরাজি, ভিত্তিগাত্রে গাত্রে প্রকৃতি সৌন্দর্য্য অপহরণকারী তৈলচিত্র, স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে নন্দন আহরিত সুরভিত কুসুম মালা। সিংহাসনের সোপানে সোপানে উজ্জ্বল প্রস্তর চমকিত। কুবেরের ঐশ্বর্য্য বিনিময়ে বুঝি সে দরবার গৃহ বিনির্ম্মিত। হৈম সিংহাসন বেষ্টিয়া রক্ষকেরা দণ্ডায়মান। সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে— অমাত্যবর্গ সভয় অন্তরে উপবিষ্ট। বাম পার্শ্বে রাজা টোডরমল্ল, রাজা মানসিংহ, হোসেনকুলী খাঁ, আলম খাঁ প্রভৃতি মহারথী শূরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ শঙ্কাকুল হৃদয়ে উপবিষ্ট। সম্মুখে ওমরাহ

সভাসদ পরিষদ ও রাজন্যবর্গ সচকিত নয়নে ভারতেশ্বরের মুখ-প্রতি চাহিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট। কম্পিত হৃদয়ে কম্পিত চরণে প্রধান সচিব সম্রাট সকাশে আভূমি কুর্ণিশ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রশান্তকণ্ঠে মহামতি আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ সচিব?" পুনরায় কুর্ণিশ করিয়া বৃদ্ধ সচিব সভয়ে সসম্মানে বলিলেন—"জাঁহাপনা, সংবাদ বড় গুরুতর। পাঠান-পতি নবাব দায়ুদ খাঁ কটক হ'তে নব শক্তি সংগ্রহে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অধিকারপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন ব'লে প্রচার করেছে। বঙ্গের রাজন্য ও ভুস্বামী বর্গের নিকট হ'তে বলপূর্ব্বক কর গ্রহণ করছে।"

ভারতেশ্বর ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"স্পর্দ্ধা দেখছি তার ব্যোমস্পর্শী। এ স্পর্দ্ধা তার গুঁড়িয়ে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। পাঠানের সিংহাসন, ভারত বক্ষ হ'তে সমূলে উৎপাটিত করে সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ক'রতে হবে। ধৃষ্টতার এমন প্রতিশোধ নেব, যা দর্শনে মোগলের বিরুদ্ধে কেউ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত উত্তোলিত ক'রতে সাহস ক'রবে না, মোগলের নাম স্মরণে, সভয়ে সকলে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রবে। এবার মোগল সৈন্যে বাংলা প্লাবিত করবো; সে প্লাবনে পাঠান শক্তি ভেসে যাবে। যাও সচিব, স্বস্থান গ্রহণ কর।"

কুর্ণিশ করিতে করিতে বিপদোন্মুক্তের ন্যায় সচিব পশ্চাতে হটিয়া নিজ আসন অধিকার করিলেন।

সম্রাট ডাকিলেন,—"সেনাপতি মনাইম খাঁ!"

ত্র্যস্তে তড়িত গতিতে মনাইম খাঁ সম্রাটসকাশে আসিয়া কুর্ণিশ করতঃ বিনম্র শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"দীন দুনিয়ার মালিক, এ গোলামের প্রতি কি আজ্ঞা হয়, আদেশ করুন—দেহের শক্তি সামর্থ্য বিনিয়োগে তা সম্পন্ন করবো।"

"তুমি বীর, প্রকৃত যোদ্ধা; এ দুর্ব্বৃত্ত পাঠান দায়ুদ খাঁর দমনের ভার তোমার প্রতি অর্পণ করলুম। তুমি প্রধান সেনাপতিরূপে পুনরায় বাংলায় যাও। রাজা টোডরমল্ল তোমার সহকারী। এবার যেমন করে যে প্রকারে হোক, সেই গর্ব্বিত পাঠানের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করা চাই। আমি তার রক্তাক্ত কবন্ধ কিম্বা শৃঙ্খলিত দেহ চাই। বঙ্গ বিজয়ী বীর! আশা করি, এ উপঢৌকন প্রদানে আমায় সন্তুষ্ট করতে পরাঙ্মুখ হবে না। যদি উপহার দিতে পার, অতুল পুরস্কার, অতুল সম্মানে তোমায় বিভূষিত করবো; না পার, জেন—মানব বাঞ্ছনীয় শ্রেষ্ঠপদ গৌরব, সব তোমার ডুবে যাবে। যাও।"

সেনাপতি পূর্ব্ববৎ ভাবে পূর্ব্ব স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সম্রাট বুঝিলেন, সেনাপতি মনাইম খাঁর নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে। এই সিদ্ধান্তে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনাইম খাঁ, তোমার কিছু প্রার্থনা আছে?"

কুর্ণিশ করতঃ মনাইম খাঁ বলিলেন "সম্রাট বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। এ অধীনের সম্রাট সকাশে এক সানুনয় আরজী আছে, যদি আদেশ হয়,—অভয় দেন—"

"নিঃশঙ্ক চিত্তে বল সেনাপতি, কি তোমার আরজী !"

"জাহাপনা ! আপনার আদেশ সম্মানে মাথা পেতে নিলুম। কিন্তু সাহান সা, রাজা টোডরমল্লের পরিবর্ত্তে আমি অন্য কোন সেনানীকে সহকারীরূপে প্রার্থনা করি।"

"তার কারণ ?"

"তার কারণ দায়ুদের এই শক্তি সংগ্রহের হেতু রাজা টোডরমল্ল।"

"কিরূপ ?"

"নবাব দায়ুদ খাঁ মোগল শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে বঙ্গের এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা টোডরমল্ল ভূস্বামীর পুরী আক্রমণে পাঠানপতি দায়ুদ খাঁকে করায়ত্ত করেও তাকে মুক্তি দেন। সেই সময়ে আমি উপস্থিত হয়ে পলায়নপর পাঠানরাজকে ধৃত ক'রতে আমার সৈন্যদের প্রতি আদেশ প্রদান করি। রাজা নিজ অধীনস্থ রাজপুত সৈন্যদের নিয়ে আমার আদেশ প্রতিরোধ করেন। তাই দায়ুদ খাঁ পলায়নে সক্ষম হয় ; তাই আজ মোগলের পুনরায় বঙ্গবিজয়ে এই আয়োজন।"

তীক্ষ্ণনয়নে রাজা টোডরমল্লের প্রতি চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে সম্রাট বলিলেন,—"রাজা টোডরমল্ল ! এ সত্য ?"

দেহভারে আসন কাঁপাইয়া সশব্দে বীর-পদ-ক্ষেপে রাজা টোডরমল্ল সম্রাট সমীপে আসিয়া অভিবাদনান্তে উন্নত মস্তকে, উন্নত বক্ষে নির্ভীককণ্ঠে বলিলেন, "সত্য সম্রাট !"

উত্তর শ্রবণে সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইল, রাজার প্রতি

কঠোর আদেশ প্রচারের প্রতীক্ষায় সকলে সম্রাটের মুখ প্রতি চাহিল। দিল্লীশ্বরের বদনে ভাব-বৈলক্ষণ্য কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইল মাত্র। রাজার প্রতি অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিক্ষেপে মহিমাময় সম্রাট বলিলেন— রাজা! তোমায় অসীম প্রভুত্ব, অতুল শক্তি প্রদান করেছি, অগাধ বিশ্বাসরাশি তোমায় অযাচিতভাবে ঢেলে দিয়েছি; কিন্তু আজ একি শুনছি রাজা?"

"সম্রাট! রাজপুত কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না। রাজপুতের শোণিত কখনও বিভিন্নবর্ণ ধারণ করে না, রাজপুতের ললাট বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কে কখনও মলিন হয় না। রাজপুতকে বিশ্বাসঘাতক বলে কেহ কখনও নিস্তার পায় নাই, কিন্তু আমি রাজভক্ত প্রজা, হিন্দুর নিকট রাজা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেবতাস্বরূপ।"

এককালীন সেনানীবর্গের কোষে অস্ত্র-ঝণাৎকার উত্থিত হইল। সকলেই ভাবিল এবার আর রাজার নিস্তার নাই, কিন্তু সম্রাট পূর্ব্ববৎ অচঞ্চল কণ্ঠে বলিলেন "তবে দায়ুদ খাকে মুক্তি দিলে কেন রাজা?"

"কেন দিলুম, সম্রাট, শুনবেন সে কথা? শুনুন তবে সম্রাট। —পরাজিত, পলাইত নবাব প্রাণভয়ে এক রাজপুত ভূস্বামীর বালিকা কন্যার আশ্রয় গ্রহণ করে।—

"বালিকার আশ্রয় নেয়।"

"হাঁ সম্রাট, এক বালিকার আশ্রয় নেয়। বালিকার সৈন্য নেই,

সহায় নেই, কিছু নেই, তথাপি বালিকা আশ্রয় দিলে, আমি বহু সৈন্য নিয়ে বালিকার বাটী আক্রমণ করলেম। বালিকার পিতা রাজা হরিনারায়ণ আমাদের সহায়তার জন্য তখন মুঙ্গেরে,—আমি নবাবকে আমার হস্তে অর্পণ করবার জন্য বালিকাকে ভয় প্রদর্শন করলেম, কিন্তু বৃথা হ'লো—আমি রাজপুত হ'য়ে, যোদ্ধা হ'য়েও সেই অবলা বালিকাকে আক্রমণের আদেশ দিলুম। তেজস্বিনী রাজপুত-নন্দিনীও মুষ্টিমেয় প্রহরীদের প্রতি আমায় বাধা দানের আদেশ দিল। সেই মুষ্টিমেয় প্রহরীরা সকলেই ভূমে লুটাল, তথাপিও, দ্বারপথ কেহই ত্যাগ করলে না। মুক্ত-দ্বার পথে আমি অট্টালিকায় প্রবেশোদ্যত হ'লেম,—এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ালেম।"

"কি দেখলে রাজা?"

"দেখলুম, দ্বারপথে এক রামধনু বর্ণজিনি, আলুলায়িত কুন্তলা, অসিধারিণী মহিমময়ী তেজময়ী মাতৃমূর্ত্তি! দেখলুম;—দেহে তাঁর ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য, নয়নে অনল-প্রবাহ, বদনে সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য! স্বভয়ে আমি পশ্চাতে সরে এলুম। এমন সময়ে দায়ুদ খাঁ অট্টালিকা হ'তে বহির্গত হ'য়ে আমায় আক্রমণ করলেন। ক্ষণিক যুদ্ধান্তে নবাবের অসি আমার আঘাতে দূরে পতিত হ'ল, নবাবকে বন্দী করতে অগ্রসর হলুম,—এমন সময়ে সেই মূর্ত্তি,—সেই মাতৃমূর্ত্তি নবাবের সম্মুখে এসে দাঁড়া'ল—শত ভীতি প্রদর্শনে কিছুতেই সে মূর্ত্তি নড়ল না। দেখলুম;—সেই বালিকাকে হত্যা না ক'রে নবাবকে বন্দী করা অসম্ভব। একে এক নিরাশ্রয়

নিঃসম্বল অসহায় পলায়িত শত্রুকে বন্দী কর্‌তে সসৈন্যে এসেছি, এই দুরপনেয় কলঙ্কের উপর আবার নারী হত্যা কর্‌তে আমার হস্ত উত্তোলিত হলো না। আমি নবাবকে মুক্তি দিলুম। হে গরীয়ান মহীয়ান ভারত-ভাগ্য-বিধাতা, অপরাধী আমি,—যে শাস্তি অভিরুচি প্রদান করুন, নীরবে তা গ্রহণ করবো। কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতার এ গুরু কলঙ্কভার রাজপুতের তুষারধবল শিরে ঢেলে দেবেন না!"

"চমৎকার! রাজা এ তোমার বিশ্বাস-ঘাতকতা নয়,—তোমার মহত্বের উজ্জ্বল আদর্শ—তুমি বন্দীকে মুক্তি দাওনি,—আমার শিরে গৌরবমুকুট পরিয়ে দিয়েছ। তুমি যদি সেই ক্ষুদ্র অসহায়া বালিকাকে হত্যা ক'রে,—নবাবকে বন্দী ক'রতে, তা হ'লে আমার ললাট কলঙ্ক-মসীতে লিপ্ত হতো নারী হন্তারক ব'লে জগৎ আমাকে ঘৃণা কর্‌তো—আমার নামে সকলে ভ্রূকুঞ্চিত কর্‌তো। আর আমি তোমার সেই রমণী শোণিত-লিপ্ত-অসি বলপূর্ব্বক তোমার কোষ হ'তে গ্রহণ করে সেই কলঙ্কময় অসি অগ্নিতে ভস্ম কর্‌তুম।

"রাজা টোডরমল্ল, তুমি মহানুভব—মহাপ্রাণ—এই মহাপ্রাণ-তার পুরস্কার স্বরূপ আমি আজ তোমাকে এক বিশাল জায়গীর প্রদান করলুম,—আর আজ হতে তুমি মহারাজ-টোডরমল্ল। মনাইম খাঁ! বাহুবলে বীর হয় না। বীর সেই—বিপদে আপদে শত্রুকে ক্ষমা কর্‌তে হৃদয় যার উন্মুক্ত। যাও নিজ স্থানে যাও।

অপমাননা লাঞ্ছনার তীব্র কষাঘাতে জ্বালা জর্জ্জরিত হৃদয়ে মনাইম খাঁ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।"

সম্রাট পুনরায় ডাকিলেন, "হোসেন কুলী খাঁ।"

উন্নতকায় সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁ আসিয়া কুর্ণিশ করিলেন।

"সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁ, তুমি প্রভুভক্ত মহাযোদ্ধা, তোমার প্রতি বঙ্গবিজয়ের ভার অর্পণ করলুম। আর মহারাজা টোডরমল্ল তোমার সহকারী।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুইটী বৎসর অতীত।

রাজা হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর দুইটী বৎসর অতীত। সুখ-দুঃখ সংমিশ্রণে দুইটী বৎসর কালের প্রবল নর্ত্তনে অতীতের অঙ্কে মিশিয়া গিয়াছে। উত্থান-পতন জীবন-মরণ দিয়ে নিয়ে চলে গেছে দুইটী বৎসর। অটল নিয়মে কাল-স্রোতে ভেসে গেছে—কোন অজানা—অজ্ঞাত দেশে। সে স্রোতে দিলীপসিংহ গেছেন—যাদবলাল গেছেন—তাঁদের মরণ নিয়ে, নবাব দায়ুদ খাঁকে উত্থানশক্তি দিয়ে দুটী বৎসর অতীতের কোলে মুখ লুকিয়েছে।

একদিন প্রভাতে রাজা অমরপ্রসাদের অট্টালিকার সিংহদ্বারে এক পাঠান অশ্বারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

প্রহরী হাঁকিল "কেও!"

"আমি নবাব দায়ুদ খাঁর দূত। এই কি রাজা অমরপ্রসাদের প্রাসাদ!"

"হাঁ—তুমি কি চাও?"

"তোমাদের রাণীজীর একখানি পত্র আছে।"

"কই দেখি, দাও।"

অশ্বারোহী পত্রখানি প্রহরীর হস্তে প্রদান করিল।

প্রহরী পরিচারিকা দ্বারা রাণীর নিকট প্রেরণ করিল।

রাণী উর্ম্মিলা সুন্দরী দেখিলেন, পত্রাবরণে কোনও নাম নাই, শুধু 'মা' শব্দ লিখিত রহিয়াছে। বিস্মিত অন্তঃকরণে পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন।

মহিমময়ী-কারুণ্যরূপিণী জননী—

আবার তোমার স্মৃতির দ্বারে সমুপস্থিত হইলাম। সন্তান শোকে, দুঃখে, বিপদে, মাতৃনাম স্মরণ করে। আজ আমিও তোমায় স্মরণ করিতেছি। মোগল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য নিয়ে করালবদন-ব্যাদন করে বিশাল বপু দানবের ন্যায় আমায় গ্রাস করতে ছুটে এসেছে। এই যুদ্ধে মোগল পাঠানের ভাগ্য-নির্ণীত হবে। এ মহাসমরে, মহা সঙ্কটে কি হয়—পাঠান-ভাগ্য সাগরের জলে ডুববে, কিম্বা হিমালয় শীর্ষে উন্নীত হয়ে জগতে আলো বিকীর্ণ করবে জানি না। মোগল অসীম বল-শালী, আমি হীনবল—দুর্ব্বল; মোগলের অর্দ্ধেক সৈন্যও আমার নাই। মা—আজ আমার মহা বিপদ, জীবন মরণ সমস্যা।

শক্তিময়ী—তাই আজ সন্তান তোমার শক্তির এক কণা

ভিক্ষা চাহে—তাকে তোমার শুভ-আশিষ বর্ম্মে আবরিত কর, স্নেহ-বরিষণে তাকে স্নাত করে, তার মলিনতা দূর করে দাও। শক্তিকণা দানে তার প্রাণ নব-উৎসাহে—নব-জাগরণে জাগিয়ে তোল।

মা—একদিন তুমি নিজের বিপদ,—মোগলের প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে,—আর আজ আমার এই ঘোর বিপদে কোলে স্থান দেবে না কি? সেদিন বলেছিলে, যদি কখনও বিপদে পতিত হও, জানাইও, সাহায্য করবো। আজ আমার বিপদ—তাই জানালুম—জননী তুমি, সন্তানের প্রতি যথাকর্ত্তব্য করো, তোমার স্বামী রাজা অমরপ্রসাদ বোধ হয়, তাঁর স্বর্গগত প্রভু, এবং শ্বশুর মহাশয়ের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করে, মোগলকেই সাহায্য করবেন—তোমার স্বামী অসীম শক্তিমান, অদ্ভুত তাঁর বীরত্ব—তাই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি—সাহায্য না করেন, অন্ততঃ নিরপেক্ষ ভাবে যেন অবস্থান করেন—এইটুকু ক'রো। অধিক আর কি লিখ্‌বো। আশা করি, মাতার নিকট ছেলের আব্দার নিষ্ফল হবে না। ইতি—

তেমার সন্তান—

দায়ুদ খাঁ।

পত্র পাঠান্তে ক্ষণিক কি চিন্তান্তে রাণী ঊর্ম্মিলা সুন্দরী লেখনী গ্রহণে পত্রোত্তরে লিখিলেন,—

স্নেহভাজন পুত্র!

তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি যে এই দীনা-জননীকে

বিস্মৃত হও নাই,—ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব,—যতদূর সাধ্য তোমার সাহায্যার্থে তাহা করিব। জেন পুত্র, রাজপুত ললনা কখনও শপথের কথা বিস্মৃত হয় না,—শপথ ভঙ্গও করে না। তুমি নিশ্চিন্ত থেক, সময়মত আমার সাহায্য পাবে।

স্বামী এখন আমার দুর্গে— তোমার কথামত তাঁকে অনুরোধ করবো, তবে আমি তাঁর পদসেবার অধিকারিণী মাত্র, তাঁকে বাধ্য কর্‌বার অধিকার তো আমার নাই! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বীরত্ব দর্শনে শত্রু-মিত্র চমৎকৃত হউক;—ইতিহাস সগর্ব্বে তোমার বীরত্ব মণ্ডিত নাম বক্ষে ধারণ ক'রে— গৌরবান্বিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার মা।

পত্র শেষে—পত্রাবরণোপরি শিরোনামের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ লিখিলেন "পুত্র।"

তারপর পরিচারিকাকে আহ্বান পূর্ব্বক পাঠান-অশ্বারোহীকে পত্র প্রদানার্থে তাহার হস্তে লিপি প্রদান করিলেন।

যথা নিয়মে সে লিপি পাঠান দূতের হস্তে পৌঁছিল। পত্র প্রাপ্তি মাত্রে দূতও অশ্ব ছুটাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্গ হইতে অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেই এক অশ্বারোহী আসিয়া রাজা—অমরপ্রসাদের গতি রোধ করিল।

বিরক্তি ভরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন মোগল-সৈনিক।"

"তা তো দেখ্‌ছি, কিন্তু তোমার পরিচয়?"

"আমি প্রবল-প্রতাপ ভারতেশ্বর আকবর সাহের বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার প্রধান সেনাপতি আলী মহম্মদ-হোসেন কুলী খাঁর অনুচর।"

"তা এখানে কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন আপনাকে।"

"অতি বিস্ময়ে অমরপ্রসাদ বলিলেন, "আমাকে?"

"হাঁ—আপনাকে।"

"প্রয়োজনটা কি শুনি?"

"মোগল সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁ আপনার সাহায্য-প্রার্থী। আপনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন ক'র্‌বেন তাই জান্‌তে আমায় প্রেরণ করেছেন। এখন বলুন,—কি আপনার অভিপ্রায়।"

"যদি পাঠানের পক্ষ অবলম্বন করি?"

"তা'হলে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই আপনার প্রাসাদ, আপনার এই দুর্গ—এই মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিত হবে।"

রাজার বদন আরক্তিম হইয়া উঠিল। আত্মদমনে ধীর কণ্ঠে

বলিলেন, "রাজপুতকে ভয় দেখিয়োনা মোগল। রাজপুতের জীবনে, রাজপুতের কার্য্যে, শঙ্কার স্থান নেই। যাও,—তোমার প্রভুকে বলগে—আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলুম, তবে মোগলের প্রতাপ দেখে নয়, আমার স্বর্গগত প্রভুর পদাঙ্কানুসারণে তাঁর পক্ষে যোগদান ক'রলুম। পূর্ব্ব হতেই সেজন্য সৈন্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছি—কাল সসৈন্যে শিবিরে উপস্থিত হবো। যাও—

উভয় অশ্ব উভয় দিকে চালিত হইল।

রাণী উর্ম্মিলা সুন্দরী তখন দ্বিতলোপরি এক মুক্ত বাতায়ন পথে দণ্ডায়মান হইয়া দূরস্থিত নদীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রাণী বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে শোভিতা, শ্বেত-স্বর্ণখচিত বস্ত্র তাঁর পরিধানে,—দক্ষিণ পদ ঈষৎ অগ্রে সংস্থাপিত—কেশরাশি পৃষ্ঠে দোদুল্যমান। অতি সুন্দর সে মূর্ত্তি! সন্ধ্যার রক্তিম-বরণী মৃদুল-গামিনী—সঙ্গীতমুখরা তটশালিনী তরঙ্গিনীর ন্যায় সে রূপ নয়ন-মনোহারিণী। সুদীর্ঘ কেশরাশি দূরস্থিত নীলাকাশে অঙ্কিত শৈলশ্রেণীর মত,—নিদাঘের নিবিড় নীরদমালার মত ঘন কৃষ্ণ। অমল-কমল-নয়ন-যুগল তারকার মত সমুজ্জ্বল, সুচারু বদন তাঁর বসন্ত কুসুমরাশির মত সৌন্দর্য্যময়ী, শরতের পূর্ণশশীর ন্যায় দীপ্তিময়ী।

প্রভাতের মত সুন্দর, মলয় সমীরের মত স্নিগ্ধ, গঙ্গাজলের মত পবিত্র—ললিত-সরল-বিমল হাস্য তাঁর অধর প্রান্তে শত শশী-রশ্মির মত লিপ্ত। নীল নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল মেঘখণ্ডের মত —সরোবর সলিলে ঠিক কমলের ন্যায় পবিত্র, মহিমামণ্ডিত সে

মুখ-পদ্ম। সুন্দর সুঠাম দেহের গঠন, জগৎ মনোহর অতি মনোরম।

জগৎ-সবিতা যেমন গাছের মাথা, সাগর হৃদয়, আকাশের কোল নিজের রক্তিম আভায় রঞ্জিত করিয়া পৃথিবীর অন্ধকার মুক্ত করিয়া দীপ্ত উজ্জ্বল মোহনমূর্ত্তিতে নভস্তলে উদিত হন,—রাণীরও বদন যেন পাপীর হৃদয় আলোকিত করিতে—তেমনি উজ্জ্বল—তেমনি দীপ্ত।

নিঃশব্দে রাজা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে অনুপম স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নীরবে কিছুক্ষণ উপভোগ করিয়া প্রেমাবেগ পূরিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "উর্ম্মিলা!"

চমকিত চিত্তে পশ্চাতে চাহিয়া রাণী দেখিলেন,—তাঁহার ঈপ্সিত, হৃদয়দেবতা রাজা দণ্ডায়মান। লাজ-রঞ্জিত-বদনে,—সলজ্জ কণ্ঠে রাণী বলিলেন, "চোরের মত চুপটী ক'রে নিঃশব্দে নির্ব্বাকে কি দেখ্‌ছিলে প্রভু?"

"কি দেখ্‌ছিলুম? দেখ্‌ছিলুম—সুধাকর-কর লেপিত সুধাময় অমল-কমল-বদন,—দেখ্‌ছিলুম—রজত-নবেন্দু ছটার ন্যায় সমুজ্জল-হীরক-নিন্দিত আভাময়ী কুসুমবৎ নয়ন যুগল, দেখ্‌ছিলুম,—কানন-বল্লরীর মত শোভাময়ী—এলায়িত কেশরাশি, দেখ্‌ছিলুম—হেম-মালা বেষ্টিত মন-বিনোদিনী—সৌন্দর্য্য! উর্ম্মিলা, তুমি যেন স্বর্গের একটা ঝঙ্কার—একটা মধুর লাস্য—মর্ত্তের বুকে ছড়িয়ে পড়েছো। যেন বিশ্বের সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির হাসি। যেন—পবিত্রতায়, সরলতায়, সজীব আলেখ্য! শত ধন্য আমি, শত

সৌভাগ্য আমার, তাই তোমার ন্যায় সৌন্দর্য্য কোহিনুর হৃদয়ে ধারণে সক্ষম হয়েছি।”

স্বামীর মুখে প্রশংসার রূপের প্রশংসায়—বাত্যাহতা লতার ন্যায় উর্ম্মিলার নয়ন বদন অবনত হইয়া পড়িল। লাজ-জড়িত-ধীর-মৃদু কণ্ঠে রাণী বলিলেন, “আমি তোমার দাসী,—শুধু দাসী,—এই আমার গৌরব।”

প্রেম বাহু প্রসারণে রাণীকে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রক্তিম-গণ্ডে প্রেমচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া, সোহাগ—আনন্দ,—প্রেম-প্রীতি-উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “তুমি দাসী নও উর্ম্মিলা, তুমি আমার এই বিশাল হৃদয়-রাজ্যের অধিশ্বরী। প্রেমালিঙ্গনে—প্রেম-চুম্বনে রাণীর দেহ রোমাঞ্চিত—কণ্টকিত হইয়া উঠিল, উভয়েই বিভোর বিহ্বল হইয়া সে সুখ অনুভূতির নির্ম্মল-বিমল স্পর্শে আত্মহারা হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে রাণী নিজেকে রাজার বাহুপাশ মুক্ত করিয়া প্রেম কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “প্রভুর চরণে দাসীর একটী প্রার্থনা আছে।”

কৃত্রিম ক্রোধে রাজা বলিলেন, “আমি যখন তোমার প্রভু, তখন তুমি কোন্ অধিকারে, আমার প্রেমের বন্ধন হ'তে নিজেকে স্বেচ্ছায় মুক্ত ক'রে সরে দাঁড়ালে? আগে আমি এর কৈফিয়ৎ চাই, তারপর তোমার প্রার্থনা শুন্‌বো।”

প্রেমাবেগ-পরিপূরিত চিত্তে উদ্বেলিত কণ্ঠে হাস্যাননে রাণী বলিলেন, “সেজন্য অপরাধিনী আমি, প্রভুর বিচারে যে দণ্ড হয়, তা গ্রহণে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

"অপরাধিনীর হস্তে শৃঙ্খল থাকা উচিত,—আগে তোমায় শৃঙ্খলিত করি,—তারপর বিচার করবো।"

এই বলিয়া রাজা গৃহ বিলম্বিত একগাছি পুষ্পমালা লইয়া রাণীর পুষ্প-কোমল হস্তদ্বয় আবদ্ধ করিলেন,—সে পুষ্প-অঙ্গ স্পর্শে কুসুম-মালার যেন সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া রাজা বলিলেন, "বন্দিনী, এইবার বক্তব্য বল।"

"বক্তব্য এই, অপরাধি তার কৃত অপরাধের জন্য যুক্তকরে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাচ্ছে। বিচারক মশাই, বন্দিনীকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়।"

"আচ্ছা, এবার এই প্রথম অপরাধ ব'লে তোমায় মার্জ্জনা ক'রলুম; কিন্তু ভবিষ্যতে যেন এ অপরাধ না হয়।"

মৃদুহাস্যে রাণী বলিলেন "যে আজ্ঞে, জাঁহাপনা।"

রাজা রাণীর হস্ত হ'তে পুষ্পমাল্য গ্রহণে বলিলেন, যাও বন্দিনী, তুমি মুক্ত, এইবার তোমার প্রার্থনা বল।"

"এ মোগল-পাঠানের মহাযুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করছো?"

"এ প্রশ্ন কেন রাণী?"

"কারণ না থাক্‌লে প্রশ্ন হয় না। প্রভু, যদি কোন পক্ষ অবলম্বন ক'রে না থাকো, তবে পাঠানের সাহায্য কর।"

"পাঠান তোমার কে?"

"পাঠান আমার সন্তান, প্রিয়তম দাসীর সবিনয় অনুরোধ

তুমি নিরপেক্ষ থাক,—আর না হয় পাঠান পক্ষে অস্ত্রধারণ কর।"

"তা হয় না, প্রেয়সী। আমার স্বর্গীয় প্রভুর পদাঙ্কানুসরণই করবো, বিশেষতঃ আমি মোগলকে বাক্যদান ক'রেছি।"

"বাক্যদান করেছো? তবে কি হবে স্বামী, আমিও পাঠানকে সাহায্য ক'রতে সত্যে বদ্ধ হ'য়েছি। তবে কি হবে!"

"এর জন্য এত কাতরা কেন প্রিয়তমে? রাজপুতের বাক্যই সত্য। রাজপুতের সত্য—হিমাদ্রি শিখরের ন্যায় উন্নত, অটল, শত বজ্রাঘাতে তা নড়ে না আশ্রিত রক্ষাই রাজপুতের কর্ত্তব্য চন্দ্র-সূর্য্য বিচলিত হ'তে পারে, তথাপিও রাজপুতের কর্ত্তব্য বিচলিত হয় না—তুমি সেই রাজপুত-নন্দিনী, রাজপুতের সহধর্ম্মিণী, কর্ত্তব্যের জন্য জগজ্জননী তাঁর ভক্ত বধে দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করেছিলেন,—সেই কর্ত্তব্য তুমিও পালন কর, বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হও, রাজপুত-ললনার গৌরব-রশ্মিতে জগত আলোকিত কর। সেই আলোক দর্শনে আমিও নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি। আমি তোমায় কিছুমাত্র সাহায্য করবো না, স্ত্রীর জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে অনন্ত নিরয়, অনন্ত কলঙ্ক বহন করবো না।

"—কর্ত্তব্যের কার্য্য সম্পাদনে আশ্রিত রক্ষার জন্য অগ্রসর হও, শক্তিময়ী! আর কিছু না পার,—তোমার সন্তান দায়ূদ খাঁর জন্য কায়মনে ঈশ্বরারাধনা কর। তা হলে যদি বাঁচি, আজীবন তোমার গরিমা বুকে নিয়ে, তোমার দেবী মূর্ত্তি নয়ন সম্মুখে স্থাপন করে পূজা ক'রবো, যদি মরি,—প্রার্থনা ক'রে মরবো—যেন জন্মান্তরে তোমাকেই অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে লাভ করি।"

"স্বামি! তবে আশীর্ব্বাদ কর,—আশ্রিতরক্ষণে যেন সক্ষম হই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন রাজপুত ললনার কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট না হই।"

"আশীর্ব্বাদ করি, কর্ত্তব্য পালনে রাজপুত ললনার আদর্শ-স্থানীয়া হও।"

রাণী সভক্তি অন্তরে রাজার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুন্দর পুষ্পোদ্যান। চিত্ত চমকপ্রদ, হৃদয়রঞ্জন, নয়নাভিরাম। চারিদিক—কুঞ্জ গুঞ্জ লতা পাতায় সজ্জিত, কৃত্রিম উৎসে, কৃত্রিম প্রস্রবণে, কৃত্রিম পর্ব্বতে মর্ম্মর মূর্ত্তিতে সুশোভিত। চারিদিকে ফুলবালারা যৌবনভরে নৃত্যময়ী—সুন্দর সে দৃশ্য! আর সেই সব সৌন্দর্য্য ম্লান করিয়া অসংখ্য পুষ্পরাশির মধ্যে পুষ্পরাণীর ন্যায় শোভমানা—মর্ম্মর বেদীকার উপর বসিয়া এক তরুণী। তরুণী আপন মনে বলিতেছিলেন "একদিন একবার মাত্র তাঁরে দেখেছিলুম, কিন্তু এখনও সে মূর্ত্তি সে রূপ ভুলতে পাচ্ছি নি। কি সে মধুর মোহন মূর্ত্তি, কি সে উজ্জল-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, কি বীরত্বব্যঞ্জক, তেজোদ্ভাষিত বদন। যেন একটা পুণ্যের দীপ্তি, একটা পবিত্রতার ভাতি, একটা সূর্য্যের জ্যোতিঃ। সে জ্যোতিঃ, সে রূপ, সে মূর্ত্তি এখনও যেন নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত

হচ্ছে। সে মহত্ত্ব, সে উদারতা মানুষের নয়। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে যখন আমায় উদ্ধার করলেন, তখন মনে হলো, যেন কোনও দেবতা আমার উদ্ধারে মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হ'য়েছেন। আহা, কি সে মধুর কণ্ঠস্বর! আজিও যেন সে স্বর কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে! নাম শুনলুম অমর প্রসাদ। নাম সুন্দর, কার্য্য সুন্দর, হৃদয় সুন্দর। যাদুকরের ন্যায় এক মুহূর্ত্তে আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্লে! সেদিন হৃদয়ে তার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে দিয়ে গেছে, কই শত চেষ্টাতেও ত সে মূর্ত্তি মুছে ফেল্‌তে পারছি না, সে নাম ত ভুলতে পার্‌ছি না! ইচ্ছে হয় ঐ মধুর নাম দিবানিশি জপ করি, সাধ হয়, ঐ মূর্ত্তি নিত্য পূজা করি। আর কি সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাব না? আর কি সে কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাব না? আর একবার এস। করুণা ছড়িয়ে, করুণার হাসি হেসে, করুণার ধারা অঙ্গে মেখে, আর একবার এস প্রেমময় দেবতা। অমল-ধবল রূপ নিয়ে, কমল নয়নে তরুণ হাসি নিয়ে, উদারহৃদয়ে মহিমার কিরণ নিয়ে এস এস দেবতা।" বলিতে বলিতে সে কুসুম কোমল তনুখানি কঠিন প্রস্তর বেদীকায় লুটাইয়া পড়িল।

তরুণী রংমহালের বিখ্যাত ধনী রুদ্রপতির কন্যা—শোভনা।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সুনীল আকাশে অমল ধবল পাল তুলিয়া শ্যামল ধরণীর বুকে রজত তরঙ্গ. স্তরে স্তরে ঢালিয়া তৃণদলের মাথায় মুক্তাবিন্দু ছড়াইয়া পুষ্পকুমারীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া, তটিনী হৃদয়-দর্পণে নিজের রজতময়ী হাস্যময়ী শুভ্র

স্বচ্ছ কমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে কণ্ঠে তারা-হার পরিয়া ধরণীকে কুসুম ভূষণে ভূষিত করিয়া চঞ্চল দুষ্ট চাঁদ আকাশে মিটি মিটি হাসিতেছিল।

এমন সময়ে এক সুন্দরী কিশোরী ধীরে ধীরে বেদীকার নিকট আসিয়া বিহগ কাকলীবৎ কণ্ঠে ডাকিল "সখী শোভনা!"

ধীরে ধীরে উঠিয়া ধীবকণ্ঠে শোভনা জিজ্ঞাসিলেন, "কে, সখী কামনা?"

"হাঁ—বোন,—আমি কামনা। কিন্তু তোমায় আজ এত বিশুষ্ক, বিবর্ণ দেখ্‌ছি কেন?"

কাতরকণ্ঠে কামনার কণ্ঠালিঙ্গনে শোভনা বলিলেন, "ভগিনি! আমার সব গেছে।"

"কি সব গেছে?"

"আমার হৃদয়—মন-প্রাণ, আমার আমোদ—আহ্লাদ—সুখ-শান্তি আমার নয়নের আলো, হৃদয়ের তরঙ্গ,—জীবনের সর্ব্বস্ব—সব গেছে।"

"সব গেল কিসে?"

"কিসে শুনবে? শোন,—আজ তোমায় বলি; আর গোপন রাখবো না, আর গোপন রাখ্‌তেও পাচ্ছি না, হৃদয় জ্বলে-পুড়ে ক্ষার হ'য়ে যাচ্ছে। (অপরের নিকট হৃদয়ের কথা বল্‌লে আকুল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়—হৃদয়ের দুর্ব্বহ ভার অনেকটা লাঘব হয়।) তাই আজ তোমায় বল্‌বো। শোন বোন,—যেদিন দস্যু কবলে পড়ি—যেদিন দস্যু—আমার নারীর গৌরবে পদাঘাত

করতে উদ্যত হয়—সেই দিন সেই সময়ে অগ্নির ন্যায় তেজশালী এক বীর পুরুষ এসে আমায় দস্যুর কবল হ'তে উদ্ধার করেন,—কি সুন্দর—কত সুন্দর সে মূর্ত্তি, তা' বলবার, বোঝাবার ভাষা নেই,—সে শুধু অনুভূতির। কি সে বীরত্ব—কি বিদ্যুৎ প্রভাসম অসি চালনা! তা না দেখলে বোঝান যায় না। একা তিনজন সশস্ত্র দস্যুকে পরাজিত করে আমায় উদ্ধার ক'রলেন। কি সে কণ্ঠস্বর! জগতের সমস্ত বাদ্যরব যেন সে কণ্ঠস্বরে নিহিত।—

—আমার গর্ব্ব ছিল যে আমি অতুল্যা রূপসী; হেন পুরুষ জগতে নেই, থাকতে পারে না—যে আমার যৌবন ভরা, অনন্ত সুষমাভরা রূপে আকৃষ্ট না হয়, কিন্তু সে দিন আমার সে গর্ব্ব—সে ধারণা ভেঙ্গে চুর হয়ে গেল। আমার প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিক্ষেপে সেই দেবতা নয়ন নত ক'রলেন। আমি লুকিয়ে তাঁকে দেখছিলুম। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর আমার প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। পিতা উপকারের বিনিময়ে বহু ঐশ্বর্য্য প্রদানে অভিলাষ জানালেন। যুবক সেই অগাধ ঐশ্বর্য্য উপেক্ষায় ত্যাগ করলেন। আমি মুগ্ধ হলেম,—ভাবলুম দেবতা। দেবতা আর কাকে বলে, এই দেবতা। মুগ্ধ হৃদয়ে আমি আমার জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে অজানিত ভাবে ডালি দিলুম।"

"তা বেশ করেছ,—সে চোর কে বল—ধরে নিয়ে এসে হাজির করি।"

"সে বড় সামান্য চোর নয়, স্বেচ্ছায় সে চোর ধরা না দিলে পৃথিবীর রূপরাশির বিনিময়ে তাকে কেউ ধৃত ক'রতে পারবে না।

সে চোর নয়,—বিধাতার মহত্তের ধারা; সে মানুষ নয়—সংযমের সজীব প্রতিমূর্ত্তি।"

"তা হোক্ দেবতা। দেবতারও একটা নাম ধাম আছে। তোমার এ দেবতাটীর নাম কি সখি?"

"তাঁর নাম—তাঁর নাম অমর প্রসাদ,—ছিলেন রাজা হরিনারায়ণের সর্দ্দার, এখন নিজের গুণরাজিতে হরিনারায়ণের একমাত্র কন্যা ও সুবৃহৎ জায়গীর লাভে রাজা হয়েছেন।"

"কি রকম? সর্দ্দার থেকে একেবারে রাজা—ব্যাপারটা কি শুনি?

"সে অতি গৌরবময় গাথা—অতি মহিমাপূর্ণ কাহিনী। সবিস্তারে বলি শোন;—সবিস্তারে না বল্লে সে হৃদয়ে যে স্তরে স্তরে কত গুণ সজ্জিত, তা প্রণিধান ক'রতে পারবে না।"

তখন শোভনা পিতার সহিত সেই মুঙ্গের যাত্রার কথা, পথে দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার কথা, দস্যুকর্ত্তৃক লাঞ্ছনার কথা, শেষে নারীর যা সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ, সেই বিপদের কথা, ধর্ম্মরক্ষার্থ নিজ আত্মহত্যার চেষ্টার কথা, দস্যুর চতুরতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কথা—আর ঠিক সেই সঙ্কট সময়ে সহসা দৈব-প্রেরিতের মত অমরপ্রসাদের আগমনের কথা—একে একে সমস্ত বিবৃত করিলেন। আরও বলিলেন, অমরপ্রসাদের শৌর্য্যের কথা—তিনি কেমন করিয়া একা—অন্যান্য সহায়ে—তিন তিনজন প্রবল দস্যুকে নির্জ্জিত করিলেন। বলিলেন, অমরপ্রসাদের রূপের কথা—কত সুন্দর সে দেবতুল্য মনোহর বপু। যখন

দস্যু দলন করিয়া তাহার শিবিকার সমীপে আসিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিয়াছিলেন তখন তারকারি মূর্ত্তিমান স্কন্দ বীরের মত কেমন তাঁহাকে দেখাইয়াছিল। বলিলেন, অমরপ্রসাদের গুণের কথা—কি সে দেবদুর্লভ চরিত্র! কত উদার—কত মহৎ। পিতা তাঁর যখন তাঁহাকে সাধু কার্য্যের পুরস্কার প্রদানের কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি "রাজপুত কখন উপকার বিক্রয় করে না।" বলিয়া কি উচ্চতার পরিচয়, কি বীরহৃদয়ের পরিচয়ই দিয়াছিলেন। আবার সেই হৃদয়ে অন্যান্য সাধারণ বিনয় ও সরলতা কেমন করিয়া কঠিনে কোমলে একাধারে মিশাইয়া রাখিয়াছে—তাহা তাঁহার সেই—"সঙ্গে যদি যাই ত সে কেবল আপনাদের স্নেহ প্রীতি লাভের আশাতেই যাব" এই এক উক্তিতেই কেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলিলেন। তারপর বলিলেন আপন দুঃখের কাহিনী—কেমন করিয়া হৃদয় তার সে রূপের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইল, "বহ্নিমুখ বিবিক্ষু পতঙ্গে"র মত কেমন করিয়া মন তার সেই রূপশিখায় আপনাকে আহুতি দিতে নিরন্তর আকুলি-বিকুলি করিতেছে—সব কথা একে একে আজ হৃদয় খুলিয়া সেই সুখ-দুঃখভাগিনী সখীর নিকট শোভনা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কামনা নিস্পন্দভাবে সমস্ত শুনিল। বলিল, "ভগিনি! আমায় ক্ষমা করো। না জেনে আমি শ্লেষ করেছি—এখন বোধ হচ্ছে—তিনি সত্যই দেবতা। ইচ্ছা হচ্ছে, ছুটে গিয়ে একবার তাঁকে দেখে আসি।

শোভনা পুনরপি কহিলেন, "এইখানেই শেষ নয় সখি! সামান্য সর্দ্দার হ'তে তিনি যে মহত্ত্বের পুরস্কারে রাজ্য লাভ ক'রেছিলেন, তাহা বলি শোন।" এই বলিয়া শোভনা, রাজা হরিনারায়ণের অবিচারের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ দিলীপের সাজার কথা, অমরপ্রসাদের অতুলনীয় পিতৃভক্তির কথা, পিতার অবমাননা নিবারণ করিতে গিয়া স্বয়ং বেত্রাহত হওয়ার কথা—রাজকুমারীর অনুগ্রহে মুক্তি লাভের কথা—পরন্তু পিতার মুক্তি না হওয়াতে স্বেচ্ছায় কারাগার গমনের কথা—পিতার অনুরোধে জননীর জীবনরক্ষা কল্পে কারাগার ত্যাগ করিয়া গৃহে আগমনের কথা, ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা—আর তারপর জননীর শ্মশান সন্নিধানে দাঁড়াইয়া বিপন্ন রাজা হরিনারায়ণের প্রতি সেই অভুক্ত প্রতিহিংসা সাধনের কথা—রাজ্য লাভের কথা, ঊর্ম্মিলা লাভের কথা—একে একে সমস্ত বলিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অতিমাত্র বিস্ময়ে কামনা কহিল, "সত্য—ভগিনী—এমন কখন দেখিনি, শুনিনি। সত্যই রাজা—অমরপ্রসাদ বিধাতার উচ্চ গরিমা, মানবের ভূষণ—দুনিয়ার আদর্শ।"

শোভনা কহিলেন, "তা না হলে সখি! আমি দুঃখ যে কাকে বলে, চিন্তা যে কার নাম, জানতুম না। যে বদন সতত হাস্য-রঞ্জিত ছিল, যে হৃদয় তটিনীর মত চঞ্চল—আবেগময়ী উচ্ছ্বাসময়ী ছিল, সেই হৃদয় আজ গাম্ভীর্য্যে ধীর, চিন্তায় শুষ্ক হয়ে যায়!

"ভেবেছিলুম,—ফুলের মত ফুটে থাক্‌বো—ফুলের মত হেলে ছলে বেড়াব, তারপর ফুলের মত সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে সৌরভ বিলিয়ে ফুলেরই মত চলে যাব। ভেবেছিলুম, জীবনে কখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো না, কখনও পুরুষকে হৃদয় দান করবো না,—এখন আমার সেই গর্ব্বিত হৃদয়—পুরুষের উপাসিকা, পুরুষের সেবিকা!

"ভেবেছিলুম—পুরুষ রমণী হস্তের যন্ত্র-চালিত পুতুল—রমণীর কথায় ওঠে,—রমণীর কথায় বসে। রমণীর জন্য কর্ত্তব্য, বিবেক সব বিসর্জ্জন দেয়—কিন্তু যেদিন থেকে তাঁকে দেখেছি, সেইদিন আমার সে ভ্রান্তি দূর হয়েছে। সখি, আমার সব গর্ব্ব—সব অহঙ্কার—তাঁর উজ্জ্বল আলোক ছটায় গলে গিয়ে প্রেমে পরিণত হয়েছে।"

অতুল বৈভবের এখন আমি অধিকারিণী,—অসংখ্য দাস দাসী আমার মনস্তুষ্টির জন্য, সদা ব্যস্ত, বহুমূল্য বসন ভূষণ আমার, কিছুরই তো অভাব নেই,—কিন্তু শান্তি নেই, কিছুতেই সুখ নেই। সখি, কেন এমন হলো?" যাঁকে পাব না, পাবার নয়,—যিনি অপরের বন্ধনে আবদ্ধ, তাঁর জন্য হৃদয় কেন এত পাগল, মন কেন তাঁকেই চায়? একি অসম্ভব ছুরাশা আমার!"

"সখি, ভালবাসার নিয়মই এই। এই জন্যই কবিরা ভালবাসাকে অন্ধ বলিয়া থাকেন। (ভালবাসা পাত্রাপাত্র দেখে না, জাতিভেদ মানে না, কোন বিঘ্ন কোন কথা শোনে না।

অন্ধের মত সাগরগামিনী দুকুলপ্লাবিনী পাগলিনী তরঙ্গিণীর মত শুধু প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রার্থিত দেবতার চরণোদ্দেশ্যে ছুটে যায়। বোন! ভালবাসা স্বর্গীয় বস্তু, ভালবাসা নিষ্কাম, শুধু দিতে চায় নিতে চায় না। ভালবাসা মানুষকে মহৎ হতে মহত্তর করে দেয়।) যদি সেই রকম ভালবাস্তে পার,—তা হলে বোন, এর প্রতিদান একদিন পাবেই পাবে। অন্তরে তাঁর মূর্ত্তি স্থাপন করে, তাঁর কার্য্যে তাঁর উদ্দেশে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর, দেখবে,তাতে কত সুখ, কত শান্তি,—কত আনন্দ, কত তৃপ্তি।"

সহচরীর কণ্ঠালিঙ্গনে শোভনা বলিলেন—"তুই ঠিক ব'লেছিস, আমার রুদ্ধ নয়ন উন্মুক্ত করে দিয়েছিস—আমায় পথ দেখিয়ে দিলি। মানুষ যেমন বিধাতাকে সব উৎসর্গ করে পূজা করে, তেমনি আজ থেকে আমি তাঁকে সব উৎসর্গ করে তাঁর পূজা করবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোগল-পাঠানে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ভৈরব বিষাণ জিনি ভেরী নাদে, কম্বুনাদ সম মথিত বীরের হুঙ্কারে,—সাগর গর্জ্জন মথিতকারী সৈন্যগণের উৎসাহ কোলাহলে চরাচর প্রকম্পিত হইল,—যেন বিশ্বের সমস্ত কোলাহল ডুবাইয়া দিল।

যুদ্ধ চলিল—প্রলয় সংঘটনকারী প্রভঞ্জনের মত—জলোচ্ছ্বাসের মত উভয় পক্ষ উভয়ের উপর নিপতিত হইল।

অশ্বারোহী সহ অশ্বারোহী পদাতিক সহ পদাতিক ঘোর রণ চলিল।

অস্ত্রের ঝণাৎকারে,—আহতের বিকট আর্ত্তনাদে ;—মৃত্যুপথ-গামীর করুণ কণ্ঠধ্বনি অশ্বের হ্রেষারবে, রণস্থল বীভৎস ভাব ধারণ করিল। যেন সেখানে দয়া নেই—মায়া নেই, কোমলতা নেই, সে কেমন কঠোর নির্ম্মম যেন সে যেন শমনের রাজত্ব—শমনের লীলাভূমি। শত সহস্র বীর আত্মা আকালে মর্ম্মভেদী যাতনায় ব্যথিত নিঃশ্বাস বায়ুতরঙ্গে মিশাইয়া দেহত্যাগে—শূন্যে মিলাইল। রহিল শুধু মৃত দেহ ;—কেহ দেখিল না ;—শুনিল না ; এক ফোঁটা অশ্রুজল এতটুকু সহানুভূতি কেউ করিল না। তার শোণিতসিক্ত শবদেহ অশ্ব পদতলে বিমর্দ্দিত হইয়া মানবের পৈশাচিক বৃত্তির ঘোষণা করিতে লাগিল। হায় রাজ্য-লিপ্সা তুমি এত প্রবল—এত নিষ্ঠুর।

রাজা টোডরমল্ল স্বীয় রাজপুত সৈন্য লইয়া ভীম বলে পাঠান পতিকে আক্রমণ করিলেন। প্রতি আক্রমণে রাজা বুঝিলেন, নবাব দায়ুদ খাঁ তাঁহা অপেক্ষা হীনবীর্য্য যোদ্ধা হন। নবাবও বুঝিলেন—রাজা মহাশক্তিধর মহাবীর।

হোসেন কুলী খাঁ—পাঠান সেনাপতি সমসের আলি খাঁকে আক্রমণ করিলেন। হোসেন কুলী খাঁ দেখিলেন—পাঠান সৈন্য হীন-যোদ্ধা নহে,—বরং মোগল অপেক্ষা—নির্ভীক, সাহসী

শক্তিমান,—তবে তারা মোগলের ন্যায় অস্ত্রকুশলী নহে। পাঠানের এ ত্রুটী সেনাপতির সমসের আলি খাঁর চোখ এড়াইল না।

এদিকে রাজা অমরপ্রসাদ রাজপুত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাঠান-সৈন্যাধ্যক্ষ রোস্তম খাঁকে আক্রমণ করিলেন।

রোস্তম খাঁ অস্ত্রকুশলী—শক্র-হৃদয়-ত্রাস্তকারী যোদ্ধা হউন বা না হউন তাঁর অন্তরে ধারণা ;—যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর। তাঁকে প্রধান সেনাপতি না করা, সে নবাবের পক্ষপাতিত্ব। তিনি রণস্থল হতে পলায়ন করিলে ভাবিতেন,—এ পরাজয় খোদার মর্জ্জী—এতে আক্ষেপ বা অপমাননার কিছুই নেই।

রোস্তম খাঁর হিন্দু কাফেরের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—কাফের সংহারার্থই পাঠানের জন্ম। পাঠানের সঙ্গে কাফের রাজপুত যে লড়াই করতে জানে, এ কথা তিনি কিছুতে, প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে চান না।

তাই আজ রাজা অমরপ্রসাদকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া—অবজ্ঞা ভরে—সৈন্যদের রাজার আক্রমণ রোধ করিতে আদেশ দিলেন—নিজে অগ্রসর হইলেন না। সে যে বড় অপমান।

রাজা অমরপ্রসাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত, বীরত্ব-উপাসক—বীরত্ব-বিমণ্ডিত—রাজপুত যোদ্ধার—বজ্রসম আক্রমণে—পাঠান-সৈন্য যখন একে একে ভূ-চুম্বন করিতে লাগিল। তখন রোস্তম খাঁর চৈতন্য হইল। রোষ-দীপ্ত-কণ্ঠে স্বীয় সৈন্যগণকে লক্ষ্যে বলিলেন,——পাঠান—পাঠান! মূষিক কাফের চমূর করে পাঠানের,

মান সম্ভ্রম,—পাঠানের—যশখ্যাতি পাঠানের—বীরত্ব—গৌরব—ডালি দিও না। ঐ দামামার তালে,—ঐ অস্ত্রের ঝনাৎকারে উল্কাপিণ্ডের মত কাফেরের শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দাও,—ভস্ম করে দাও, কাফেরকে ধ্বংস কর।

নবোৎসাহে পাঠান রাজপুত সৈন্য আক্রমণ করিল। পাঠান অসম-সাহসিক—জীবনে সম্পূর্ণ মমতাহীন। রণস্থল তা'দের যেন ক্রীড়া ক্ষেত্র। অস্ত্রের ঝনাৎকার যেন বাদ্য ঝঙ্কার,—আর্ত্তের চীৎকার যে আনন্দের কোলাহল। যেন এই রণস্থলের মৃত্তিকায় তা'দের দেহ গঠিত; কঠোরতার রসে পরিপুষ্ট—অস্ত্রসনে পরিবর্দ্ধিত।

কিন্তু পাঠান অস্ত্রশিক্ষায় বা চতুরতায় সুনিপুণ নয়,—যা মোগল এবং রাজপুতের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। এই কৌশল এই অস্ত্র কুশলতার প্রভাবে, পাঠানের দীপ্ত বহ্নি— রাজপুতের নিকট ম্লান হইয়া পড়িল। আত্মাভিমানী রোস্তম এতক্ষণ সৈন্যদেরই সাহায্যে কাফের-যুদ্ধে রণজয়ের আশা করেছিলেন। কাফেরের শক্তিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞানে স্বয়ং অগ্রসর হন নাই। কিন্তু এবার আর স্থির, নিশ্চল থাকিতে পারিলেন না।

স্বীয় সৈন্যশ্রেণী ভেদে তীর গতিতে অশ্ব ছুটাইয়া রাজার সম্মুখে উপনীত হইয়া গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কাফের!" তুল্য কণ্ঠে রাজাও ডাকিলেন,—"পাঠান!" "গোটা-কতক পাঠান সৈন্য বধে ভেবো না কাফের, যে পাঠান শক্তিহীন। এখনও আমি অক্ষত দেহে সশস্ত্রে জীবিত। একা

রোস্তম তোমার ন্যায়— দশটা কাফেরেরও আক্রমণ ব্যর্থ কর্‌তে সক্ষম। জীবনের যদি সাধ থাকে,—অস্ত্র ত্যাগে রণস্থল হ'তে পলায়ন করে রমণীর বসনাঞ্চল ধারণ কর্‌ গে।"

রাজা অমরপ্রসাদ রোষব্যঙ্গ কণ্ঠে বলিলেন,—"এ শিক্ষা পাঠান রোস্তম খাঁ পেয়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু এ শিক্ষা আজ পর্য্যন্ত কোন রাজপুত পায়নি, পাবেও না। রাজপুত মাতৃগর্ভ হ'তে বীরত্বের মন্ত্র গ্রহণে, বীরত্বের ব্রত নিয়ে, বীরত্বের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে ভূমিষ্ট হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজপুত তার বীরব্রত বিস্মৃত হয় না ;—রাজপুতের অভিধানে, রজেপুতের ইতিহাসে; রাজপুতের জীবনে, পলায়নের একতিল কলঙ্কও নেই। পাঠান! উপদেশ চাই না—আমি যুদ্ধ চাই।"

"পাঠান-পদ-দলিত,—নিপীড়িত,—মোগল-স্তাবকের মুখে এ বীরত্ব বাক্য শোভনীয় বটে! আজ তোমার দেহ পদদলিত করে বুঝিয়ে দিব ;—পরাধীন জাতির বীরত্ব মুখে, কার্য্যে নয়।"

"আর আমারও প্রতিজ্ঞা—আজ তোর দেহে পদাঘাত ক'রে বুঝিয়ে দেব, যে রাজভক্ত শান্তিপ্রিয় হিন্দু পরাধীন হ'লেও ধর্ম্মে-কর্ম্মে, বুদ্ধিমত্তায়, বীর্য্যবত্তায় বিজেতা জাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।"

"তবে তোদের পুতুলকে স্মরণ কর কাফের।

"ইষ্টকস্তূপ মসজিদকে স্মরণ কর পাঠান।"

উভয়ে উভয়কে ভীষণ আক্রমণ করিলেন। উভয়েই অশ্বারোহণে। উভয়েই সমকক্ষ যোদ্ধা। ক্রোধোন্মত্ত সৈন্যাধ্যক্ষ রোস্তম

খাঁ—দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োগে রাজাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান,—কৌশল-নিপুণ রাজা রোস্তম খাঁকে প্রতি আক্রমণ না করিযা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। রাজার কৌশল সার্থক হইল। বহুক্ষণ প্রবল শক্তিতে রাজাকে আক্রমণ করায়—বীরাভিমানী রোস্তম খাঁর দেহ দুর্ব্বল, হস্ত অবশ, মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল।

এই উত্তম সুযোগ দেখিয়া রাজা পাঠানের হস্তে প্রচণ্ড বিক্রমে অস্ত্রাঘাত করিলেন। সে আঘাতে রোস্তম খাঁর অসি হস্তচ্যুত হইয়া বহু দূরে নিপতিত হইল। পলমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজা বাম হস্তে রোস্তম খাঁকে আকর্ষণ করিলেন। মহা-দর্পী—সৈন্যাধ্যক্ষ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকায় নিপতিত হইলেন। তন্মুহূর্ত্তে রাজাও অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক, রোস্তম খাঁকে লক্ষ্যে বলিলেন, "পাঠান, এখন বুঝে দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ—হিন্দু পরাধীন জাতি হলেও বীর্য্যমত্তায় অস্ত্র-শিক্ষায় হীন নয়,—এ বাক্য এ কথা পদাঘাতে জানিয়ে দিলুম। বাক্যসহ রাজা সজোরে রোস্তম খাঁর পৃষ্ঠে এক পদাঘাত করিলেন।"

রোস্তম খাঁর অনুমান হইল—যেন বহু উচ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত, এক গুরুভার বৃহৎ লৌহ মুদ্গর তাঁহার পৃষ্ঠে-পতিত হইল।

অশ্বারোহণে রাজা পুনরায় বলিলেন, "পাঠান—রাজপুতের আত্মসম্মানে জীবনে আর আঘাত করো না—ক'রলে রাজপুত-ললনার চরণ রেখা তোমার পৃষ্ঠে অঙ্কিত হবে।'

বাক্য সমাপ্তে রাজা স্বীয় অশ্ব পরিচালনা করিলেন। পশ্চাতে তাঁর বিজয়ী রাজপুতবাহিনী স্ফীতবক্ষে উন্নত মস্তকে চলিল।

যতদূর দৃষ্টি চলে রোস্তম খাঁ স্বীয় জলন্ত অগ্নি গোলকবৎ বৃহৎ নয়ন দুটী বিস্ফারিত করতঃ রাজার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যেন তাঁর এই নয়নের তীব্র ক্রোধাগ্নিতেই রাজাকে ভস্ম ক'রতে চান। প্রকৃতই রোস্তম খাঁর ইচ্ছা হইতেছিল—এই দণ্ডে—রাজাকে নখাঘাতে দীর্ণ বিদীর্ণ করেন—কিম্বা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে শির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাঁহার দেহে কুকুর উদর পূরণ করান। কিন্তু সে যে তাঁর শক্তি সামর্থ্যের বহির্ভূত। নিষ্ফল ক্রোধে শুধু রাজার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজা যখন নেত্র পথ হইতে অপসৃত হইলেন,—তখন দর্পিত রোস্তম ধূলা ঝাড়িয়া দাঁড়াইলেন। যাতনাদগ্ধ পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণে ও লজ্জায় ঘৃণায় তাঁর হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাঁর সৈন্য গণের সম্মুখে একটা কাফেরের নিকট এই গুরু অপমান। তার বুকের উপর যেন হিমালয়ের ভার চাপিয়া পড়িল। ভগ্ন-হৃদয়ে রোস্তম খাঁ অশ্বারোহণে অতি দ্রুতগতি স্বীয় পট্টাবাসা-ভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।

তখন দিনান্তের কঠোর পরিশ্রমে দিনমণি রক্তিমবর্ণে আকাশ

প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ঠিক তেমনই ভাবে রোস্তম খাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। হৃদয়ে ঐ রকম একটা রক্তিম প্রবাহ ছুটিতেছিল, তার উত্তাপে রোস্তম খাঁর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শিরা উপশিরায় মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বালাময় হইয়া উঠিল। প্রতি লোমকূপেও যেন সে উত্তাপ বহিল। তার ভীষণ প্রদাহ রোস্তম খাঁকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তুলিল।

ক্ষিপ্ত রোস্তম খাঁ ক্ষিপ্রগতিতে অশ্ব ছুটাইয়া পট্টাবাস সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অশ্বগতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইতে না হইতেই রোস্তম খাঁ লম্ফ ত্যাগ করিলেন। তার পর নেশাখোরের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজ পট্টকক্ষে প্রবেশ করিয়া অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মানব-শোনিত-ভক্ষক কৃপাণ প্রভুর এই অবজ্ঞায় ক্রোধে প্রস্তর মূর্ত্তি ভঙ্গ করিল;—রোস্তমের সে দিকে লক্ষ্য নেই। তখন তার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় জুড়ে অনল ছুটিতেছিল। রণসজ্জাও যেন উত্তাপময়। রোস্তম শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম প্রভৃতিও দূরে ছুড়িলেন। নিরীহ বেচারা খঞ্জের ন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া, ভূমে লুটাইয়া পড়িল।

প্রভুর সে উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে বান্দারা শঙ্কিত হৃদয়ে দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। শঙ্কাকুলিত চিত্তে খোদার নিকট দাসত্ব অক্ষুণ্ণের প্রার্থনা জানাইল।

ক্ষণিক পদচারণে রোস্তম খাঁ এক কোমল, মসৃণ আসনোপরি উপবেশন করিলেন। সে আসন সর্ব্বাপেক্ষা কোমলত্বে তাঁর অতি প্রিয়, অতি আদরণীয় ছিল—আজ সেই আসনও তাঁর

অগ্নিবৎ প্রতীয়মান হইল। যেন তাতেও আজ কে বিষকণা ছড়িয়ে দিয়েছে। রোস্তম সর্পদৃষ্টের ন্যায় লম্ফ ত্যাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁর সে প্রবল দেহ ভারে আসন নিজ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইল।

পুনঃ পদচারণে রোস্তম নিজ জীবনকাহিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত চিন্তাতেও তাঁর সারা জীবনের মধ্যে এরূপ মর্ম্মবিদারণ অপমানের কথা উদিত হইল না। পাঠানের বহু বর্ষের ইতিহাস স্মরণ করিলেন, কিন্তু এরূপ পরাজয় খুঁজিয়া পাইলেন না। আর আজি সেই অপমান সেই পরাজয়ের ক্ষতে তাঁর অঙ্গ পরিলিপ্ত। অপমান, অপমান! মোর অপমান, পাঠানের কীর্ত্তি কীরিট—বীরত্ব স্তম্ভ ভেঙ্গে দিয়াছে। হিমাদ্রি-শিখরসম রোস্তমের গর্ব্বে পদাঘাত করেছে। এ অপমানের তীব্র বহ্নি,—আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে—আগ্নেয় প্রবাহের ন্যায় ছুটে চলেছে। ওহো,—বড় জ্বালা,—বড় উত্তাপ—জ্বলে গেলুম;—জ্বলে গেলুম। বিস্মৃতি; বিস্মৃতি চাই, এই মুহূর্ত্তে বিস্মৃতি চাই,—নতুবা দগ্ধ হব,—পুড়ে ভস্ম হব।—"এই কে আছিস?"

প্রভুর আহ্বানে এক মসীবর্ণ ক্রীতদাস আসিয়া সভয়ান্তঃকরণে দূরে দাঁড়াইল।—— কে আসিল না আসিল অত দেখিবার তখন রোস্তম খাঁর অবসর ছিল না।

লোক প্রবেশের অনুভবেই রোস্তম খাঁ বলিলেন, "এই ওপ্ বেইমান সিরাজী লেয়াও,—সিরাজী—লেয়াও,—জলদি—সিরাজী লেয়াও—কমবক্ত!"

প্রভুর মিষ্ট সম্ভাষণ সম্পূর্ণ হইতে না হইতে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অনতিবিলম্বে সুমনোরম রৌপ্য পাত্রোপরি স্বচ্ছ স্ফটিক-বাসিনী, লালবরণী, নয়ন-শোভিনী, মাতাল মনোহারিণী, বিলাসীর সহচারিণী ;——হাস্যময়ী সুধাময়ী সিরাজী সুন্দরীকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সিরজীবিবিকে দর্শনেই রোস্তমসাহেবের চুম্বনেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। যথাস্থানে মদ্য পাত্র রাখিবার পূর্ব্বেই তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভৃত্যও প্রভু সম্মুখে ত্বড়িতে পাত্রাধার ধারণ করিল।

প্রভু ভৃত্য উভয়েরই হস্ত কম্পিত। প্রভুর হস্ত কম্পিত ক্রোধে, ভৃত্যের শঙ্কায়। উভয় কম্পিত হস্তের তাড়নায়—মদ্যাধার পাত্র সমেত মধুর ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ শব্দে পতিত হইল। অভাগিনী মদিরা সৈন্যাধ্যক্ষ বোস্তমখাঁব চুম্বনে বঞ্চিতা হইয়া অভিমানে ধূলায় লুণ্ঠিতা হইল।

সিরাজী সুন্দরীর সরস অধর পানে বঞ্চিত হইয়া রোস্তম খাঁ ক্রোধে ফুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বেতমিজ বদবক্ত! নিকালো নিকালো—আভি নিকালো—উল্লুক।"

অধিকতর কম্পিতাঙ্গে বান্দা একরূপ পলায়মান হইল। তৎদর্শনে পূর্ব্বভাবে পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে রোস্তম খাঁ বলিলেন,—

"এই ওপ্ গিধ্বোড়—কাঁহা যাতে হো,—ফিন্—ফিন লেয়াও, ফিন লেয়াও জল্দি—করকে লেয়াও,—প্রতি পদক্ষেপে কুর্ণিশ করিতে কবিতে বান্দা ব্যাঘ্র কবল মুক্তের ন্যায় প্রস্থান কবিল। এবং অনতিকাল মধ্যে পূর্ব্ববৎ ভাবে সিরাজী লইয়া আল্লার নাম

স্মরণে উপস্থিত হইল। এবার আর রোস্তম খাঁ হস্ত প্রসারণ করিলেন না। বান্দা পাত্রাধার প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

রোস্তম বিস্মৃতি লাভাশায় মরুভূম-পথ-যাত্রী-তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের ন্যায় উপর্য্যুপরি কয়েক পাত্র সিরাজী উদরসাৎ করিলেন। কিন্তু বিস্মৃতি আসিল না,—বরং স্মৃতি আরও স্পষ্টরূপে জাগরিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। খাঁ সাহেব পুনঃ আসন ত্যাগে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্ষণিক পদচারণান্তে আবার অন্য আর একখানি আসন গ্রহণ করিলেন। আবার সে আসন ত্যাগে অন্য আসন,—পুনঃ অন্য আসন—এইরূপে কক্ষস্থ সমস্ত আসনেই একবার করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। নির্দ্দিষ্ট আসন ব্যতীত যে সব আসনে শুধু সোণালী ও অপরাপর ব্যক্তি ব্যতীত প্রভুকে ধারণ করবার সৌভাগ্য একদিনের জন্য পায় নাই,—আজ সেই সব আসন—স্বীয় প্রভুকে ধারণ করিয়া,—তাহাদের কার্য্যের সফলতা যেন করিল।

শরাহতের ন্যায় সারা কক্ষ চঞ্চল পদে রোস্তম খাঁ—পদচারণা করিতে লাগিলেন।

তাঁর সে সময়ের মূর্ত্তিও বড় ভীষণ। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত,—প্রজ্বলিত,—কেশরাশি উৎক্ষিপ্ত—অযত্ন ন্যস্ত,—সমস্ত বদন মণ্ডল রক্তারুণের ন্যায় দীপ্তিমান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, শিরা সকল স্ফীত, সত্যই সে মূর্ত্তি—অতি ভীতিপ্রদ যেন সে মূর্ত্তি মানুষের নয় সয়তানের।

রোস্তম খাঁ ভাবিতেছিলেন ওঃ—যে কাফের—সঙ্গে যুদ্ধ

কর্‌তে অপমান জ্ঞান কর্‌তুম,—যে কাফেরকে বধ ধর্ম্ম বলে জানি :—যে কাফেরকে পশু অপেক্ষা ঘৃণা কর্‌তুম, ওহো! ওহো :—ভাব্‌তেও বক্ষ যাতনায় গগনবিদারী চীৎকার করে উঠ্‌তে চায়,—আত্মহত্যার ইচ্ছা জেগে ওঠে। না এর একটা প্রতিবিধান চাই,—প্রতিশোধ চাই,—নির্ম্মম প্রতিশোধ চাই,—যা দর্শনে শমনের হৃদয় আতঙ্কে কণ্টকিত হবে,—নিষ্ঠুর প্রতিশোধ চাই,—যার যাতনার আর্ত্তনাদে কালের নয়নেও অশ্রু ছুটবে। চাই,—চাই,—প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই প্রতিশোধ চাই—এই কে আছিস,—জলদী নশীর খাঁকে বোলাও।”

বান্দা কক্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে প্রভুর আদেশ অবগত হইয়া,—পালনার্থে চলিয়া গেল।

নশীর তাঁর এক প্রিয় অনুচর অথবা মন্ত্রী স্তাবক বন্ধু সবই।

নশীর হর্ষোৎফুল্ল বদনে কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু রোস্তম খাঁর দানবীয় মূর্ত্তি দর্শনে, হাসি শুকাইয়া বদনে আতঙ্ক অঙ্কিত হইল।

নশীর ভাবিয়াছিল তাহার ভাগ্য বিধাতা রোস্তম খাঁ বুঝি রণ জয় করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার বীরত্ব গানে প্রশংসার অবিরল বাক্যবাণে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে পুরস্কার গ্রহণ করিবে। কিন্তু একি! একি অঘটন সংঘটন,—এরূপ বীভৎস মূর্ত্তি নশীর পূর্ব্বে আর রোস্তমের দেখে নাই, বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে প্রভুর প্রতি চাহিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

নশীরকে দর্শনে রোস্তম বলিলেন, “এই যে তুমি এসেছ নশীর,

আমি তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম। কেন খুজ ছিলুম জান? আজ এক ঘৃণিত হেয় কাফের আমার সর্ব্বাঙ্গ অপমানে জর্জ্জরিত ক'রে দিয়েছে,—সেই বিধর্ম্মী আমার গর্ব্বের শিরে পদাঘাত করেছে। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এমন ভাবে অপমান রোস্তম খাঁ জীবনে কখনও কারও নিকটে হয় নি। বড় অপমান—কাফেরের হাতে অপমান! এ তীব্র অগ্নিময় অপমানের জ্বালা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হচ্ছে না। সিরাজী আরও তার উগ্রতা বর্দ্ধিত করে দিলে! কিসে এ তীব্র বহ্নি শীতল হয় জিজ্ঞাসা করবার জন্য তোমায় খুঁজ্‌ছিলুম—বলত, বলত নশীর—কিসে এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়?"

"প্রতিশোধে।"

"হাঁ ঠিক বলেছ—কিন্তু কি ভাবে?"

"পাঠান প্রতিশোধ—আত্মার বিনিময় আত্মা, শোণিতের বিনিময়ে শোণিত।"

"নশীর তুমি আমার অন্তরের উত্থিত বাক্যের প্রতিধ্বনি করেছ, যেরূপে যেমন করে হোক প্রতিশোধ নেব। সর্ব্বস্ব পণ করলুম। দয়া, ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সব যদি যায়, যাক,—যদি নবাবের ক্রোধে পড়ি, কর্ম্মচ্যুত হই, যদি পথের ভিক্ষুক হতে হয় তবুও হটবো না, তবুও প্রতিশোধ নিতে ভুলবো না। ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না।"

---

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আঁধার ভীষণ নীরব গম্ভীর রজনী। সুপ্ত স্তব্ধ রজনী। কেবল আছে ঝিল্লীর ঐক্যতান শৃগালের তূর্য্যধ্বনি, পেচকের কম্বুনাদ। আকাশে তারার সারি, গাছে গাছে জোনাকীর রাশি। আঁধার ঘোরা ধরণীর আঁধার মুক্ত করিতে কেবল তারা হাসছে; হাসিতে আলো ফুটে উঠছে। তাদের হাসি দেখছে না কেউ তবু তারা হাসছে,—হাসতেই যেন তাদের জন্ম হেসেই তাদের সুখ। এ শিক্ষা বুঝি ফুলের কাছে পেয়েছিল।

সেই আঁধার জগতের বুকে এক বিশাল প্রান্তরে মোগলের বিশাল শিবির। শিবির বিভক্ত—একধারে মোগল সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ,—অন্য পার্শ্বে মহারাজা টোডরমল্লের শিবির। উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে মোগল সাহায্যকারী সমস্ত রাজগণের শিবির। মধ্যস্থলে বৃক্ষাদি থাকায় পশ্চাৎস্থিত শিবিরটী কিঞ্চিত দূরে ফেলিতে হইয়াছে। এই পশ্চাতের শিবিরটীই রাজা অমরপ্রসাদের।

যামিনীর যৌবন গিয়াছে। পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক যেটুকু তার হৃদয়ে খেলিতেছিল তাহাও নিভিয়া গিয়াছে। যামিনী এখন প্রৌঢ়া, গম্ভীরা, ধীরা। বিগত যৌবনা রমণীর মত ম্লান বিমলিন। যৌবনের উদ্দাম বৃত্তি নিচয় বয়সাধিক্যে যেমন হৃদয় মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি যৌবনহীনা যামিনীর হৃদয়ে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। যৌবনের শত বাসনার পরিবর্ত্তে প্রৌঢ়ার যেমন দু চারটী বাসনা জেগে থাকে, তেমনি প্রৌঢ়া-যামিনী-

হৃদয়ে দু চারটী বাসনারই মত, দু চারটে জীব জন্তু দু চারটে পশু পক্ষী জেগে আছে। আর জেগে আছে, মোগল পাঠান শিবিরের স্থানে স্থানে কর্ত্তব্যপরায়ণ সশস্ত্র প্রহরী।

নিজ শিবিরাভ্যন্তরে রাজা অমরপ্রসাদ পট্টকক্ষোপযোগী এক খট্টাঙ্গে ধবল কোমল শয্যোপরি শায়িত। নিদ্রাদেবীর কুসুম পরাগ স্পর্শে পদ্ম নয়নদ্বয় মুদ্রিত—বদনে চিন্তার রেখা, বিভীষিকার ছায়া কিছু নেই সারল্য মণ্ডিত সে অপরূপ বদনের আভায় হেমতনুর উজ্জ্বল প্রভায় কক্ষশোভা বর্দ্ধিত করিতেছিল।

"এমত সময়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে কতিপয় কৃষ্ণ-বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিল! সকলেরই হস্তে কৃপাণ—কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তাহারা কক্ষের যেখানে যে অস্ত্র ছিল তাহা সংগ্রহে শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। শয্যা সন্নিকটে আসিয়া দেখিল রাজার পার্শ্বে আর এক খানি সুশাণিত মূল্যবান খড়্গ রহিয়াছে। দলের এক জন সেখানিও হস্তগত করিতে অগ্রসর হইল। ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের রক্ষক,—খড়্গ সে ব্যক্তির হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে পতিত হইল। সে শব্দে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চমকিত চিত্তে দেখিলেন—তাঁর শয্যা পার্শ্বে কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত কতিপয় ব্যক্তি দণ্ডায়মান—রাজা ভাবিলেন ইহারা দস্যু। লম্ফত্যাগে শয্যা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিজ অস্ত্র গ্রহণাভিলাষে আসিয়া দেখিলেন অস্ত্র নেই। গর্জ্জিয়া রাজা বলিলেন বুঝেছি তস্কর, আমার অস্ত্র অপহরণ করেছিস। কিন্তু নিরস্ত্র হলেও তোদের দু এক জন হত্যা

না করে মরবো না, এটা স্থির জানিস। কেন প্রাণ হারাবি,—এই মতির মালা, হীরকাঙ্গুরী ও অর্থ দিচ্ছি নিয়ে চলে যা।"

দলস্থ এক দীর্ঘাকার ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তীব্র শ্লেষ-সংমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল "আমরা তোর ও মাটীর দ্রব্য নিতে আসিনি কাফের।"

"তবে কি নিতে এসেছিস বর্ব্বর!"

"তোর জান।"

"বুঝলুম, তোরা তস্কর নস্ দস্যু নস্ আমার শত্রু। তারপর উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "এই কে আছিস শীঘ্র একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র।"

অগ্রগামী দীর্ঘাকার পুরুষ বলিল, "কেউ নেই, যে দু এক প্রহরী জেগে ছিল,—তাদের চিরনিদ্রিত করে রেখে এসেছি।"

ক্রোধভরে রাজা বলিলেন, "কে তুই শৃগাল।"

"শৃগাল নই,—তোমার কালরূপী রোস্তম খাঁ। রোস্তম খাঁ কৃষ্ণাবরণ অপসারিত করিলেন—স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হইল।"

রাজা দেখিলেন সত্যই সে রোস্তম খাঁ।

রোস্তম খাঁ অনুচরগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"বন্দী কর—এই কাফেরকে।"

ভ্রূকুটি করিয়া রাজা বলিলেন—"সাধ্য কি, রাজপুতের দেহে প্রাণ,—শিরায় শোণিত থাকতে তার অঙ্গ স্পর্শ করে কার সাধ্য?"

চকিতে রাজা খট্টা শূন্যে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূমে সজোরে আঘাত করিলেন—সে গুরু আঘাতে লৌহ চূর্ণ হইয়া যায়—কাষ্ঠ

দেহ খণ্ডা তো দূরের কথা। খণ্ডা ভঙ্গ হইল—রাজা তাহারই একটা লম্বা কাষ্ঠ গ্রহণে বলিলেন,—"আয় কে আস্‌বি! কে প্রাণ দিতে চাস, আয়। রোস্তম খাঁ পুনরায় রাজাকে বন্দী কর্‌তে আদেশ করিলেন। এককালীন—আট দশ খানি শাণিত কৃপাণ উত্থিত হইল।

রাজা—সেই কাষ্ঠখণ্ডখানি ভরসা করিয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু এককালীন আট দশজন সবল সৈন্যের সুশাণিত অস্ত্রাঘাতে সে ক্রমশঃ কর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

রাজা বুঝিলেন—আজ তাঁর উদ্ধার অসম্ভব। চীৎকার করিয়া রাজা বলিলেন,—"রোস্তম—রোস্তম—তুমি পাঠান, যথার্থ বীর, প্রকৃত যোদ্ধা ;—আমার সহায় কেউ নেই—আর তোমার সহায় দশজন সশস্ত্র সৈন্য ;—আমার অস্ত্র ক্ষুদ্র একখণ্ড কাষ্ঠ,—তোমার অস্ত্র রৌদ্র দীপ্তিমান কৃপাণ,—তা হোক্, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় দশজনে ঘিরে পশুর মত নিরস্ত্র আমায় বধ করো না,—একখানা অস্ত্র দাও।"

বিকট হাস্যে রোস্তম খাঁ বলিলেন,—"হা—হা—হা—তোমায় পশুর মতই হত্যা কর্‌বো।"

"এই কি পাঠানের বীর ধর্ম্ম ?"

"হাঁ—এই পাঠানের বীর-ধর্ম্ম!

"মিথ্যা কথা—চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইল—"মিথ্যা কথা।"

বাক্যসহ,—বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত এক দিব্যকান্তি পুরুষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সকলে নির্ব্বাক্—মৃৎমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া—অবাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল।

বিস্ময় যখন অপসারিত হইল—তখন কক্ষস্থ সকলেই ভূমি স্পর্শে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করিল। আগন্তুক ব্যক্তিটী বলিলেন,—"রোস্তম! তুমি বীরের কালিমা। পাঠানের কলঙ্ক—তোমায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তুম কিন্তু এখন এই ঘোর যুদ্ধের সময় বলে,—আর প্রথম অপরাধের জন্য এবার তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লুম—কিন্তু পুনরায় যদি কখনও তোমায় নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্র উত্তোলন কর্‌তে দেখি,—সেই মুহূর্ত্তে তোমায় প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো। যাও,—এই মুহূর্ত্তে সদলে এই স্থান ত্যাগ কর। যাও, যাও।"

নতনয়ন নতমস্তকে নীরবে রোস্তম চলিয়া গেলেন,—নবাবও প্রস্থান করিলেন। রাজা ভাবিলেন এই সেই অত্যাচারী নবাব দায়ুদ খাঁ,—এ যেন একটা গরিমার সঙ্গীত, বীরত্বের একটা উজ্জ্বল আলোক ছটা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এক অপরূপ শোভাময়ী কক্ষে সুন্দর সুকোমল এক আসনে রাণী ঊর্ম্মিলা বালা উপবিষ্টা। রাণী চিন্তান্বিতা। চিন্তা রাজার জন্য।

সহসা রাণীর চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দ্বারপথে এক নারী-মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইল।

রাণী দেখিলেন,—জ্যোৎস্না বিধৌতা কুমুদিনীবৎ রমণী অতি সুন্দরী, কিন্তু অতি বিমলিন। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখখানি অতি সুন্দব, কিন্তু তাহা যেন তরল শুভ্র মেঘাবৃত,—ফুলভবা পুষ্পোদ্যানের ন্যায় দেহখানি অতি মনোরম, কিন্তু যেন কোন নির্দ্দয়ের কঠোর কর নিপীড়নে বিবর্ণ, মৃদুল মধুর কণ্ঠে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি বিদ্যুৎ বরণী রমণী?"

প্রতিরূপ কণ্ঠে রমণী উত্তর দিল,—

"আমার আর কি পরিচয় দেব রাণী? শুদ্ধ আমার একমাত্র পবিচয় আমি অভাগিনী।" আর যদি আপনি অধিকার দেন তাহ'লে আপনার ছোট ভগ্নী।

তুমি অভাগিনী! এত অফুরন্ত অপরিসীম রূপরাশি দিয়ে বিধাতা যারে সৃষ্টি কবেছেন, সে কখনও অভাগিনী হ'তে পারে না। তুমি রাজরাণী, আর তুমি যেই হও আজ হতে তুমি আমার

ছোট ভগিনী। এস, প্রহেলিকাময়ী ভগিনী আমার, কক্ষের ভেতরে এসে আমার পাশে বস, তোমার মর্ম্মের কথা শুনি।

এই বলিয়া রাণী আসন ত্যাগে সাগ্রহে রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া টানিতে দেখিলেন রমণীর পশ্চাতে আর একটী নারী মূর্ত্তি—হস্তে তার কারুকার্য্যখচিত মহার্ঘ মেহগ্নি কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্স। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ইনি কে?"

"সহচরী।"

"এস বোন, তুমিও এস।"

রাণী রমণীটীকে অতি আদরের সহিত নিজ আসনের পার্শ্বে বসাইয়া নিজেও বসিলেন, সহচরী অপর একখানি আসন গ্রহণে বসিল।

মৃদু হাসিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে রাণী বলিলেন,—"বোন! আমার কাছে লুকুলে তো চল্‌বে না, রাণী উর্ম্মিলাবালা কখনও যাকে তাকে ভগ্নী সম্বোধনে, ভগ্নীত্বের অধিকার দিয়ে, একাসনে বসে না। তোমার রাজেন্দ্রাণীর মত উচ্ছ্বসিত রূপ, শিষ্ট শান্ত ধীর বাক্য, ভাষাবিন্যাস চলন অঙ্গ-ভঙ্গিমা প্রত্যেকটী তোমার উচ্চতার পরিচয় ঘোষণা কচ্ছে। যদি যথার্থ আমায় জ্যেষ্ঠা ভগিনী জ্ঞান করে থাক, তবে, আমার নিকট কিছু গোপন না করে সত্য পরিচয় দাও বোন।"

"আমি রুদ্রপতির কন্যা, নাম—শোভনা।"

"কোন রুদ্রপতি? ধনীশ্রেষ্ঠ কমলার বরপুত্র রুদ্রপতি-কন্যা তুমি?"

"হাঁ বোন, আমি তাঁরই অভাগিনী কন্যা।"

"কুবেরের ঐশ্বর্য্য তোমার চরণে লুণ্ঠিত; তুমি অভাগিনী কিসে বোন!"

"ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে কি সব পাওয়া যায় ভগিনী?"

"না তা পাওয়া যায় না সত্য। বুঝেছি বোন, তোমার একটী মনের মানুষের অভাব হয়েছে। তার আর কি, তোমার রূপ ঐশ্বর্য্য কিছুরই তো অভাব নেই। দেখে শুনে একটা বিয়ে করে ফেল না।"

"না ভগ্নী, এ হৃদয় বহুদিন পূর্ব্বেই অযাচিতভাবে এক দেবতার পদে উৎসর্গ করেছি।"

"বটে, কে সে সৌভাগ্যবান পুরুষ, যিনি তোমার ন্যায় অতুল্য রমণীর হৃদয় অধিকার করেছেন! কে তিনি?"

"তিনি একজন যোদ্ধা। সত্যই তিনি মহা সৌভাগ্যবান পুরুষ। বীরত্বে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মহত্বে তিনি অতুলন—তাঁর রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত। যেন স্বর্গের একটা কল্লোল জগতকে শিক্ষা দিতে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে।"

"তুমি যে তাঁকে ভালবাস, তা তিনি জানেন?"

"না।"

"তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় জানাও নি কেন?"

"কথাবার্ত্তা যে বহুদূরের ঘটনা,—তিনি আমায় একবারও দেখেন নি, তবে আমি দেখেছি।"

"সৈকি!"

"একদিন আমি দস্যু কবলে নিপতিত হই। এমন সময়ে তিনি এসে দস্যু কবল হতে আমার প্রাণ,—ইহকাল পরকাল রক্ষা করেন। সেইদিন তাঁরে প্রথম দেখি। কিন্তু আমি তাঁকে দেখ্‌লেও লক্ষ্য করেছি, তিনি আমার মুখপ্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই।

"পিতা প্রত্যুপকার স্বরূপ বহু ঐশ্বর্য্য দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা অম্লানবদনে উপেক্ষা কর্‌লেন। বীরত্ব ও মহত্বের একত্র সমাবেশে আমার হৃদয় বিমুগ্ধ হল। আমি তাঁর চরণে সব উৎসর্গ কর্‌লুম।"

"তারই কিছুদিন পরে শুনলুম,—তিনি একটা বিশাল জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছেন; আরও শুনলুম এক দেবী রূপিণী রমণী তাঁর সহধর্ম্মিণী হয়েছেন। দেব-দেবী একত্র মিলিত হলেন।"

প্রথম প্রথম আমার লালসানল, প্রজ্বলিত হয়ে উঠতো, চিত্ত দমন করতে পারতুম না। কিন্তু এ শুভ দিনে, শুভ মুহূর্ত্তে—এই সহচরীর অমিয় ঝঙ্কারবৎ উপদেশবাক্য—সে লালসানল নির্ব্বাপিত ক'রে দিল। সঙ্কল্প করলুম্ তাঁরই মূর্ত্তি পূজা করে জীবনাতিবাহিত করবো, তাঁরই কার্য্যে তাঁর জন্যে যদি এ প্রাণ দিতে হয় তাও দেব। আর সঙ্কল্প করলুম—সেই দেবতার প্রীত্যর্থে তৃপ্ত্যর্থে আমার সব অলঙ্কার রত্নরাজি সেই সৌভাগ্য-শালিনী, রমণীর পায়ে—উপহার দিয়ে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবো।"

"হে গরীয়সী, মহীয়সী ভগিনী আমার—অভাগিনী ভগ্নীর এ দীন উপহার গ্রহণে তাকে আশীর্ব্বাদ কর,—যেন আমার

দেবতারই কার্য্যে এ প্রাণ দিতে পারি, যেন অন্তিমে তাঁর এক বিন্দু করুণা লাভে সমর্থ হই।"

কিছুক্ষণ অতিবিস্ময়ে নীরব থাকিয়া রাণী আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "সতীর মনোভিলাষ কখনও অপূর্ণ থাকে না। শত ধন্য তুমি,—তুমি আমার ছোট বোন নও, আমিই তোমার কনিষ্ঠা। সতীত্বের আদর্শরূপিণী ভগিনী, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বামীর চরণ দুটী পূজা করে স্বামীর চরণে মাথা রেখে এক প্রাণে, এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে, এক লক্ষ্যে ধর্ম্মের মঙ্গল শঙ্খ শুন্‌তে শুন্‌তে জীবনের সাফল্য লাভে সাধনার পরপারে চলে যেতে পারি!"

নবম পরিচ্ছেদ।

আজ পাঠানের মহানন্দ। কাল প্রথম দিনের যুদ্ধে মোগল জিতিয়াছিল, আজ দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে পাঠান জিতিয়াছে, তাই আজ পাঠানের মহানন্দ।

সন্ধ্যার সময় পাঁচ সহস্রের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশজন রণক্লান্ত অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাজা অমরপ্রসাদ প্রান্তরপথে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন।

প্রান্তরের স্থানে স্থানে বহু বৃক্ষ একত্রিত হইয়া ক্ষুদ্র এক একটা অরণ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন চাঁদও আকাশে উঠিয়াছিল।

মৃদুসমীরে বৃক্ষপত্র হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল, আর রসিক-প্রেমিক চন্দ্রকিরণ—কুল-বধূরা যেমন অবগুণ্ঠন হইতে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সব দেখিয়া লয়,—অথবা যেমন অবগুণ্ঠন অন্তরাল হইতে হাস্যরঞ্জিত অধর প্রান্তে মাঝে মাঝে হৈমকান্তিময় দশন পংক্তি তারার ন্যায় ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ আঁধার অরণ্যে মাঝে মাঝে পত্রান্তরাল হইতে চন্দ্রকিরণ ঝিক্‌মিক্ করিয়া বিমল হাস্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সেইরূপ একটা বৃক্ষ বাগান বা অরণ্যের নিকট রাজা সমুপস্থিত হইলে—সহসা সেই অরণ্য হইতে প্রায় শতধিক সশস্ত্র পাঠান—চকিতে বহির্গত হইয়া রাজার সৈন্য ও রাজাকে মুক্ত কৃপাণ করে আক্রমণ করিল।

রাজার সৈন্য রাজার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ছিল,—অধিকাংশ পাঠান সৈন্য রাজপুত সৈন্যদের চক্রবৎ ঘিরিয়া আক্রমণ করিল।

রাজা দুর্ব্বল ক্লান্ত অবসন্ন—তথাপি প্রবল বেগে পাঠান সৈন্য আক্রমণ করিলেন। অবিরত অস্ত্রাঘাতে রাজার অসি ভগ্ন হইল, এই সুযোগে একজন পাঠান কোষোন্মুক্ত তরবারিহস্তে রাজাকে নিহত করনাভিলাষে অগ্রসর হইল,—কিন্তু রাজার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই রাজা সেই অসির ভগ্নাংশ সজোরে পাঠানের ললাট লক্ষ্যে ত্যাগ করিলেন; অব্যর্থ লক্ষ্যে-পাঠানের ললাট শোণিতে সিক্ত হইল,—পাঠান কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমে লুটাইল। পুনরায় অপর একজন পাঠান অগ্রসর হইল—রাজা তখন ধনুক গ্রহণে শর ত্যাগ করিলেন এ পাঠানও পূর্ব্বের ন্যায় ভূমে

আশ্রয় গ্রহণ করিল। পুনরায় অপর আর একজন অগ্রসর হইল। রাজা তীর গ্রহণার্থে তূণে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—আর তীর নেই। রাজা ধনুকের সাহায্যে পাঠানকে যুদ্ধ দান করিলেন,—কিন্তু ধনু কর্ত্তিত হইল,—রাজা তখন তূণ গ্রহণে পাঠানের শির লক্ষ্যে ভীষণ বেগে তাহা ত্যাগ করিলেন,—পাঠানের শির কাটিয়া শোণিত ধারা ছুটিল—পাঠান আল্লার নাম স্মরণে—মৃত্তিকাশ্রয় গ্রহণ করিল। পুনরায় অপর আর এক পাঠান অগ্রসর হইল। রাজা কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা গ্রহণে পাঠানের বক্ষঃ লক্ষ্যে ত্যাগ করিলেন,—ছুরিকা পাঠানের বক্ষঃ বিদ্ধ করিল। আর্ত্তনাদে সে পাঠানও পূর্ব্বপাঠানগণের পথানুসরণ করিল। আবার অন্য এক পাঠান অগ্রসর হইল,—এবার আর রাজার কিছু নেই। রাজা তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মর্ত্তে্য কে কোথায় জাগ্রত জীব আছ, এখন ছুটে এস, নিরস্ত্র শত্রু পরিবেষ্টিত রাজপুতের হস্তে এক খানা অস্ত্র দিয়ে তাঁর মান রক্ষা কর। স্বর্গে কে কোথায় দেব দেবী আছ রাজপুতের হস্তে একখানা অস্ত্র দিয়ে তার গৌরব রক্ষা কর।"

"এই যে অস্ত্র এনেছি রাজা।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে রাজা পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপে দেখিলেন, একখানা অস্ত্র হস্তে একটী কিশোর বয়স্ক অনিন্দ্য সুন্দর বালক দণ্ডায়মান। রাজার তখন তিল মাত্র সময় নেই, বিনাবাক্যে তিনি বালকের হস্ত হইতে অসি গ্রহণে শার্দ্দূলবৎ পাঠানকে আক্রমণ করিলেন। বালকও সুনীল জলদের কোলে বিজলীবৎ অন্তর্হিত হইল।

সে পাঠানও ভূচুম্বন করিল—আবার একজন অগ্রসর হইল, এক যায় আবার এক আসে—এক ব্যাধি যায় অন্য ব্যাধি আসে। এক বিপদ যায় তো আবার বিপদ আসে। এক দিন, এক রাত্র, যায় আবার রাত্র আসে। সেইরূপ একটীর পর একটী পাঠান যায় আবার আসে।

রণক্লান্ত রাজার অসি ধারণেও শক্তি ক্রমশঃ লোপ হইয়া আসিতে লাগিল।

নিরাশ কাতর অন্তরে তিনি ভগবানকে ডাকিলেন। সহসা অদূরে বহু অশ্ব পদধ্বনি উত্থিত হইল। সভয়ে সকলে চাহিয়া দেখিল একদল অশ্বারোহী' সৈন্য তীব্র গতিতে আসিতেছে। নিকটে আসিলে সকলে চিনিল—এ রাজপুত সৈন্য। আতঙ্কে পাঠান দ্রুতগতি অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজপুত সৈন্যেরা তাহা লক্ষ্য করিয়া অরণ্য পরিবেষ্টনে ঈষৎ চন্দ্রালোকে অরণ্য মধ্যে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক পাঠান ভয়ার্ত্ত চীৎকারে অর্ত্তধ্বনিতে প্রান্তর বিলোড়িত হইল। তদ্দর্শনে রাজা বলিয়া উঠিলেন "সৈন্যগণ! প্রাণভয়ে পলায়িত ' সৈন্যবধে রাজপুতের গৌরব নেই,—কেবল কলঙ্ক ভাগী হওয়া মাত্র, সব ক্ষান্ত হও।

রাজাদেশে সৈন্যদল প্রত্যাবর্ত্তন করিল;—পাঠান আক্রমিত অবশিষ্ট সৈন্যগণও নব সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইল। রাজা অশ্ব মুখ ঘুরাইয়া শিবিরাভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন, পশ্চাতে সৈন্যগণ চলিল।

এ সৈন্যদল তাঁরই পথিমধ্যে রাজা ডাকিলেন, "দীপান।"

সর্দ্দার দীপান রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কার আদেশে কোথায় যাচ্ছিলে।"

দীপান দীপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আপনার আদেশ ব্যতীত আমরা অপরের আদেশ পালনে অনভ্যস্ত।"

"তবে"

'তবে এক বালক বল্লে, আপনি এই স্থানে বিপন্ন তাই এসেছিলুম।"

"এক বালক! হাঁ। রাজার বদনে চিন্তা চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল রাজা ভাবিলেন, "কে এ আমার মঙ্গলপ্রার্থী।"

দশম পরিচ্ছেদ :

পরদিন প্রভাতে আবার মোগল পাঠানে জীবন-মরণ-সংগ্রাম বাধিল। কল্যকার যুদ্ধে মোগল হারিলেও পাঠান অপেক্ষা মোগলের সৈন্য সংখ্যা এখনও দ্বিগুণ। উৎসাহও দ্বিগুণ, সেই বর্দ্ধিত উৎসাহে মোগল পাঠানের বক্ষে প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। পাঠানের বক্ষ সে বেগে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

রাজা অমরপ্রসাদ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণে কোথাও ব্রাহ্মণ যাঁকে দেখিতে পাইলেন না। অসুস্থতা বা

অন্য কোন কারণে রোস্তম আজ রণস্থলে আসিতে পারেন নাই, এই সিদ্ধান্তে অমর প্রসাদ রাজা টোডরমল্লের সাহায্যে নবাব দাযুদ খাঁকে আক্রমণ করিল—যুদ্ধ চলিল, প্রবল বেগে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিল। মানুষের নিষ্টুরতার বীভৎস্য মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। বিশ্বের কোলাহল ডুবাইয়া আর্ত্তের বিকট চীৎকার উত্থিত হইল। সে শোণিতে শোণিতে খেলা, আত্মায় আত্মায় লীলা, রণস্থল অতি ভীষণ ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

সহসা রাজা অমরপ্রসাদ দেখিলেন, অদূরে সসৈন্যে রোস্তম খাঁ। রাজা নিজ বাহিনী, ফিরাইয়া রোস্তম খাঁর দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু রোস্তম খাঁ রাজাকে আক্রমণে অগ্রসর না হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎ হটিয়া নদী তীরে আসিলেন। তদ্দর্শনে রাজা বিস্মিত হইলেন। রোস্তমের এ অদ্ভুত কার্য্যের কোনও অর্থ প্রণিধান করিতে পারিলেন না, না পারিলেও রাজা অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রোস্তমের সম্মুখে উপনীত হইয়া উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন, "রোস্তম খাঁ প্রাণে বুঝি শঙ্কা জেগেছে, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা বুঝি আর নাই—তাই পলায়নের সুযোগ অন্বেষণে যুদ্ধ স্থল ত্যাগে এই নদীতীরে এসেছ ?"

"শঙ্কা শব্দ পাঠানের অভিধানে সেই কাফের। তোমার ও তোমার কাফের সৈন্যের সব স্তূপে নদীবক্ষে সেতু নির্ম্মিত করবো বলে এখানে এসেছি। নাও আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হও,

বিলম্ব করো না,—ঐ দেখ, সূর্য্য পশ্চিম গগনপ্রান্তে এখনই অস্ত যাবে, বিলম্বে আমার আশা পূর্ণ হবে না।"

"শত জীবনেও তোমার আশা পূর্ণ হবে না রোস্তম। ঐ সূর্য্য ডুববে—সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্যও ঐ নদীগর্ভে ডুবে যাবে। নাও, এখন রাজপুতের আক্রমণ প্রতিহত কর।"

"রাজপুত পাঠানে ভীষণ সংঘর্ষ বাধিল। রক্ত-পিপাসু—দানবের ন্যায় উভয় পক্ষ রণ-রঙ্গে মাতিল।"

বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল,—বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য চির-শয্যায় শয়ন করিল। গাঢ় শোণিত প্রবাহ, নদী সলিল রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত করিল। এ নারকীয় পৈশাচিক দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া লোক-লোচন আকাশের কোলে মুখ লুকাইলেন।

রাজার ভীষণ অসির আঘাত ব্যর্থ করিয়া রোস্তম বলিলেন, "কাফের! দেখছি, তোমার উপর খোদার অসীম মেহেরবাণী—তোমার হত্যা বুঝি তাঁর অভিপ্রেত নয়—ঐ দেখ, সূর্য্য ডুবে গেছে; আর কেন, যুদ্ধ স্থগিত হোক।"

সংযত প্রহরণে রাজা বলিলেন,—"তোমারও উপর ভগবানের অসীম করুণা দেখ্ছি,—তাই আজ রাজপুতের আক্রমণ হ'তে অক্ষত দেহে পরিত্রাণ পেলে।"

"এ দম্ভ তোমার কাল থাকবে না;—কাল তোমার এ দম্ভ সত্রাসে, সভয়ে আমার পদতলে লুন্ঠিত হবে। এই বলিয়া রোস্তম খাঁ দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন,—সঙ্গে কতিপয় অশ্বারোহী মাত্র চলিল। অন্যান্য সৈন্যেরা ধীরে—শিবিরাভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রোস্তম খাঁ অদৃশ্য হইলেন।

রোস্তমের এইরূপ আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য্য হইয়া রাজা, নিজ বাহিনী শিবিরাভিমুখে পরিচালনা করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব পশ্চাতে ধীরে ধীরে চলিলেন।

রোস্তমের কথাই বারংবার রাজার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। প্রথমে যুদ্ধে আগমনে বিলম্ব,—তৎপরে রণস্থলে উদয়,—নদীতীরে গমন,—আকস্মিক দ্রুত প্রস্থান,—এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজা চলিয়াছেন।

সহসা অদূরে রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত অতি করুণ আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হইল। রাজার চিন্তা-সূত্র ভাসিয়া গেল।

আর একদিন এক বালিকা ধর্ম্মরক্ষার্থে এমনি ভাবে - এমনি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিল,—আর আজ যদি তাই হয়—যদি কোনও রমণী,—কল্পনায় রাজার গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠিল,—আর চিন্তা না করিয়া রাজা চীৎকার ধ্বনি লক্ষ্যে দ্রুতগতি অশ্বচালনা করিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, পুনরায় চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল—কিন্তু দূরে। রাজা দ্বিগুণ বেগে অশ্বচালনা করিলেন,—আবার চীৎকার ধ্বনি উঠিল,—তখনও দূরে। - রাজা যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন; চীৎকার ধ্বনিও তত দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

বিস্ময়ে রাজা ভাবিলেন—বুঝি কোনও রমণীকে, দস্যু অশ্বের

সাহায্যে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রাজা তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পবন গতিতে অশ্ব ছুটাইলেন। তখন রজত-খণ্ড পরিশোভনা রজত-বসনা চন্দ্রমা, স্তরে স্তরে রজত তরঙ্গ ছুটাইতেছিল। সেই রজত আলোকে রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, অদূরে রজত আলোর ন্যায় রজত-বস্ত্র পরিবৃতা এক রমণী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। সন্দেহে রাজা অশ্ব-রশ্মি সংযত করিলেন। সহসা অশ্ব বিকট রবে লম্ফত্যাগ করিল। অশ্বের আকস্মিক লম্ফে রাজা ভূমে পতিত হইলেন,—অশ্বটাও কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে তৃণদলোপরি পতিত হওয়ায় রাজা সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ভূমিত্যাগে দণ্ডায়মান হইতেই রাজার উভয় হস্ত পশ্চাৎদিক হইতে কে সজোরে চাপিয়া ধরিল। চকিতে পশ্চাতে চাহিয়া রাজা দেখিলেন—দুইজন পাঠান তাঁর হস্ত ধৃত করিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে মুক্তকৃপাণ হস্তে আরও কতিপয় পাঠান। পলকমধ্যে পাঠানেরা রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দুইজন পাঠান রাজার হস্তপদে লৌহ শৃঙ্খল পরাইল।

রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে, ক্রোধব্যঞ্জক কণ্ঠে রাজা বলিলেন,—'কে রে তোরা ফেরুপাল! অলক্ষ্য হ'তে বর্শা নিক্ষেপে আমার ঘোটককে নিহত ক'রে—কাপুরুষ তস্করের ন্যায় আমায় অস্ত্র গ্রহণেরও সময় না দিয়ে, অতর্কিত অবস্থায় বন্দী করলি,—কে তোরা ফেরুপাল!"

অট্টহাস্যে পশ্চাত হইতে একজন পাঠান বলিয়া উঠিল—"এ

কাপুরুষতা নয়,—রণ-কৌশল। তুমি নির্ব্বোধ, তাই একটা রমণীর চলন্ত চীৎকার লক্ষ্যে ছুটেছিলে।"

"এ নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, সরলতা। রোস্তম! রাজপুত ছলনা জানে না,—শেখে নাই! এ বাক্য, এ নীচ কৌশল,—এ ঘৃণ্য কাপুরুষোচিত ব্যবহার তোমাতেই শোভা পায়। তুমি পাঠান কুলের কলঙ্ক।"

"আমি পাঠান কুলের গৌরব। কাফের বধই ইসলামীয়ের ধর্ম্ম। ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে হ'ক, কাফের হত্যায় বেহেস্ত লাভ হয়। তবে আপাততঃ তোমায় বধ না করে বন্দী কর্‌লুম। কারণ তোমায় একেবারে হত্যা করা আমার অভিপ্রেত নয়,—ধীরে ধীরে, পলে পলে,—যাতনার উপর যাতনা দিয়ে তোমায় মার্‌বো। উপস্থিত, সে ভীষণ মৃত্যু কল্পনায় আন্‌তে পারিনি,—তাই তোমায় আপাততঃ বন্দী কর্‌লুম। সৈন্যগণ, বিনা বিলম্বে বন্দীকে অশ্ব পৃষ্ঠে তুলে নিয়ে এস।"

রোস্তম অশ্ব ছুটাইলেন। দুইজন সৈন্য রাজাকে অশ্ব পৃষ্ঠোপরি উঠাইয়া দিল,—একজন পাঠান সৈন্য রাজার অশ্বোপরি আরোহণে অশ্ব চালনা করিল। রাজার অশ্ব বেষ্টন করিয়া অপরাপর সৈন্যগণ অশ্ব ছুটাইল।

রাজার অনুসন্ধানে রাজপুত সৈন্যগণ ঘটনাস্থলে যখন উপস্থিত হইল—তখন রোস্তমের সৈন্যদল অদৃশ্য হইয়াছে।

সৈন্যগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথাও রাজাকে দেখিতে পাইল না—দেখিতে পাইল কেবল রাজার নিহত ঘোটকদ্বীকে।

ঘোটককে নিহত দেখিয়া তাহারা ভাবিল,—নিশ্চয়ই রাজা শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছেন। নিরাশ-ব্যথিত হৃদয়ে তখন তাহারা স্বীয় শিবিরাভিমুখে ফিরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠান শিবির। অসংখ্য অগণন শিবির শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নিশ্চল দণ্ডায়মান। যেন মোগল ভয়ে স্তব্ধ, ত্রস্ত; তাই শব্দ-হীন, উৎসাহহীন। প্রত্যেক শিবিরেই সৈনিকবৃন্দ; কিন্তু মূকের মত সব নীরব,—যেন সব প্রাণহীন,—তেজহীন।

মধ্যস্থলে পাঠান-সূর্য্য নবাব দায়ুদ খাঁর সুবিশাল শিবির। শিখরে পাঠান গৌরব—পাঠান স্বাধীনতার চিহ্ন—অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত রক্তিম-কেতন উড্ডীয়মান। কিন্তু সর্ব্ব উচ্চে—নবাব-শিবির-শীর্ষে স্থান লাভেও তার সে গর্ব্বময় পত্ পত্ শব্দ নেই—চঞ্চল নৃত্য নেই—তরঙ্গায়িত হিল্লোল নেই। শীর্ণ-কঙ্কালের ন্যায় শুধু দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি তার উন্নত মস্তক, মোগল পদতলে নিষ্পীড়িত, ধূলায় নিপতিত হইবার আশঙ্কায় ম্রিয়মান,—চিন্তা ভারে দেহ শীর্ণ, নত।

রজনী প্রথম যাম। আকাশে চাঁদ নাই,—ধরণীতে আলো নাই, সব অন্ধকার। কোমলা,—হাস্যাননা—প্রেমিকা-চন্দ্রমা, রণ-ক্ষেত্রে বীভৎস দৃশ্য দর্শনে পাছে মূর্চ্ছিতা হয়—তাই বুঝি

আকাশে ওঠে নাই, আঁধারের বুকে সেই—শবের পর্ব্বত শ্রেণী লুকাইয়া রাখিয়াছে।

রজনী প্রথম যাম, তথাপিও জগৎ নিস্তব্ধ। নিশাচর-কলরব নীরব। গৃহস্থের দ্বার অর্গল রুদ্ধ। যেন মহা আতঙ্কে—সকলের হৃদয়-যন্ত্র নিথর, কণ্ঠ শুষ্ক, বাক্য রুদ্ধ।

রজনী প্রথম যাম। যুদ্ধের রণ-বাদ্য, মৃত্যুপথ-গামীর আর্ত্তনাদ, বীরের গর্জ্জন, ঘনঘন অস্ত্র বরিষণ, মৃত্যুর লীলা, সয়তানের খেলা সব থামিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সব কোলাহল,—সব শব্দরাশিও থামিয়া গিয়াছে। জগৎ বিরাট নিস্তব্ধতার রাজ্যে নিমগন। পাছে, একটু মাত্র শব্দে সুপ্ত-শমন জাগ্রত হয়—পাছে চিরনিদ্রায় শায়িত সৈনিকের নিদ্রা ভঙ্গ হয়—এই শঙ্কাতেই যেন সব শব্দরাশি—একত্রীভূত হইয়া পরস্পরের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে।

শিবিরে শিবিরে রণক্লান্ত সৈন্যগণ নিদ্রিত—কেহ খট্টাঙ্গে, কেহ শয্যায়—কেহ ভূমিতলে নিদ্রাচ্ছন্ন। কাহারও উপাধান—নিজ হস্ত, কাহারও শিরবন্ধনী, কাহারও বা পুলিন্দারূপী পরিচ্ছদ। অবসাদগ্রস্ত সৈনিককুল যে যেখানে, যেভাবে পারিয়াছে—সেই খানেই, সেই ভাবেই নিদ্রিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে কেবল দু' একজন প্রহরী সঙ্গীন উত্তোলনে বীরপদ-ক্ষেপণে নিযুক্ত।

নবাবের পট্টাবাসটী যেমন সুবিশাল—তেমনি সু-মনোরম, সুশোভিত, বিবিধবর্ণে সুরঞ্জিত।

একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে নবাব দায়ুদ খাঁ উপবিষ্ট। কক্ষটী রমণীয় কমনীয় মোহিনী পটে, একেবারে নয়ন মনোহর না হইলেও তাহা শোভা সম্পদহীন নহে। কিংখাব বিমণ্ডিত বহুমূল্য আসনে,—অস্ত্রে শস্ত্রে বিভূষিত। অশ্ব পৃষ্ঠোপরি বিরাজিত পাঠানবীরগণের আলেখ্য, কল্পিত বীর-মূর্ত্তির প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তিতে উজ্জ্বল, সুসজ্জিত। আলোক মালায় কক্ষ এক গাম্ভীর্য্যময় শোভা ধারণ করিয়াছিল।

নবাবের কক্ষ দ্বার উন্মুক্ত। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া সম্মুখস্থ প্রস্তরের কিয়দংশ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। শিবিরের শত স্তিমিত দীপের মধ্যে সেই একটী কক্ষের উজ্জ্বল আলোক, অসংখ্য তারকার মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল।

একটী অতি মূল্যবান উজ্জ্বল মসৃণ কোমল আসনোপরি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি নবাব দায়ুদ খাঁ উপবিষ্ট।

নবাব গভীর চিন্তামগ্ন, প্রবল-ঝঞ্ঝার পূর্ব্বক্ষণের মত গম্ভীর। প্রস্তরমূর্ত্তির মত দেহ নিশ্চল, পদ্ম-বৃন্তের মত ললাটে শিরাসকল স্ফীত। কৃষ্ণ মেঘের মত মুখখানা তাঁর কালিমাচ্ছন্ন। দেখিলে বোধ হয়, সে বদনে কখনও হাস্যরেখা অঙ্কিত হয় নাই। গভীর, অন্তহীন—অন্ধকারাবৃত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি লইয়া সে বদন জলদ-ঘন মেঘেরই মত প্রতীয়মান হইতেছিল।

বায়ুর গতিতে যেমন তরঙ্গের গতি পরিবর্ত্তিত হয়—সেইরূপ চিন্তার গতিতে নবাবের বদনের ভাবও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

ক্ষুদ্র তরল মেঘমালাকে ব্যাত্যা যেমন এক প্রান্ত হইতে

অন্য প্রান্তে, আবার—আর এক প্রান্তে বিতাড়িত করে, নবাব-হৃদয়ও তেমনই চিন্তায় তাড়িত হইয়া উদ্বেলিত হইতেছিল। সদা আতঙ্ক—কি হয় কি হয়, সদা চিন্তা—কি হয় কি হয়, সদা আশঙ্কা—কি হয় কি হয়।

"সৌভাগ্য-সূর্য্য পাঠানের ললাটচ্যুত হইয়া বিরাট হাহাকারে সাগরগর্ভে লীন হবে, না জগত আলোকিত পুলকিত করিয়া উদিত হবে ?- উত্থান, না পতন ? জীবনের আলোক, না মরণের অন্ধকার ? অন্ধকার, গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকার। এই বিপুল অন্ধকার ভেদ ক'রে আলোকময় রাজ্যে উপনীত হ'তে পারতুম, যদি রাজপুত আমার সহায় থাকতো। এ বুদ্ধি, এ দৃষ্টি আগে কেন পাই নি ? তা' হলে—তা'হলে বোধ হয়, পাঠান-গৌরব ভারতবক্ষে চির ক্ষোদিত থাকতো। ভুল—ভুল, মহাভুল, মহা-অন্ধকারে এতদিন পতিত ছিলুম ! এতদিন ধর্ম্ম পুণ্যের মেদ-মজ্জায় গঠিত হিন্দুদের চিনিনি। কেবল সেই একদিন পুণ্য প্রভাতে এক বালিকার দৃষ্টান্তে যা বুঝেছি, তার অধিক আর বোঝাবার প্রয়োজন নেই, বুঝতে চাইও না। যে জাতির মধ্যে এমন বালিকা জন্মাতে পারে, সে জাতি খোদার মেহের-বাণীতে পরিপুষ্ট, বেহেস্তের আবরণে তা'দের হৃদয় আবরিত। দোজাক্ তাদের দেখে দূরে সরে যায়। জগতের আদর্শ মানবের আদর্শ এই হিন্দু জাতি। ধর্ম্মে, পুণ্যে, রাজ-সেবায়, আতিথেয়তায় এ জাতির সমকক্ষ জাতি এ দুনিয়ায় আর নেই। ধর্ম্মের গণ্ডী ত্যাগে এ জাতি যদি একত্রে একধার

ভাই ভাই বলে কণ্ঠালিঙ্গনে স্ফীতবক্ষে দাঁড়ায়—একবার যদি জাতিগত ঈর্ষা-দ্বেষ-ক্রোধ বিস্মৃত হয়ে সমস্বরে সমকণ্ঠে সমবাক্যে 'জয়তী জয় ভারতভূমি' ব'লে ডাকে, তা'হলে সে ধ্বনিতে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠে ধসে যায়। কিন্তু তা হবার নয়, হিন্দুর উত্থান অসম্ভব। হিন্দুর সহস্র গুণ থাকলেও তাদের একতা নেই, এই একতা যদি থাক্‌তো, তা' হলে আকবর আজ বিশ কোটী লোকের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে ভারত সিংহাসনে বসতে পারতেন না। আমারও হস্ত হতে বহুদিন পূর্ব্বেই বঙ্গের রাজদণ্ড খসে পড়তো। হিন্দুর প্রভূত শক্তি, এ আমি না বুঝ্‌লেও অতি তীব্র বুদ্ধি আকবর-সা তা বুঝেছিলেন, তাই রাজা টোডরমল্ল ও রাজা মানসিংহ রূপ দুই মত্ত বারণকে স্নেহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রেছেন। এই দুই হিন্দুবীরের শক্তিতেই মোগলের সিংহাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এই দুই বীরের সহায়তা যদি আকবর-সা না পেতেন, তা হলে আজ পাঠানের শক্তির চাপে তাঁর স্বর্ণ সিংহাসন শতধা চূর্ণ হয়ে যেত।"

এমন সময়ে এক প্রহরী সভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে ভূমিস্পর্শে কুর্ণিশ করিল।

এই অসময়ে সহসা প্রহরীর আগমনে বিরক্ত হইয়া নবাব রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাস্ বেত্‌মিজ!"

পুনঃ কুর্ণিশে শুষ্ককণ্ঠে প্রহরী বলিল, "জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শিবিকায় এক হিন্দু আওরৎ অপেক্ষা করছেন। আপনীর আদেশ—"

প্রহরীর বাক্য সমাপ্ত না হইতেই অতি বিস্ময়ে নবাব বলিলেন, "হিন্দু রমণী! এই গভীর নিস্তব্ধ নিশায় হিন্দু আওরৎ! সঙ্গে তার কয় জন রক্ষী আছে?"

"এক জনও রক্ষী নেই, মেহেরবান।"

"তা হলে উন্মাদিনী। এই রাত্রে, এই সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত সৈন্য-সাগর মধ্যে এমন কেউ দুঃসাহসিনী রমণী নেই, যে একাকিনী বঙ্গেশ্বরের সহিত সাক্ষাতাভিলাষিণী হ'য়ে আসে।"

"সত্যই সে উন্মাদিনী নবাব।" নবাব উৎসুকনেত্রে দেখিলেন—দ্বারপথে এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি। তড়িতে আসন ত্যাগে কুর্ণিশ করিতে করিতে নবাব বলিলেন, "একি জননী, তুমি। তুমি এখানে এ সময়ে কেন মা? আদেশ ক'রলেই তো সন্তান তোমার নিকটে যেতো।"

"নবাব! আজ আমি তোমার নিকট জননীরূপে আসিনি, এসেছি—ভিখারিণীরূপে।"

"তুমি ভিখারিণী—আশ্চর্য্য! তুমি বঙ্গেশ্বরের জননী—রাজ-নন্দিনী, রাজরাণী। তুমি ভিখারিণী! একি প্রহেলিকা মা?"

"এ প্রহেলিকা নয় নবাব, এ সত্য, ধ্রুব, প্রত্যক্ষ। আজ সত্যই আমি তোমার নিকট ভিক্ষার্থিনী। একটী ভিক্ষা, শুধু একটী ভিক্ষা দেবে কি? এ দীনা ভিখারিণীকে একটী ভিক্ষা দেবে কি নবাব?"

"এ প্রাণ তোমার, রাজ্য তোমার, তোমায় কি ভিক্ষা দেবো

মা ? তোমারই অসীম করুণায় আজও আমি জীবিত, আজও আমি বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করছি—তোমায় আমার অদেয় কি থাকতে পারে মা ? বল জননী, আদেশ কর মাতা—কি তোমার চাই !”

“দেবে কি,—যা চাইব তা দেবে কি ?”

“সন্তানের প্রতি আজ এত অবিশ্বাস কেন মা ! যুদ্ধ ব্যবসায়ী বিদেশী বিধর্ম্মী পাঠান হ'লেও আমি অকৃতজ্ঞ পশু বা সয়তান নই। শপথ করছি জননী, তুমি যা চাইবে, বিনা বাক্যে আমি তাই দেব। যদি আমার মস্তক অথবা শিরহীন দেহ চাও, নিজ হাতে তাও তোমায় উপহার দেব। যদি হৃদ্‌পিণ্ড, দেহের শোণিত চাও, অম্লান বদনে তৎদণ্ডেই তা পাবে। যদি বঙ্গের শাসন দণ্ড চাও,—নির্ব্বাকে বঙ্গ সিংহাসন ছেড়ে দেব,—এইবার বল মা, কি চাও !”

“আমার স্বামী রাজা অমরপ্রসাদের মুক্তি ভিক্ষা চাই।”

‘সেকি ! তোমার স্বামী কি পাঠান শিবিরে বন্দী ?”

“হাঁ—নবাব।”

“কই, আমি তো কিছুই জানি না। বোধ হয় সৈন্যাধ্যক্ষ রোস্তম তাঁকে বন্দী করেছে। রাজার প্রতি তার অত্যন্ত ক্রোধ, রাজাকে বন্দী কর্‌তে সদাই সে সচেষ্ট। একদিন অপ্রস্তুত রাজাকে সে নিহত করতে উদ্যত হয় ; কিন্তু আমার জন্য তা পারেনি। তুমি নিশ্চিন্তে গৃহে ফিরে যাও মা,—আমি এই মুহূর্ত্তে অনুসন্ধান ক'রে—রাজাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আর শুনে যাও

মা,—নবাব দায়ুদ খাঁ হতে তোমার স্বামীর কোনও অমঙ্গল হবে না, হতে দেবো না।"

তাহার পর প্রহরীকে লক্ষ্যে বলিলেন,—"যাও প্রহরী! সসম্মানে এই নারীকে তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দাও। কোনও রূপ সম্মানের যেন ত্রুটী না হয়,—জেন, ইনি আমার জননী।"

কুর্ণিশ করিয়া প্রহরী অগ্রসর হইল। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে,—মহত্ত্ব-মুগ্ধা রাণী উর্ম্মিলা বালা বলিলেন,—"নবাব, নবাব, তুমি উপমার বহির্ভূত,—কল্পনার অতীত তোমাব চরিত্র। ধন্য তুমি, ধন্য আমি তোমায় সন্তানরূপে পেয়ে। তুমি শুধু পাঠান-অধিপতি নও তুমি জাতির গৌরব, পাঠানের কীর্ত্তি-কিরীট। তোমার ঋণ—তোমার উদারতা,—কখনও ভুলবো না, এ উজ্জ্বল আদর্শ ভোলবারও নয়। তবে চল্লাম পুত্র। হাঁ—আর একটা কথা,—রাজা যেন জান্‌তে না পারেন যে আমিই তাঁর মুক্তির উপলক্ষ, তা' হলে বীরত্বাভিমানী তেজস্বী রাজা, কখনই মুক্তি ভিক্ষা নেবেন না,—আত্মহত্যা কর্‌বেন,—তথাপিও এ লজ্জার মুক্তি নেবেন না। তাই অনুরোধ—তাঁর মুক্তির রহস্য যেন অপ্রকাশ থাকে।"

রাণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রহরী অগ্রে অগ্রে চলিল।

রাণী কক্ষ ত্যাগ করিলে নবাব উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"কৈ হ্যায়?"

অপর একজন রক্ষী সভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন

করিল। তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়াই নবাব বলিলেন,—"জলদি রোস্তম খাঁকো বোলাও। যাও—"

নিঃশব্দে নির্ব্বাক-রক্ষী কক্ষ ত্যাগ করিল।

চিন্তাঘাত—অবসাদগ্রস্ত দেহভার নবাব আর বহন করিতে পারিলেন না;—কোমল আসনে দেহভার ন্যস্ত করিলেন।

এমন সময়ে রোস্তম খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নবাব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

তৎদৃষ্টে নবাব ডাকিলেন, "রোস্তম!"

"সাহান-সা!"

"রাজা অমরপ্রসাদ নাকি বন্দী হয়েছেন?"

"হাঁ জাঁহাপনা।"

"কে বন্দী করেছে?"

"আমি।"

"যুদ্ধক্ষেত্রে?"

"শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়—সশস্ত্রে—"

"উত্তম,—তাঁকে সসম্রমে এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করে দাও গে।"

"সে কি! রাজা অমরপ্রসাদ আমাদের মহা শত্রু—"

"তা জানি!"

"তাঁকে মুক্ত ক'রলে আমাদের মহা বিপদ।"

"তা জানি।"

"প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ যা করবার, তা করেছেন রাজা টোডরমল্ল

ও অমরপ্রসাদ,—সুতরাং রাজা অমরপ্রসাদকে মুক্তি দিলে আমাদের যুদ্ধে জয় লাভের আশা অদৃশ্য হবে।"

"তা জানি। জানি যে, নিজ হাতে আমি আমার নয়ন উৎপাটিত করছি, নিজের হৃদপিণ্ড উৎপাটনের আদেশ দিচ্ছি—নিজের একটা অঙ্গহানি করবার ব্যবস্থা করছি। জানি, রাজা অমরপ্রসাদ মহারথী, পাঠানের মহা শত্রু—তাঁকে মুক্তি দিলে পাঠানের জয় আশা নাই। তথাপিও তাঁকে মুক্তি দিচ্ছি।"

"এর অর্থ!"

"এর অর্থ! এর অর্থ তুমি বুঝ্‌তে পারবে না রোস্তম। এখন যাও—রাজসম্মানে তাঁকে মুক্ত করে দাও গে। সাবধান, তাঁর প্রতি কোনওরূপ কু-আচরণ বা রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করোনা। ক'রলে—মার্জ্জনা পাবে না—দয়া পাবে না—অতি গুরুদণ্ডে তোমায় দণ্ডিত করবো। যাও—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"নশীর!"

"আজ্ঞে জাঁহাপনা!"

"নশীর—সব বৃথা হল।"

"কি বৃথা হ'ল, হুজুর?"

"আমাদের উদ্যম, কৌশল, পরিশ্রম সব বৃথা হল। নবাবের কঠোর আদেশ, এই মুহূর্ত্তে রাজা অমরপ্রসাদকে মুক্ত করতে।"

"সে কি, নবাব কি করে জানলেন যে রাজা আমাদের বন্দী হয়েছেন ?"

"তা জানি না। কে প্রকাশ করেছে—তাও কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

"আমরা যে তাঁকে কৌশলে বন্দী করেছি, এ কথাও কি নবাব অবগত হয়েছেন ?"

"না। আমায় এ বিষয়ে প্রশ্ন করায়, আমি উত্তরে বলেছি, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয়েছেন। নবাব অন্তরে কি বিশ্বাস করেছেন তা জানি না, তবে এই মুহূর্ত্তে রাজাকে মুক্ত করে দিতে কঠোর ভাবে আমায় আদেশ করেছেন। নসীর, এখন উপায় ?"

"তাই তো হুজুর, বড় যে ভাবিয়ে তুল্‌লেন! উপায় যে কিছু ভেবে পাচ্ছি না। বরং সন্দেহে, শঙ্কায়—উপায়, নিরুপায়ে দূরে চলেযাচ্ছে। এত বড় একটা পাঠানের রাহুরূপী শত্রুকে কেন যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নবাব মুক্ত করে দিচ্ছেন, তা তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এ যেন এক মহা রহস্যাবৃত—সত্যই এ এক মহা-রহস্যাবৃত ঘটনা। নিশ্চয়ই এ মুক্তিদানের মধ্যে কোন না কোন রহস্য জড়িত আছে। কিন্তু কি যে সে রহস্য, তা শত চিন্তাতেও উপলব্ধি ক'রতে পারছি না। যে রহস্যই নিহিত থাক্ না কেন, নবাবের অখণ্ডনীয় আদেশে আমায় রাজাকে মুক্তি দিতেই হবে। ওঃ! যে কাফেরকে ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছি;—হেয় জ্ঞানে যে কাফেরকে উপেক্ষা করে এসেছি,—সেই কাফেরের নিকট হীনতা স্বীকার ক'রে, তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। যে কাফেরের

নিকট বার বার পরাজিত,—যে কাফেরের অপমান-ক্ষতে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বালাময়, সেই কাফেরকে হত্যা না করে, প্রতি-শোধ না নিয়ে—আজ আমায় তাকে সসম্মানে মুক্ত ক'রতে হবে। নিজের শপথ বিস্মৃত হয়ে,—অপমানের গুরুভার দূরে সরিয়ে, আজ কিনা উপযাচক হ'য়ে তাকে মুক্ত ক'বতে হবে। নশীর—নশীর! এ অপমানে মরণেচ্ছা জেগে উঠ্‌ছে। নশীর! এ অপমান-মৃত্যু থেকে উদ্ধারের কি কোনও উপায় নেই?"

করে কর নিষ্পেষিত করিতে করিতে স্তাবক নশীর ক্ষণিক চিন্তার পর বলিল—"একটা উপায় আছে জাঁহাপনা।"

সোৎসাহে রোস্তম বলিয়া উঠিলেন, "আছে? উপায় আছে? নশীর—নশীর! শীঘ্র বল কি সে উপায়।"

"রাজাকে মুক্ত করে দিয়ে, আজই পথিমধ্যে ঘাতকের দ্বাবা হত্যা করা—"

"অসম্ভব।"

"অসম্ভব কেন হুজুর?—গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারময়ী রজনী,—কেউ কিছু দেখতে পাবে না—জান্‌তে পারবে না। সকলেই বুঝ্‌বে, দস্যু কর্ত্তৃক রাজা নিহত হয়েছেন।"

"ভুল বুঝেছ নশীর! সকলেই বুঝবে, যে আমিই রাজার হত্যাকারী। নবাব বিশেষরূপে জানেন্—জানেন কেন, সে দিন রাজার শিবির আক্রমণে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, যে আমিই রাজার একমাত্র মহাশত্রু। আজ নিশিথে সহসা রাজার নিধনে নবাবের মনে আমার প্রতি সন্দেহ হবে। হয়ত্তো—

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই নবাব আমায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। শুধু তাই নয়, রাজা অমরপ্রসাদের সহসা মৃত্যুতে মোগল, রাজপুতের সন্দেহও পাঠানের উপর হবে। জন-প্রিয় রাজার হত্যায় সমগ্র রাজপুত জাতি ক্ষেপে উঠবে, তখন পাঠানের নাম, পাঠানের স্মৃতি ভারতবক্ষ হ'তে বিলুপ্ত হবে। নশীর! আমি ব্যক্তিগত ভাবে রাজার শক্র হলেও পাঠানের নই; পাঠানের অমঙ্গল প্রয়াসী নই, ববং পাঠানের গৌরব প্রার্থী— নিজের জাতির গৌরব কামনা যে না করে, তার মরণই মঙ্গল। নশীর! এ উপায় ত্যাগে—অন্য উপায় থাকে তো বল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নশীর বলিল, "আর একটা উপায় আছে।"

"কি উপায়?"

"আজ সন্ধ্যায় বন্দী করে, আবার আজই রাত্রে সহসা অযাচিত ভাবে রাজাকে মুক্তি দিলে, রাজা ভাববেন,—মোগলের ভয়ে কিম্বা নবাবের আদেশে আপনি তাঁকে মুক্তি দিচ্ছেন, তাতে আরও অপমান। তার চেয়ে রাজাকে এখানে আনিয়ে বলুন— যে তিনি যদি যুক্ত করে মুক্তি ভিক্ষা চান, তা'হলে আপনি মেহেরবাণী করে মুক্তি দিতে পারেন। শক্রর অন্ধকারাগৃহে বন্দী হয়ে থাকতে কেউ চায় না;—রাজা নিশ্চয়ই আপনার নিকট মুক্তি ভিক্ষা চাইবেন, তখন আপনি তাঁকে মুক্ত করে দেবেন, তাতে আপনার কলঙ্ক নেই, বরং গৌরব আছে, অথচ নবাবেরও আদেশ প্রতিপালন করা হবে।

"তুমি ঠিক বলেছ নশীর, অতি সুন্দর যুক্তি তোমার। আমি এখনই রাজাকে এখানে পাঠাবার জন্য কারারক্ষককে আদেশ পত্র পাঠাচ্ছি।"

লেখনী গ্রহণে রোস্তম খাঁ আদেশ পত্র লিখিয়া ডাকিলেন, "কৈ হ্যায় ?"

কুর্ণিশ করিতে করিতে এক বান্দা আসিয়া রোস্তম খাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রোস্তম খাঁ আদেশ পত্রখানি বান্দার হস্তে প্রদানে বলিলেন, "ইয়ে ফারমান, জেল দারোগা কো পাশ লে যাও—"

নীরবে আদেশ পত্র গ্রহণে বান্দা প্রস্থান করিল।

তখন কথঞ্চিত আশ্বস্ত-হৃদয়ে ঈষৎ হাসিয়া রোস্তম খাঁ প্রিয় অনুচর নশীরকে লক্ষ্যে বলিলেন, "নশীর, এই জন্যই তুমি আমার এত প্রিয়। তোমার মন্ত্রণা, তোমার পরামর্শ, তোমার কৌশল শতবার আমাব অন্ধকার-পথে আলোক ধরেছে। শতবার শত বিপদে সাহায্য করেছে, সেইজন্যই তোমায় আমি এত ভালবাসি।"

মুখভরা হাসি লইযা নশীর বলিল, "আজ্ঞে, এ বান্দাকে যে ভালবাসেন—সেটা আপনারই মেহেরবাণী। প্রত্যেক ভৃত্যেরই তো কর্ত্তব্য—প্রভুর মঙ্গল-সাধন। সুতরাং আমি যা করেছি—সে শুধু কর্ত্তব্য সাধনই ক'রেছি মাত্র।"

এমন সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজা অমরপ্রসাদ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সশস্ত্র প্রহরী। রাজাকে দর্শনে

গম্ভীরাননে, গম্ভীর কণ্ঠে রোস্তম বলিলেন, "এই যে কাফের—আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা কচ্ছি।"

উপেক্ষাপূর্ণ কণ্ঠে রাজা বলিলেন, "শুনে সন্তুষ্ট হলুম রোস্তম, যে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো। যখন অপেক্ষা করছো, তখন নিশ্চয়ই আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা স্থির ক'রেছ। আমিও তাই চাই—এখনও পাঠান স্পর্শিত বারিও আমি স্পর্শ করি নাই, করবো না—স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই আমি মৃত্যু চাই। বল রোস্তম—আমার মৃত্যুর কি ব্যবস্থা করেছ ?"

"সে ব্যবস্থার কথা শুনলে তোমার আপাদ মস্তক কম্পিত হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু কাফের, তুমি যদি জানু পেতে মুক্তি ভিক্ষা চাও, তা'হলে সে ভিক্ষা পূর্ণ করতে পারি।"

উন্নত বক্ষে, উন্নত মস্তকে, উচ্চ কণ্ঠে রাজা বলিলেন, "জানু পেতে মুক্তি ভিক্ষা! কার কাছে ?"

সদম্ভে রোস্তম বলিলেন, "আমার কাছে ?"

"কখনই নয় রোস্তম, এ কল্পনা দূরে অপসৃত কর। স্বপ্নেও ভেবো না, যে রাজা অমরপ্রসাদ তোমার ন্যায় কাপুরুষ, তস্করের নিকট মুক্তি ভিক্ষা নিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে।

"আর, আমি যদি মুক্তি দিই রাজা ?"

শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে রোস্তম দেখিলেন, রাজপথে স্বয়ং নবাব দণ্ডায়মান। কম্পিত কলেবরে আসন ত্যাগে রোস্তম ভূমিস্পর্শে কুর্ণিশ করিলেন। শঙ্কাভিভূত নশীর, কুর্ণিশ করিতে করিতে কক্ষের কোণে আশ্রয় লইল। প্রহরীদ্বয়

সসম্মানে নবাবকে অভিবাদনে, রাজাকে ত্যাগে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাজা অমরপ্রসাদ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে নবাবের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নবাব কোনও দিকে কিছুমাত্র দৃকপাত না করিয়া ধীর পদক্ষেপে নিকটে অগ্রসর হইয়া রাজার শৃঙ্খল স্বহস্তে মুক্ত করত বলিলেন, "রাজা, তোমায় লৌহ শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত ক'রে, আমার প্রীতির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলুম।"

সত্যই রাজা নবাবের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

রোস্তম তখন আকুল প্রাণে খোদার নাম স্মরণ করিতে-ছিলেন। একবার যদি রাজা তাঁর বন্দী হবার কারণ নবাবকে বলেন, তা'হলে তাঁর সব বাক্য প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। নবাবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এখনই তাঁহাকে হয়তো ভস্মসাৎ করবে,—তাই কম্পান্বিত রোস্তম খোদার নাম স্মরণ করিতেছিলেন।

রাজাকে আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত করিয়া নবাব বলিলেন, "রাজা, তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শে আমি আজ ধন্য হলুম।— যাও রাজপুতের গৌরবস্তম্ভ—বীরত্বের দীপ্ত সূর্য্য, তুমি মুক্ত! প্রহরী, অশ্ব-রক্ষককে আমার আদেশ জানিয়ে বলিস,—যেন এই মুহুর্ত্তে রাজাকে একটী উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করে, আর তোরা রথী স্বরূপ, রাজার সঙ্গে গিয়ে নির্ব্বিঘ্নে রাজাকে তাঁর শিবিরে পৌছে দিয়ে আসিস্—যদি রাজাকে

নিরাপদে তাঁর শিবিরে রেখে আস্‌তে না পারিস, তা হ'লে তোদের শির যাবে জানিস্।" তারপর রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তবে বিদায় দাও রাজা! কাল যুদ্ধক্ষেত্রে আবার দেখা হবে।"

"পাঠানপতি, তোমার এ মহত্বে সুখী হ'তে পারলুম না।"

"কেন রাজা!"

"মহত্বের নিকট বীরত্বও পরাজিত। শত্রুকে এভাবে মুক্তি দেওয়া, প্রীতির আলিঙ্গনে বদ্ধ করা—এযে শুধু কল্পনার। সেই কল্পনা আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লুম। নবাব, তোমার এই দেব-দুর্ল্লভ মহত্বের নিকট আমার বীরত্বের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে পড়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে, কর্ত্তব্য-বিবেক সব ভাসিয়ে দিয়ে, এই মহত্বের পূজা করি। কিন্তু, কিন্তু—কর্ত্তব্যের আবর্ত্তনে তুমি আমার পরম শত্রু, আমিও তোমার শরম শত্রু।"

ঈষৎ হাস্তে নবাব বলিলেন, "সে—রণস্থলে, এখানে নয়। এখানে তুমি আমার পরম মিত্র— পরমাত্মীয়। কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে শত্রু হয় না, তুমি যখন ভারতবর্ষে মোগলের প্রতিষ্ঠাকল্পে অস্ত্রধারণ করেছ, তখন সেই কার্য্য সম্পাদনে বীরত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী-গগন মার্গে উড্ডীয়মান করে,—জগত-বাসীর পূজার পাত্র হও।" নবাব কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

---

৩১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আজ শেষ যুদ্ধ। আজ বিজয়-লক্ষ্মী জয়মাল্য পরাইয়া বাংলার ভাগ্য-বিধাতা নির্ণীত করিবেন,—তাই আজ উভয় পক্ষই জীবনের মমতা শূন্য হইয়া রণোন্মত্ত। সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রোৎসাহিত বাক্যে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত।

কেশরীবৎ রোস্তম খাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া রাজা অমর-প্রসাদ বলিলেন, "রোস্তম খাঁ, আজ আর একাকী নই—বা ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাষ্ঠ আজ আর আমার অস্ত্র নয়—বহু নর-শোণিত-রঞ্জিত, বীরত্ব-বিভূষিত, সুশাণিত সুদীর্ঘ অস্ত্র আজ আমাব হস্তে। তোমার জীবনের আজ শেষ দিন।"

"মরবো সত্য, কিন্তু তোমাকে না মেরে মরবো না। এই জীবন সমরাঙ্গনে তোমার জীবনের যবনিকা পতিত হবে।"

"রণ-মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের অতি গৌরবের। কিন্তু তুমি যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন আর সে সৌভাগ্য আমার উদয় হবে না।"

"ভুল! তোমার সৌভাগ্য উদিত প্রায়।

এই বলিয়া রোস্তম খাঁ রাজার শিরঃলক্ষ্যে ভীষণ খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কৌশলী রাজা শিক্ষিত অশ্বকে ইঙ্গিতে চালিত করিয়া, লক্ষিত স্থান হইতে ঈষৎ পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন।

রোস্তম খাঁর উত্তোলিত অসি সজোরে তাঁরই অশ্বের ললাটে

পতিত হইল, আহত অশ্ব চীৎকার রবে লম্ফত্যাগ করিল,—রোস্তম খাঁ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই সুবর্ণ অবসর রাজা ত্যাগ করিলেন না।

তিনি অতি ক্ষিপ্র হস্তে রোস্তমের হৃদয় লক্ষ্যে কৃপাণাঘাত করিলেন। দীর্ণবক্ষে, বিকট চীৎকারে রোস্তম ভূ-লুণ্ঠিত হইলেন।

করুণহৃদয় রাজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া জননীর ন্যায়—অর্দ্ধাঙ্গিনীর ন্যায়—চৈতন্যহীন রোস্তমের লুণ্ঠিত মস্তক উপাধান স্বরূপ উরুদেশে রক্ষা করিলেন।

শত্রু-মিত্র, হিংসাদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, এ মহিমাময় অথচ করুণ; উজ্জ্বল অথচ ম্লান, এ স্বর্গীয় অথচ লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল।

রাজা নিজ অধীনস্থ সৈন্যগণের এক জনকে আহ্বানে শীঘ্র বারি আনয়নার্থে আদেশ কবিলেন। নিকটেই নদী, সৈনিক রাজাদেশে বারি আনিল।

অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে রাজা রোস্তমের ক্ষতস্থান উত্তম-রূপে ধৌত করিয়া স্বীয় উষ্ণীষের একাংশ ছিন্ন করিয়া বাঁধিয়া দিলেন।

রাজার আন্তরিক শুশ্রূষায় অচিরেই রোস্তমের চৈতন্য হইল। ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রোস্তম দেখিলেন—রাজার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রক্ষিত, ক্ষতস্থানও বাঁধা রহিয়াছে।

রাজার মুখ প্রতি কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে রোস্তম ডাকিলেন, "রাজা!" যে রসনা কাফের সম্বোধনেও

তৃপ্ত হইত না, সেই রসনায় রাজা শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় সত্যই অমরপ্রসাদ একটু বিস্মিত হইলেন।

উত্তর না পাইয়া রোস্তম পুনরায় ডাকিলেন, "রাজা !"

"কেন বীর, বড়ই কি যাতনা হচ্ছে ?"

"না রাজা, বড়ই আরাম অনুভব কচ্ছি।"

"তবে ?"

"তবে একি দেখছি রাজা ?"

"কি দেখ্‌ছো সেনানি ?"

"কি করে, কেমন করে বোঝাব কি দেখছি। যে দৃশ্য, যে ছবি জীবনে কখনও দেখিনি, দেখবার আশা করিনি, কল্পনাও করিনি—সেই অত্যুজ্জ্বল দৃশ্য, সেই অচিন্তনীয় ছবি আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি।—স্বর্গীয়, পবিত্র, মধুর, মহান ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাণ হৃদয় তৃপ্ত করে এ দৃশ্য দেখবার অবসর নেই, ডাক এসেছে, এখনই সেই মেহেরবানের নিকট যেতে হবে।"

"নিরাশ হচ্চ কেন বীর, শিবিরে চল,—চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করবে।"

"অসম্ভব ! আমি বেশ বুঝছি—দিব্য চক্ষে আমি বেশ দেখছি—মহাকাল আমায় নিতে ছুটে আসছে। কিন্তু মহাকাল সন্নিকট জেনেও আমি ভীত নই—এ আমার অতি শান্তিময় সুখমৃত্যু। আজ এক নূতন সূর্য্য—নূতন আলোক বিকীরণে—নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত ! কি এক স্বর্গীয় মধুর ভাবে হৃদয় আমার ভরপুর হ'য়ে উঠেছে—মলয় সমীর অপেক্ষা অতি শান্ত কোমল

স্নিগ্ধ-সমীরণে—সমস্ত দেহ অতুল পুলকে কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। এক করুণাবান—মহা প্রাণ দেবতার পবিত্র স্পর্শে আমার অন্তরের সমস্ত আবিলতা, আবর্জ্জনা দূরে অপসৃত হয়ে—নব-আলোক রাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। রাজা, রাজা! তুমি মানুষ, না দেবতা?”

“দেবতা তো নই-ই, বোধ হয় ঠিক মানুষও নই।”

“তুমি মানুষ নও, তবে এ জগতে মানুষ কে? তুমি জগতের শিক্ষাদাতা—বসুমাতার গৌরব গাথা—রাজপুতের কীর্ত্তি কথা। তুমি আর্ত্তের ভয়ত্রাতা – বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা, দরিদ্রের অন্নদাতা। তুমি পতিতের কাণ্ডারী, পাপীর ধর্ম্মের দুয়ারী—নিরয়গামীর রক্ষাকারী। সত্যই তুমি মানুষ নও রাজা—দেবতা। তোমায় সহস্র সেলাম।”

“দেব আসনে আমায় বসালে—সে আসন অপবিত্র হবে; দেব-নামে সম্ভাষণ করলে, তাঁদের নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে রোস্তম।”

“সে আসন আরও পবিত্রতার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে,—তোমার নামে, দেবতার নাম অতুল শ্রী-বিমণ্ডিত হবে। রাজা, মহাপাপী, মহাতাপী আমি;—তাই তোমায় না চিনে, না বুঝে, ঈর্ষায়, ক্রোধে সয়তানের মত তোমায় হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলুম। মহাত্মা-মহাপুরুষ তুমি,—এই অন্তিমে আমার সে সব অপরাধ বিস্মৃত হয়ে, আমায় ক্ষমা কর রাজা!”

“আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করলুম ভাই!

"ব্যস, নিশ্চিন্ত আমি। তোমায় আর কি বল্‌বো রাজা,—তুমি—তুমি—শুধু ধন্য, শুধু ধন্য। করুণাবান দেবতা, যখন ক্ষমা করেছ, তখন অনন্ত-পথ-যাত্রী পাপীকে আশীর্ব্বাদ কর। আশীর্ব্বাদ কর রাজা—যেন জন্মান্তরে তোমাকেই শত্রুরূপে, দেবতারূপে পাই,—যেন বীরত্বের পূজা ক'রে,—রণাঙ্গনে বীরের মত অস্ত্র উপাধানে মাথা রেখে মরতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর রাজা, যেন রাজপুতের ভঙ্গিমায় সোজা হয়ে জগতের বক্ষে দাঁড়াতে পারি, যেন মানুষ ব'লে জগতের নিকট পরিচিত হতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর রাজা—যেন কর্ত্তব্যের ভেরী-নির্ঘোষে সারা বিশ্বকে জাগরিত করতে পারি, যেন রাজপুতের দয়া, দাক্ষিণ্য—আতিথেয়তা প্রভৃতি মহৎ গুণলাভে—সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে দুনিয়া উজ্জ্বলিত করতে পারি।"

রোস্তম খাঁর কণ্ঠ নীরব হইল, রাজা ডাকিলেন, "রোস্তম খাঁ?"

উত্তর নাই।

পুনরায় রাজা ডাকিলেন, "রোস্তম খাঁ?"

তথাপিও উত্তর নাই। উত্তর তখন মহাশূন্যে চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কূট-বুদ্ধি, কূট-নীতি-বিশারদ সু-কৌশলী মোগল সেনাপতি হুসেনকুলী খাঁর আক্রমণে—প্রতিপলে, দলে দলে পাঠান সৈন্য ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। নবাব দায়ুদ খাঁ বুঝিলেন—মোগলের জয় অনিবার্য্য, পাঠানের আত্মরক্ষা করাও দুরূহ। সত্য বটে,, পাঠান অসম সাহসিক—তাহারা অটল মেরুব মত দাঁড়াইয়া মোগলের অস্ত্র বুক পাতিয়া লইল,—তথাপিও কেহ তিল মাত্র পশ্চাৎপদ হইল না।

অবিশ্রান্ত শক্তিবল হ্রাসে, নবাবেব হৃদয় আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে রোস্তম-বিজয়ী বীর, রাজা অমরপ্রসাদ স্বসৈন্যে সেনাপতির সাহায্যার্থে পাঠান সৈন্য আক্রমণ করিলেন।

নবাবের হৃদয়ের এক কোণে,—যে এতটুকু ক্ষীণ, ম্লান, আশা-রশ্মি নির্ব্বাণোন্মুখ স্তিমিত দীপের ন্যায় উঁকি ঝুঁকি মারিতে-ছিল, এবার তাহাও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইল। নবাব বুঝিলেন—এবার আর পাঠানের রক্ষা অসম্ভব, নবাব নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

সহসা আশাদেবী কোমল মধুর মৃদু কণ্ঠে নবাবের কাণে কাণে বলিল, বঙ্গেশ্বর! বৃথা কেন নিরাশ হচ্ছ! এবার পরাজিত হলেও আবার অন্য যুদ্ধেতো জয়ী হতে পার, তবে কেন আমায় বিদায়

দিচ্ছ ! পলায়ন কর, পূর্ব্বের যুদ্ধে পালিয়েছিলে—তাই তো আবার দিনকতক নবাবী করে নিলে,—এবারও পালাও, পার—আবার আক্রমণে মোগলকে বঙ্গ হতে বিতাড়িত করে নবাবী করবে, না পার, ক্ষতি কি ? তবু তো দিনকতক বাঁচবে—তাই বলি, আমায় বিদায় না দিয়ে পালাও,—আমি তোমার নয়নে -হৃদয়ে বিজড়িত -হয়ে থাক্‌বো, তুমি পালাও।

নবাব অন্তরে বলিলেন, ঠিক কথা—পলায়ন ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নেই। তখন নবাব পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু চিন্তাতে----একটী অতি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। নবাব কেবল—কতিপয় মাত্র নির্দ্দিষ্ট সৈন্য লইয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ অতি ধীরে পশ্চাতে হটিযা আসিতে লাগিলেন। তাঁর এ চাতুরী কেহই বুঝিতে পারিল না। শেষ সৈন্যশ্রেণী অতিক্রম করিয়াই নবাব তীব্র গতিতে অশ্ব ছুটাইলেন, পশ্চাতে সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য রক্ষী স্বরূপ ছুটিল।

তৎদৃষ্টে গর্জ্জিয়া উচ্চকণ্ঠে মোগল সেনাপতি বলিলেন,—"নবাব, নবাব, পালিয়োনা—জগতের যেখানেই পালাওনা কেন,—মোগলের হস্ত হ'তে কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না।"

নবাব তখন বহু দূরে। সেনাপতির বাক্য শূন্যে মিশাইল।

তখন সেনাপতি পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "রাজা—রাজা—নবাব পালাচ্ছে,—তুমি তোমার রাজপুত সৈন্য নিয়ে নবাবের

অনুসরণ কর। নবাব যদি আজ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে, তা'হলে তোমার বক্ষঃ-শোণিতে মোগল—তার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করবে। যাও—ছোট—বায়ুর মত ছোট—নবাবকে চাই-ই। আমিও এই গোটাকতক পাঠান সংহারে তোমার অনুসরণ কচ্ছি,—তুমি অগ্রসর হও।"

এইরূপ তাচ্ছিল্য ও রূঢ় আদেশে, রাজার হৃদয় ক্ষণিকের জন্য বিচঞ্চল হইয়া উঠিল, সংযমী রাজা চিত্ত-সংযমে রাজপুত সৈন্য সহ—ধূলি পটলে দিক অন্ধকার করিয়া ছুটিলেন।

সম্মুখে কল্লোলিত কোলাহলময়ী বিশাল জলময়ী নদী—নদী বক্ষে সেতু। নবাব দ্রুতগতি সেতুপার হইয়া তাহা ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন।

পাঠান, সেতু ভঙ্গে উদ্যত হইল। এমন সময়ে পর-পারে স্বসৈন্যে রাজা উপস্থিত হইলেন। পাঠানের আর সেতু ভঙ্গ সম্পূর্ণ হইল না। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে আবার দৌড়াইল। পাঠান যদি একবার কোনও রূপে সেতু ভঙ্গ করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় দায়ুদের শির স্কন্ধচ্যুত হইত না—তাহা হইলে বোধ হয় পাঠানের ভাগ্য অন্যরূপ ধারণ করিত—কিন্তু সকলই ভবিতব্য।

রাজা স্বসৈন্যে সেতু আরোহণে উদ্যত হইলেন। সহসা এক বালক সেতুর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে, মুক্ত অসি হস্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"আমায় বধ না করে কেহ পদমাত্রও অগ্রসর হ'তে পারবে না রাজা—"

চমকিত চিত্তে রাজা অশ্ব-রশ্মি সংযত করিয়া বালকের তেজোদ্ভাসিত বদনের প্রতি চাহিলেন। একি! এ যে—চির-পরিচিত মুখ! সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "একি, রাণী! ঊর্ম্মিলা, তুমি এ ভাবে—এ বেশে—এই মৃত্যু-মুখরিত রণাঙ্গণে কেন?"

"তৎপূর্ব্বে আমি প্রশ্ন করি,—তুমি এখানে কেন রাজা?"

"আমি এসেছি কর্ত্তব্য পালনের জন্য।"

"আমিও এসেছি কর্ত্তব্য পালনের জন্য।"

"কি তোমাব কর্ত্তব্য?"

"সন্তানরক্ষা—সত্যরক্ষা—আশ্রয়ার্থীকে রক্ষা।"

"তোমার সন্তান কে?"

"নবাব দায়ুদ খাঁ।"

"আমি তোমার সেই সন্তানকে ধৃত করবার জন্য মোগল সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ সে আদেশ পালনে আমি বাধ্য। সরে দাঁড়াও রাণী, বিলম্বে নবাবকে ধৃত করতে পারবো না।"

"আমিও, নবাবকে যখন পুত্র ব'লে অভয় দিয়েছি—তখন ধর্ম্মতঃ নবাবকে রক্ষায় বাধ্য। আমায় হত্যা ক'রে তোমার বাহিনী চালনা করো রাজা—"

"সেকি! তা হয় না রাণী—স্বামীর কর্ত্তব্যে বিঘ্ন দান করা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য নয়।"

"কিন্তু, এ ধর্ম্ম!"

"ধর্ম্ম! ধর্ম্ম অপেক্ষাও কি স্বামী শ্রেষ্ঠ নয়? হিন্দুললনার নিকট কি স্বামী—দেবতা ব'লে পূজিত হয় না?"

"হয়। কিন্তু দেবতা বল্‌তে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বল্‌তে যে দেবতা বুঝায় স্বামী! ধর্ম্ম ব্যতীত কোনও দেবতার প্রীতি বা করুণা পাওয়া যায় না—ধর্ম্মহীনের প্রতি ত্রিভুবন ঘৃণা করে থাকে। শত পাপ, শত মিথ্যা—শত হত্যা সাধনে দেবতাকে আহ্বান ক'রলেও সে কখন মুক্তির পথে যেতে পারে না।"

"যদি সে ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকে?"

"তথাপিও নয়—তথাপিও তাকে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ক'রতেই হবে—নরক যাতনা হ'তে তথাপিও উদ্ধার নেই। দেবতার সাধ্য নেই—তাকে মুক্তির পথে নিয়ে আস্‌তে পারেন। প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম-স্বরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরকে, অর্দ্ধোচ্চারিত সামান্য মিথ্যা বাক্যের জন্য নরকের বিভীষিকা দেখ্‌তে হ'য়েছিল। দেবীর প্রীত্যর্থে সুরথ রাজা লক্ষ পশুর প্রাণ হনণ করেন,—লক্ষ পশু লক্ষবার তাঁকে সংহার ক'রে, দেবীও তাঁকে রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদনে দেবতাকে পাওয়া যায়—মুক্তির রাজ্যে চির অধিকার লাভ করা যায়, এ শিক্ষা তো তুমিই দিয়েছ প্রভু, তবে কেন আজ এ কথা বল্‌ছো! আশ্রিত রক্ষাও ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনে আমি আজ তোমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি—এস স্বামী, আক্রমণ কর।"

রাণীর অখণ্ডনীয় যুক্তির নিকট রাজা নীরব রহিলেন। মহাসমস্যায় পতিত রাজা, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অপারগ হইলেন।

একদিকে কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বান, অন্য দিকে ধর্ম্মপরায়ণা রমণীহত্যা, অর্দ্ধাঙ্গিণীর প্রাণনাশ। একদিকে কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলায় মহানিরয়, অন্যদিকে নারীহত্যার অনন্ত পাপ সঞ্চয়! কি করি, কোন দিকে যাই, কে বড়? অর্দ্ধাঙ্গিণী—না—কর্ত্তব্য! কে যেন সজোরে রাজার বক্ষ স্পন্দিত করিয়া বলিল, "কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য! শত রাজ্য, সহস্র পত্নী অপেক্ষাও কর্ত্তব্য বড়।"

রাজা কণ্টকিত দেহে শিহরিয়া উঠিলেন।

যে পুষ্প-তনু পুষ্পাঘাতে রক্ত-রাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, সেই অঙ্গে কঠোর কুলিশ প্রহার করতে হবে। যে কোমল হৃদয়ে কত প্রীতির উৎস, প্রেমের প্রবাহ, করুণার নির্ঝর ধারা প্রবাহিত, সেই হৃদয় স্বহস্তে দীর্ণ করতে হবে। যে কনক-প্রতিমাকে—হৃদয়ারাধ্য দেবীরূপে পূজা করে এসেছি, সেই মূর্ত্তিকে চূর্ণ করতে হবে। যে বাহু—শত আবেগে শতবার প্রেমালিঙ্গনে শুধু প্রসারিত হয়েই এসেছে—সেই বাহু আজ প্রেম-মূর্ত্তিকে বধার্থে ভীষণ খড়্গ আঘাত করবে। এত বড় অস্বাভাবিক, এত বড় নির্দ্দয়ের কার্য্য বোধ হয়—জগতের ইতিহাসে আর কখনও সংসাধিত হয় নি। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—

"না—না, আমি পারবো না, না—কিছুতেই পারবো না। যাক্ কর্ত্তব্য গভীর বারিধি মধ্যে, নিমজ্জিত হোক ধর্ম্ম কর্ম্ম, সব যাক অতল সলিলে ডুবে, মনুষ্যত্ব বিবেক সব রসাতলে যাক! তথাপিও এ নৃসংশ কার্য্য সাধিত করতে পারবে না।"

"ছিঃ রাজা, এ দৌর্ব্বল্যতা তোমাতে শোভা পায় না।"

বিস্ময়ে চাহিয়া রাজা দেখিলেন, পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বিরাজিতা, মুক্ত-খড়্গ-ধৃতা, তেজোময়ী জোছ্‌না-গঠিতা এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি।

রমণী পুনরায় বলিল, "রাজা, আমি তোমার পথ মুক্ত করে দিচ্ছি, সেই মুক্ত পথে তোমার ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, প্রতি অশ্ব-পদক্ষেপে শতদল প্রস্ফুটিত হ'ক, প্রতি অস্ত্রক্ষেপে, তোমার বীরত্ব-কীর্ত্তি-খচিত হোক, ইহাই আমার প্রার্থনা—কামনা।"

তারপর রাণীর সম্মুখে আসিয়া রমণী ডাকিলেন, "ভগিনী!"

"শোভনা! বোন! এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি, রণরঙ্গিণী বেশ কেন বোন!"

"আজ এর প্রয়োজন হয়েছে দিদি। তুমি যেমন ধর্ম্মার্থে স্বামীর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছ, আমিও তেমনি, ধর্ম্ম ভেবে, স্বামীর কর্ত্তব্য-পথ প্রসারিত করতে অস্ত্র ধরেছি,—এস আমার পুণ্যময়ী ভগিনী, এস আমার গৌরবময়ী রাণী,—আক্রমণ কর। আজ শক্তিতে শক্তিতে সংঘাত—জগতের বক্ষে মহা আন্দোলনের প্রভঞ্জন প্রবাহিত করুক।"

"তাই হোক বোন। এ সংঘাত—বিশ্ববক্ষে, দুন্দভি-নিনাদে আবহকাল ভৈরব বিষানে নিনাদিত হোক। তবে এস বোন, এস পতিব্রতার আদর্শময়ী দেবী, তোমার পবিত্র আলিঙ্গনে আমায় পবিত্র কর।"

উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধা হইলেন।

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজা বিস্ময়-পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে, উচ্ছ্বাস-পূরিত নয়নে এই অপার্থিব অলৌকিক মহিমময়ী দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

সত্যই সে অতি মহিমময়ী দৃশ্য।

কে কোথায় নর নারী আছ—এস, ছুটে এস, এ পূণ্য-ছবি পূণ্যধামে চলে যেতে না যেতে, প্রাণ ভরে—নয়ন ভরে দেখে নাও। দেখে নাও,—তুটী স্বর্গীয় হৃদয়ের মিলন,—তুটী পতি প্রেম-পাগলিনী নারীর জ্বলন্ত পতি-ভক্তির আদর্শ, দেখে নাও,—মর্ত্তের তুটী সজীব দেবী প্রতিমা।

বহুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বারোহণে উভয়ে উভয়কে আক্রমণোদ্যত হইলেন।

রাণী উর্ম্মিলা বালা, পিতার আদরিণী একমাত্র তনয়া ছিলেন। কাজেই পিতা তাঁহাকে অশ্বারোহণে, অসি-চালনায় সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন।

শোভনার প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, রাণী সজোরে শোভনার হৃদয় লক্ষ্যে খড়্গাঘাত করিলেন।

অস্ত্রচালনায় অনভ্যস্তা, অশিক্ষিতা শোভনা সে আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না—রাণীর অস্ত্র তাহার বক্ষভেদ করিল। শোণিতাপ্লুত দেহে শোভনা অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

অনুতপ্ত—ব্যথিতকণ্ঠে রাণী বলিলেন, "ভগিনী, আমি মহা পাপিনী, তোমার মৃত্যুর কারণ হলুম।"

যাতনাদগ্ধ কণ্ঠে শোভনা বলিল, "তুমি মহা ধার্ম্মিকা,

ক'রে অগ্রসর হতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন। অন্তরে হা
লেন, রাজা, এ নির্ম্মম—নিয়তি-হৃদয়-বিদার
দয়া, মায়া, কোমলতা কিছু নেই—দয়া মায়া
এ রণস্থল। এখানে আছে, শুধু বজ্রের কঠোর —
নর্ত্তন—মৃত্যুর ভীষণ গর্জ্জন। "ইসলামীয় সন্
রোধকারী ঐ অশ্বারূঢ় বালককে হত্যা বব,
আরোহণ কর।"

নবাবের আদেশে এককালীন বহু বর্শা—
উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

কালান্তক সাক্ষাৎ শমনরূপী বর্শ
কবিল। মর্ম্মদাহী যাতনায় বিকট
লইয়াই প্রবলগামিনী নদীবক্ষে লম্ফ
নয়নে প্রতীয়মান হইল, মধ্যাহ্ন মা
আঁধারে ডুবিয়া গেল,—অন্ধকার! হৃ
জগৎ অন্ধকার! জ্বালা-জর্জ্জরিত হৃদ
রাজা বলিয়া উঠিলেন, "আমায় এই গ
করে একাকী কোথায় যাবে রাণী!
একা যেতে দেবো না।—জীবিতেশ্বরী—

বলিতে বলিতে রাজাও অশ্ব হই
নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বার
—জলরাশি পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল।

ক্রমাগত